ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

সপ্তত্রিংশতম খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

সপ্তত্রিংশতম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ বাংলা

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী—১০

মূল্য ঃ পঁয়ষট্টি টাকা (মাশুল স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) [2017]
প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN–978-93-82043-49-2

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

সপ্তত্রিংশতম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি, যাহা ১৩৬৫ সাল হইতে ১৩৮৫ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার সপ্তত্রিংশতম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের বহু অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পর দেখা গেল যে,—

(ক) সাময়িক পত্রের সাময়িক প্রচারের ব্যবস্থাটুকু ছাড়াও পুস্তকের মধ্য দিয়া পত্রগুলির স্থায়ী প্রচারের একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন,

এবং

(খ) সমসমকালে "প্রতিধ্বনি"র যাঁহারা গ্রাহক হইতে পারেন নাই, ইচ্ছা করিলে সেই জনসাধারণ যাহাতে পাঠের জন্য পত্রগুলি ভবিষ্যতে হাতের কাছে পাইতে পারেন, তজ্জন্য—

পত্রগুলি পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশ আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড হইতে ষট্‌ত্রিশংতম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশের দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, অখণ্ড-সংহিতার ন্যায় এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর আছে। কেহ কেহ পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন,—

"ধৃতং প্রেম্না"র পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা বহু সমস্যার সমাধান পাইয়া অশেষরূপে উপকৃত বোধ করিতেছি।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও আমি পত্রলেখক অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সহিত চাক্ষুষ-ভাবে বা পত্রযোগে পরিচিত নহি, তথাপি, এই সকল পত্রের অনেকগুলিই পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, ঠিক আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল মূল্যবান্ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও পত্রগুলি অন্য কোনও ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছে, তথাপি আমি ইহার ভিতর হইতে আমার জীবনের অতীব জটিল সমস্যা-সমূহের সমাধান পাইয়া বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হইয়াছি যে, এই ভাবেই শ্রীভগবান্ দিব্যপুরুষদের দ্বারা আপামর জনসাধারণকে উপকার বিতরণ করিয়া থাকেন।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"শত বক্তৃতা শ্রবণে যাহা হইতে পারিত না, "ধৃতং প্রেম্না" পত্রগুলি পাঠ করিয়া সেই উপকার মানুষের হইয়াছে বলিয়া আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই উক্তি করিতে পারি।"

শ্রীশ্রীবাবামণি (অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব) পত্রোত্তরে তাঁহাদের জানাইয়াছেন,—

"অকপট জীবহিতৈষণা নিয়া একটী মাত্র ব্যক্তিকে যে পত্র লিখিয়াছি, অনুরূপ সমস্যায় আকুল অপর ব্যক্তির সেই পত্র হইতে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সংগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। কাহারও নিকট লিখিত আমার কোনও পত্রের অনুলিপি পাঠ করিয়া যদি তোমাদের কাহারও নিজের কোনও লাভ হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তোমরা আমাকে

ধন্যবাদ জানাইও না, প্রশংসা জানাও তাঁহাকে, যিনি আমার হাতে লেখনীটী দিয়া নিজে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন মসী-মুখে সংশয়াপহারী রূপে।"

"ধৃতং প্রেম্না"র প্রথম খণ্ডটী প্রকাশের কালে আমাদের মনে কিন্তু অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু একটীর পর একটী করিয়া খণ্ড যেমন যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, তেমন তেমন পাঠক-পাঠিকাদের অভিনন্দনের মধ্য দিয়া আগ্রহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হইল। তাই, আজ আনন্দ-ভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" সপ্তত্রিংশতম খণ্ড প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম। নিবেদনমিতি মাঘ, ১৩৮৫ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী—১০

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

"ধৃতং প্রেম্না" সপ্তত্রিংশতম খণ্ডের এই দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। ইতি—

প্রকাশক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ
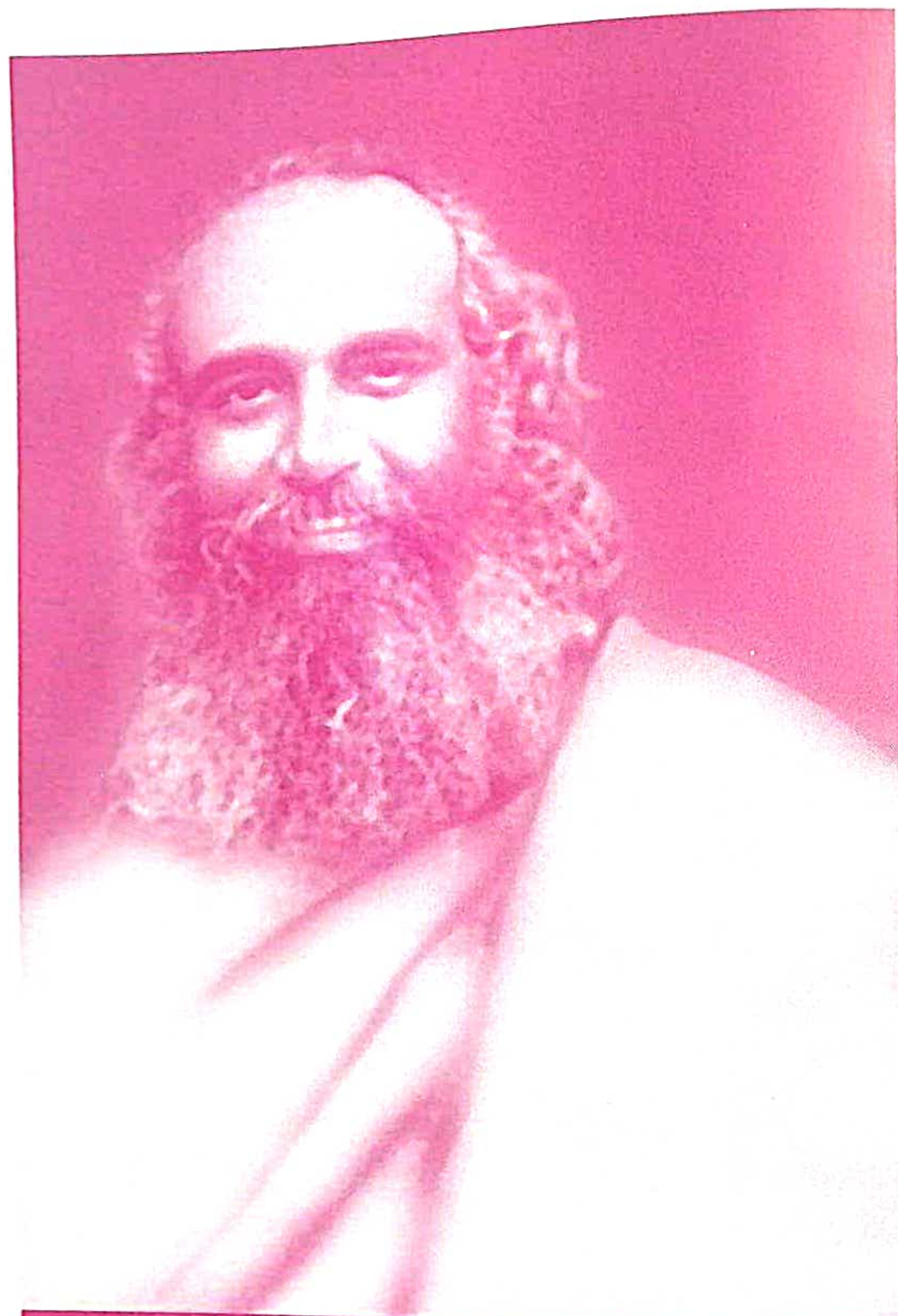
ধৃতং প্রেম্না

(সপ্তত্রিংশতম খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

(১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৮৪
(১১ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * * *

তোমরা চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে জোরদার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইবে। এই আন্দোলনকে থাকিয়া যাইতে দিও না। ছোট বড় সকলকেই ইহার সহিত যুক্ত করিয়া দাও। সকলের মনে কাজ করিবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগাইয়া রাখিতে থাক। অল্প কাজ কেহ করিয়া থাকিলেও তাহাকে প্রশংসা দাও, মহৎ কাজ কেহ করিয়া থাকিলে তাহাকে সম্মান দাও। ছোট বলিয়া কাহারও মনে সঙ্কোচ থাকিলে তাহাকে

আদর দাও। অনাদৃতকে ভালবাসা দাও, দুর্ব্বলকে সাহস দাও, উৎসাহ দাও। মোটের উপর কাজকে থামিয়া যাইতে দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৭শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৮৪

(১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা–, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা এক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা কর, বিবদমান মানুষগুলিকে প্রীতির সম্বন্ধে একত্র করার। নিন্দা এবং বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিলে অতি অল্প-সংখ্যক দুর্ব্বল কর্ম্মীও একত্র হইয়া অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পার। কাজ যাহারা করিতে চাহে, ঝগড়ার ঝড় তাহাদের কমাইতেই হইবে। প্রীতি ও মৈত্রীর মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে কাজ চলিলেও তাহার স্থায়ী সুফল অবশ্যম্ভাবী। ঝগড়া মিটাইবার চেষ্টা যাহারা করে, সমাজের তাহারাই বড় বান্ধব। মানুষের পশুত্ব তাহাকে কলহে প্রবৃত্ত করে, মানুষের দেবত্ব প্রীতি ও স্নেহের পথ খোঁজে।

কেহ কেহ না জানিয়াই সংঘের ঐক্য-বিনাশে সহায়তা করে শুধু পরনিন্দা শুনিতে ভালবাসে বলিয়া। সকলকে শিক্ষা দাও যে, নিন্দা শোনা পাপ, নিন্দা করা মহাপাপ। সংঘকর্ম্মীরা সকলে পাপমুক্ত থাকিলে বা পাপমুক্ত থাকিবার চেষ্টা করিলে আশ্চর্য্য এক দৈবশক্তির উৎপত্তি হয়, যাহা তাহাদিগকে নিয়ত এবং উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে নিয়া চলে। ব্যষ্টির মঙ্গলের জন্য, সমষ্টির কুশলের জন্য, সর্ব্বজনহিত সম্পাদনের জন্য অনিন্দক অদোষদর্শী ক্ষমাশীল মহাপ্রাণ সহযোগীদেরই সহায়তা চির-বাঞ্ছনীয়।

যত ভুল তোমরা যখনি কর, তাহা কর শুধু পরদোষদর্শনে প্রবৃত্তি আছে বলিয়া। কে মোটেই ত্যাগ স্বীকার করিল না, কে মোটেই শ্রমদান করিল না, কে অপরের প্রাপ্য যশ কৌশলে নিজে অপহরণ করিল, ইহা নিয়া আলোচনা না করিয়া কে কিঞ্চিন্মাত্রও ত্যাগ স্বীকার করিল, অল্প হইলেও শ্রমদান করিল, তুচ্ছ পরিমাণ হইলেও যশোবর্দ্ধক কাজ করিল, ইহা দেখিবার অভ্যাসটী যদি করিতে পার, তবে এক মহাকার্য্য সাধন করিলে বলিয়া জানিবে। পরদোষদর্শন বাদ দিতে পারিলে, পরের গুণকে স্বীকার করিয়া নিবার মত ঔদার্য্যের চর্চ্চা করিলে অতি সাধারণ মানুষও অসাধারণত্ব অর্জ্জন করিতে পারে। তোমরা কেহই নিজেদিগকে অসাধারণ বলিয়া জ্ঞান কর না। আমি কিন্তু দেখিতেছি যে, তোমরা প্রত্যেকে অতি সামান্য চেষ্টা

করিলেই অসাধারণ ব্যক্তিতে পরিণত হইতে পার, পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ই হইতেছে এই যে, যে যাহা আছে, সে তাহা অপেক্ষাও উন্নততর হউক। নিম্নাবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় উদ্‌বর্ত্তনই বিধাতার দূরতম অভিপ্রায়। কয়েকটী তুচ্ছ কীট হইতে উন্নত হইতে হইতে প্রাণী মানুষের দেহ পাইয়াছে, বনমানুষেরা সভ্য মানুষে পরিণত হইয়াছে এবং এই মনুষ্যজাতি পরিণামে দেবতারও রূপান্তর পাইবে। ব্যবধান মাত্র কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি বৎসরের। স্বভাবের নিয়ম চলিতেছে এবং চলিবেই। ইহাই ঈশ্বরের বিধান। কুকথা, কুচিন্তা, কুকর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা এই স্বাভাবিক উন্নতির কেহ ব্যাহত করিও না। আমরা যখন পিপীলিকা ছিলাম, তখনও আমরা সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিয়াছি। আমরা যখন নিতান্তই বানর ছিলাম, তখনও দলবদ্ধতা পরিহার করি নাই। আমরা যখন মানব-শরীরে বিচরণ করিতেছি, সেই সময়ে কি আমরা বিচ্ছিন্নতার, বিরোধের, বিনাশের পথে চলিতে পারি? মানব-রূপে সর্ব্বজীবের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য বোধ আসিয়াছে। আমরা পশুপক্ষীর প্রাণ গেলেও কাতর হই, সেই আমরা কি মানুষের দুঃখ দেখিয়া একটুও কাঁদিব না, পরদুঃখ-বিদূরণে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিব না? আমরা কি হাজার হাজার গ্রন্থ পড়িয়া শুধু পণ্ডিতই হইব? কাজ কিছু করিব না? পরের জন্য দুঃখ কিছু সহিব না? আমরা কি আত্মকলহ

করিয়া করিয়া কেবলই নিজেদিগকে অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে থাকিব? কলহ করা ছাড়া কি আমাদের আর কোনও কাজ নাই?

কাজ আছে। মন ঠাণ্ডা হইলেই কাজের হদিস মিলিবে। চিরচঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত মন লইয়া কেহ প্রকৃত কাজকে চিনিয়া নিতে পারে না, বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং মনকে আগে ঠাণ্ডা করিতে হইবে। তোমাদের উপাসনা মনকে ঠাণ্ডা করিবার মহৌষধ। এক বেলা পথ্য বন্ধ থাকিলেও রোগী মরে না, কিন্তু ঔষধ তাহাকে সময় মতন সেবন করাইতেই হয়। তোমরা উপাসনা-রূপ মহৌষধ্ বিতরণের ডিস্‌পেনসারী করিয়া লও তোমাদের মণ্ডলীটীকে। ঔষধের ঘরে ঝগ্‌ড়া-ঝাটীর ঢিল-পাট্‌কেল কেহ নিক্ষেপ করিও না। যজ্ঞস্থলে রাক্ষস-খোক্কশের উপস্থিতি বিপজ্জনক। তোমরা উপাসনার-গৃহকে শান্তির নিলয়-রূপে গড়িয়া তোল। উপাসনার মাধ্যমে আজকাল কত বিবাহ, কত শ্রাদ্ধ হইতেছে, উপাসনার মাধ্যমে কি তোমাদের সকল কলহ মিটিয়া যাইতে পারে না? প্রত্যেকটী উপাসনার অনুষ্ঠানকে তোমরা পরিপূর্ণ সাত্ত্বিকতায় বিমণ্ডিত কর। প্রত্যেকটী উপাসনা এক একটী অমৃতের উৎস-স্বরূপ হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

Hari Om Gurudham, Calcutta-54
14-12-77

Dear–,

Accept my blessings & affection.

You are really born to serve society at large and humanity in general without the least distinction of caste, creed, sect, language, province or any differentiating element. You are for everybody and for all times. Your parents had the good fortune to have imbibed some ingrained ideas of serving society at the time when you were initially and really born in the ovum of your affectionate mother. That is why you are so noble in your sentiments and aspirations and so large-hearted and broad-minded. As an engineer of human-material allow me the chance to utilise you as a great general in the service of humanity under a definite scheme and well-thought-out plan. For this, you have to obey, love, respect abide by the orders of your parents. Love for parents, respect for father & mother, gratitude to them for the inheritance of a pure mind in a sound body, is

the first step-stone to real civilization. You should not and cannot be tempted to ephemeral happiness under the guise of sweet words an under camouflage of so-called social service. Pack yourself up like a soldier in the battlefield and don't allow a single drop of blood to drop form your body purposelessly and invain. Today I am very busy. This letter will be followed by others.

Accept my blessings again and again.

Yours affectionately,
Swarupananda

(বঙ্গানুবাদ)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৪-১২-১৭

কল্যাণীয়েযু ঃ—

আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি বাস্তবিক পক্ষে জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভাষা-প্রদেশ-নির্ব্বিশেষে নিখিল মানব-সমাজের সেবা করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি সকলের জন্য এবং সর্ব্বকালের জন্য। সুসৌভাগ্যবশতঃ তোমার পিতামাতা সমাজের সেবার মহোচ্চ-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই তোমার স্নেহশীলা মাতার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জঠরে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কারণেই চিন্তা এবং আদর্শে তুমি এত মহান্ এবং হৃদয়বত্তায় ও চিত্তৌদার্য্যে এত গরীয়ান্। মানবিক উপাদানের ইঞ্জিনীয়ার রূপে আমাকে তুমি একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে এবং এক সুচিন্তিত যোজনানুসারে বিশ্বমানবের সেবাকার্য্যে এক বিরাট সেনাপতিরূপে পরিণত করিতে সুযোগ প্রদান কর। এই উদ্দেশ্য-সাধনে তোমাকে তোমার পিতামাতার বাধ্য হইতে, ভক্তি ভালবাসা অর্পণ করিতে, এবং তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার আজ্ঞা পালন করিতে তৎপর থাকিতে হইবে। পিতামাতার প্রতি ভালবাসা, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি, সুস্বাস্থ্য এবং পবিত্র মনের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মলাভ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট ঋণ ও কৃতজ্ঞতাবোধই প্রকৃত সভ্যতার প্রথম সোপান। মিষ্ট বাক্যে প্ররোচিত হইয়া কিংবা তথাকথিত সমাজ-সেবার ছদ্ম আবরণে পার্থিব সুখলাভে প্রলুব্ধ হওয়া তোমার পক্ষে উচিত নহে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের ন্যায় তুমি নিজেকে সজ্জিত কর। বৃথা এবং নিষ্প্রয়োজনে স্বীয় শরীর হইতে একবিন্দুও রক্ত পতিত হইতে দিবে না। আজ আমি অত্যন্ত কর্ম্মব্যস্ত আছি। এই পত্রের পরে আরও পত্র পাইবে।

আমার পুনঃ পুনঃ আশিস জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৯শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৪

(১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা–, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সূর্য্যকমল স্টেশান হইতে পাঁচ ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া তোমরা গ্রাম "হাসানে" গিয়াছিলে প্রচারে, এই সংবাদে সুখী হইলাম। দশ পনের হাজার পূর্ব্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু লইয়া এই গ্রামখানিতে তোমরা ওঙ্কার-বিগ্রহের অর্চ্চনা সমবেত উপাসনা দ্বারা সমাপন করিয়াছ এবং যেখানে একটী প্রাণীও আমার পরিচিত নহে, সেখানে আগ্রহাকুল জনতার সমক্ষে আমাদের অনুশীলিত সমতা ও মমতার বাণী পরিবেশনের দ্বারা সকলকে আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ করিতে পারিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। এবার ত' পরিচয় হইল, এখন হইতে কিছুদিন পরে পরে পুনঃ পুনঃ যাও এবং নিঃস্বার্থ ভাবে ইহাদের সেবা কর। যতক্ষণ তোমরা নিঃস্বার্থ, ততক্ষণই তোমরা আদরণীয়। মনকে সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্ব-কামনা, যশঃস্পৃহা ও প্রশংসালিপ্সা হইতে ঊর্দ্ধে রাখিবে।

সমবেত উপাসনার শুদ্ধ সুর যাহারা জানে, একমাত্র তাহাদিগকেই সঙ্গে নিবে। মানুষকে অশুদ্ধ সুর শুনাইয়া

শুনাইয়া বিভ্রান্ত করিয়া রাখা পাপ, কেননা, পরে যখন শুদ্ধ সুর কেহ শিখাইতে আসিবে, তখন হয়ত কলহ বাঁধিয়া যাইবে। শুদ্ধ সুর শিখিবার সদুপায় আমি করিয়া দিয়াছি, তথাপি অনেক স্থানে অতীতের ভুল-সুরের শিক্ষাদাতারা মণ্ডলীর ভিতর বা সমবেত উপাসনার আসরে কলহের প্রেত-তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়া দুর্য্যোগ আনিতেছে। ইহারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী।

যেখানেই যে কাজে যাও, সর্ব্বত্র মানুষের মধ্যে মদ্যপানের নিরোধক উৎসাহ-বাণী প্রচার করিও। এই কাজটা নীরবে আমি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু সরকারী নীতি ইহার বিরুদ্ধে ছিল। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার মোরারজী দেশাইএর মতন একজন চরিত্রনিষ্ঠ, আদর্শবাদী, শক্তিশালী ব্যক্তির নেতৃত্ব পাইয়া প্রকাশ্যেই মদ্যপানের বিরোধ করিতেছেন। এখন তোমাদের প্রতিজনের এই ব্যাপারেও মুখর হইতে হইবে। অনেক প্রভাবশালী সংবাদ-পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মদ্যপানের স্বপক্ষে যে সুকৌশল যুক্তিজাল দেখা যায়, তাহার প্রতি তোমাদের প্রকাশ্য বিরোধ ঘোষণা করিতে হইবে। তোমাদের পরিচিতবর্গের মধ্যে যদি কেহ মদ্যপায়ী থাকিয়া থাকে, তবে তাহাকে চারিদিক হইতে সকলে মিলিয়া উপদেশ দিয়া সংশোধিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। একাজটী নিরন্তর চালাইতে হইবে। আমি আমার

ব্যক্তিগত প্রভাবে অনেক মাতালকে শুদ্ধাচারী করিতে পারিয়াছি বলিয়াই এই কথা লিখিবার সাহস পাইলাম। মদ্যপানকে প্রত্যেকে ঘৃণা করিও, কারণ ইহা লক্ষ্মীমন্তের গৃহেও দারিদ্র্যকে ডাকিয়া আনে। কারণ, ইহা চরিত্রবান্ ব্যক্তিকেও সহজে স্খলিতপদ করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা–, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশা করি, আমার প্রথম পত্র ইতঃপূর্ব্বেই তুমি পাইয়াছ। তাহাতে লিখিয়াছিলাম, একবার আসিয়া দেখা করিয়া যাইতে। কেহ মদ খায় বলিয়া তাহাকে আমি ঘৃণাও করি না, গালিও দেই না, সে একটা খারাপ ও ক্ষতিকারক অভ্যাসের দাস বলিয়া দুঃখ অনুভব করি। ইহা তাহার প্রতি আমার ভালবাসারই ফল। তুমি নির্ভয়ে আমার কাছে আসিও, কিছুকাল বসিও, তোমার অভ্যাস-সংশোধনের কাজ ইহারই ফলে আপনা আপনি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আরম্ভ হইয়া যাইবে। আমার কাছে কেহ আসিলে তাহার যেন গৌন ভাবে হইলেও কিছু উপকার হয়, এটা ঈশ্বরের বিধান। ইহাতে আমার কোনও কৃতিত্ব নাই বা কৃতিত্বের দাবী নাই। নিসঃঙ্কোচে আসিও। কিছু সময় আমার সহিত সমবেত উপাসনায় বসিও। তারপরে অনায়াসে তুমি চলিয়া যাইতে পার। তোমার জন্য আমার দ্বারা কোনও উপকার যদি করিবার থাকে, তবে এইটুকু দ্বারাই যাহা হইবার হইবে, জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

(১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা–, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি দেখা করিতে আসিয়া দেখা পাও নাই বলিয়া মনঃকষ্ট নিয়া ফিরিয়া গিয়াছ, জানিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ভোর চারিটা হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই যদি মানুষ-জন দেখা করিতে আসে এবং সকলেরই প্রয়োজন যদি সমান জরুরী হয়, তাহা হইলে একটা মানুষ কি করিয়া তাহাদের প্রতিজনকে

তুষ্ট করিতে পারে, বল ত' মা! মানুষ মাত্রেরই প্রতি আমার ব্যবহার চিরকালই ভদ্র এবং বিনীত। এই জন্য যদি লোকে নাওয়া, খাওয়া, বিশ্রাম করার অবসরটুকুও না দেয়, তবে কাহাকেও না কাহাকেও একটু নিয়মানুগ হইতে হইবেই। শরীরটা মানুষের, ইহা ইস্পাতের তৈরী যন্ত্র নহে। যন্ত্রেরও বিশ্রাম দরকার হয়, মেরামতের প্রয়োজন পড়ে। কাল দুপুরে খাইতে বসিব, এমন সময়ে একদল লোক আসিয়া বলিল, আমরা সাত শত মাইল দূর হইতে আসিয়াছি, এক্ষণি আমাদের দেখা করা চাই। দেখা করিতে আসিয়া এক ঘণ্টা সময় আমাকে আটক রাখিল। খাবারগুলি ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তবু, ক্ষুধা ছিল, তাই অসময় করিয়াও খাইতে বসিলাম। এমন সময়ে দুই তিন জন অতিশয় বিজ্ঞলোক আসিয়া দাবী করিলেন এখনি দেখা করা চাই। ব্রহ্মচারী বুঝাইয়া বলিল, উনি আহারে বসিয়াছেন, আহারের পরে মিনিট কুড়ি বিশ্রাম দরকার হইবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করুন। দর্শনার্থীরা রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। বলিলেন,—আমাদের দেখা করিবার অধিকার আছে, আপনি মশায় বাধা দেবার কে? একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। আহারান্তে খবর শুনিয়াই আমি লোক পাঠাইলাম, বলিলাম, বিশ্রাম ত' একদিন কোনও এক অজ্ঞাত শ্মশানে করিতেই হইবে, আজ আর বিশ্রাম করিবার প্রয়োজন নাই। ভদ্রলোকদের নিয়া আস। কিন্তু ব্রহ্মচারীকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আসিতে হইল। কারণ, ক্রোধবশে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, যেখানে বসিতে বলা হইয়াছিল, সেখানে বসিয়া অপেক্ষা করেন নাই। অবস্থাটা ভাবিয়া দেখ। এরূপ অবস্থায় অতি ঠাণ্ডা মাথার লোকেরও কখনো কখনো মেজাজ খারাপ হইতে পারে।

তুমি যে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া অসময়ে আসা হেতু দেখা না পাইয়া রাগ করিয়া ঘরে ফির নাই, বরং আমার লেখা পত্র-সাহিত্য 'ধৃতং প্রেম্নার' একটী খণ্ড কিনিয়া নিয়া ঘরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করিয়া শেষ করিয়াছ, এইখানে তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইতেছি। তুমি লিখিতেছ, তোমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন-সমূহের জবাব ওখানে মিলিয়াছে। তবে ত' আমার সহিত সত্য সত্যই তোমার সাক্ষাৎকারই হইয়া গেল। সংশয়-নিরসনের জন্যই ত' দেখা করিতে আসিয়াছিলে! কিন্তু অন্যকে লেখা পত্রের মাধ্যমে আমিই তোমাকে দেখা দিলাম। ব্যাপারটা সত্যই মধুর।

অনাদি অতীতে মানুষের যে সকল সমস্যা ছিল যুগ-যুগান্তরের নানা পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও অধিকাংশ মৌল সমস্যার রূপ একই প্রকার রহিয়া গিয়াছে। এই জন্যই, একটা মানুষের পক্ষে যাহা সমস্যা, ঠিক তাহাই আরও দশটা মানুষের কাছে সমস্যা, ঠিক তাহাই আরও দশটা মানুষের কাছে সমস্যা রূপে আসিয়া উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের সমাধানও চিরকাল একই রকম। এই জন্যই যুগে

যুগে নানা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিলেও প্রকৃত সমাধান সকলে প্রায় এক রূপই করিয়াছেন। তাই অন্যের নিকট লিখিত পত্রের অনুলিপির ভিতরে তুমি তোমার সমস্যার সমাধান পাইয়াছ। আমি ধন্য যে, তোমার ন্যায় কন্যার আমি পিতা, যে কন্যা সারই খোঁজে, অসার নিয়া নিজেকে বিব্রত করে না। আমি আমার বাণীর ভিতরে রহিয়াছি। যে আমার বাণীর অর্থ বুঝিতে পারে, সে আমার ভিতরেই আসিয়া বসিয়াছে। দর্শনের চেষ্টা ত' অভাব পূরণের জন্য। তোমার পত্রে তোমার কথার মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া আমি আহ্লাদিত হইয়াছি।

পরশুর আগের দিন সমাগত সকলকে আমি বলিয়াছিলাম যে, নানা অবান্তর প্রশ্ন করিয়া আমাকে ব্যস্ত করিতে চেষ্টা কেন কর? সকল প্রশ্নের জবাব ত' তোমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। অনন্ত কাল ধরিয়া এই সম্পদের তোমরা অধিকারী, অথচ দৃষ্টিক্ষীণতার দরুণ তাহা দেখিতে পাও নাই। কাহারও নিকটে যদি কিছু পাইবার অভিলাষ করিয়া থাক, তবে সবাই মিলিয়া কতকটা সময় চুপ করিয়া বস না কেন? তোমাদের মন একটু শান্ত হইলে অন্য শান্ত মনে বিধৃত আলেখ্য নিজের মনের মুকুরেই ত' দেখিতে পাইবে। পুকুরঘাটে গিয়া কাদামাটি দিয়া জলকে ঘোলা না করিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাক। জল নিস্তরঙ্গ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজের মুখের প্রকৃত শ্রীটুকু জলের ঘাটে নিখুঁত ভাবে প্রতিবিম্বিত হইবে এবং

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যেই স্নিগ্ধমনা সাধকের উপদেশের জন্য আসিয়াছ, তিনি মুখ ফুটিয়া কথা না বলিলেও তাঁহার সাধনার পরমাসিদ্ধি তোমার মনের উপরে প্রতিফলিত হইবে। লোকে সাধু-সঙ্গ এই জন্যই ত' করে কিন্তু হয়ত কেহই জানে না যে, কেন সাধুসঙ্গ করিতে আসিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৩০শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৮৪

(১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা–, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

উপাসনা আরম্ভ হয় নাই বা ধ্বনি দিয়া অখণ্ড-সংহিতা পাঠও শুরু হয় নাই, এমন সময়ে যদি আদরণীয় বা বহু প্রশংসিত কোনও পঠন-কর্ম্মী যা সুযোগ্য কণ্ঠ-শিল্পী পাঠ করিবার জন্য বা উপাসনা পরিচালনা করিবার জন্য পাওয়া যায়, তবে তাহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া নিজে একটু পিছনে বসিলে দোষ কেন হইবে, আমি বুঝিলাম না। যেখানে লংপ্লেয়িং রেকর্ড আছে, সেখানে ত' রেকর্ডের সঙ্গে সঙ্গেই

উপাসনা করা ভাল। অন্যত্র যে উপাসনা পরিচালনার ব্যাপার নিয়া প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব বা মন-কষাকষি হয়, ইহা বড়ই অসাত্ত্বিক ব্যাপার। তোমাকে ঐ একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে পাঠ বা পরিচালন করিতে না দিয়া দূরাগত অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাপ্ত যোগ্য আর একজনকে দেওয়া হইলে ক্ষতিটা কোথায়? এই সব সাধারণ ব্যাপার নিয়া কলহ থাকা উচিত নহে। এই জাতীয় ব্যাপারে যে ভুল-বুঝাবুঝি হওয়া উচিত নহে, —মনোমালিন্য ত' দূরেরই কথা,—একথা তোমাদের প্রত্যেকের বোঝা উচিত।

অতি গোপনে একটী কথা তোমাকে লিখিতে হইতেছে। কথাটীকে মন্দ ভাবে গ্রহণ করিও না। ক্রীড়ামোদীর উচ্ছল মন লইয়া পাঠ করিও। তোমাদের অঞ্চল হইতে ক্ষোভের সহিত একটী অভিযোগ আসিয়াছে যে, কোনও এক মণ্ডলীতে আভিজাত্যাভিমানী ব্যক্তিরা সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে আসেন দেরী করিয়া এবং উপাসক-মণ্ডলীর সম্মুখস্থ প্রথম বা দ্বিতীয় সারি মধ্যে স্থান পাইতেই হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া যেন জিদ্ করিয়াই দাঁড়াইয়া থাকেন। ফলে অগ্রবর্ত্তীরা নিতান্তই চক্ষু-লজ্জায় পড়িয়া অত্যন্ত ঘেঁষাঘেষি বা ঠেলাঠেলি করিয়া অনিচ্ছাক্রমে সরিয়া বসেন এবং উপাসনা-কালীন প্রশান্ত মনোভাব তাঁহাদের অংশিক ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। উপাসনায় যোগ দিতে যে আগে আসিবে, সে আগে বসিবে, এই নিয়মটা কি

ভাল নয়? তবে, বিকট কণ্ঠ বা স্বর-কর্কশ ব্যক্তিরা বা সুরে অনভিজ্ঞ ও উচ্চারণে অক্ষম মানুষেরা আগের দিকে বসিতে গেলে যে সমবেত অনুষ্ঠানটীর ক্ষতি হয়, ইহা মানিয়া লইয়া শুদ্ধ-সুরজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য একটু বিশেষ অনুগ্রহের ব্যবস্থা তত খারাপ নহে। মনে পড়ে আমি যেন কলিকাতায় আমার বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, ঈদের নমাজ পড়িবার সময়ে কাবুলের রাজা (আমির) আসিয়াও ভিড় ঠেলিয়া প্রথম সারিতে গিয়া দাঁড়ান নাই, দাঁড়াইয়াছেন তাহারই পশ্চাতে, যাহার আগমনের পরে তাঁহার নিজ শুভাগমন হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, আল্লার দৃষ্টিতে আমির ও ফকীরের কৌলীন্যের পার্থক্য নাই। আমাদের সমবেত উপাসনাও ঠিক তাই। তুমি রাজা বা জমিদার, তুমি জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট, তুমি রাষ্ট্রপতি বা সাধারণ গ্রাম্য চৌকীদার মাত্র, এই পার্থক্যের স্বীকৃতি আমাদের সমবেত উপাসনায় নাই। যাহারা আগে আসিয়াছে, তাহাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া পরে আগমনকারীরা ঠেলিয়া ঠুলিয়া আগে গিয়া বসিবেনই, নিতান্ত জরুরী ক্ষেত্র ছাড়া এমন প্রথা থাকা সঙ্গত নহে। উপাসনা আরম্ভ হইয়া গেলে তোমরা কেন ভাবিতে বসিবে যে, তোমরা জনে জনে পৃথক্ সত্তা? সব লোক মিলিয়া আমরা একটী মানুষ হইয়া গিয়াছি, এই ভাবটা কেন তোমাদের আসিবে না? কলিকাতায় ত' আমি অধিকাংশ উপাসনা-স্থলে নিজের বসিবার স্থান

সকলের একেবারে পিছনে করিয়া লইতেছি। কৈ, ইহাতে ত' আমার গৌরব, গুরুত্ব, কৌলীন্য বা মানসিক স্থৈর্য্য এককণাও বিভ্রষ্ট হয় নাই। তুমি যেখানেই বসিয়া থাক না কেন, সমবেত উপাসনা কালে তুমি সম্মিলিত সকল মানুষের সহিত দেহে, মনে, প্রাণে মিলিয়া গিয়া একেবারে এক হইয়া গিয়াছ, এই উপলব্ধিটুকু আমার সহিত দশ বৎসর থাকিয়াও কেন তোমরা বুঝিবে না? আমি ত' বারংবার তোমাদের বলিয়াছি যে, গতানুগতিকতা আমার পন্থা নহে, কারণ আমি পৃথিবীতে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি। উপাসনা-কালে সমবেত সকলের সহিত একাত্মতা আস্বাদন করিবার রুচি, মনোবৃত্তি বা চেষ্টা তোমাদের আসে না কেন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২রা পৌষ, রবিবার, ১৩৮৪

(১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা–, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পত্রবাহককে আমাদের পরিকল্পনাগুলির ব্যাপার এবং

আমরা কোন্ দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছি, তাহার বিবরণ বুঝাইয়া দাও। সে আমাদের কাজে সহকর্ম্মী হইতে চাহে। কিন্তু সহমর্ম্মী না হইলে সহকর্ম্মিত্ব সাজে না। তোমরা ভাল করিয়া সব বিষয় বুঝাইয়া দাও এবং নিজেরাও বুঝিয়া নাও যে, তাহাকে দিয়া আমরা কোন্ দিক্ দিয়া কতটা লাভবান্ হইবার আশা রাখিতে পারি। ছাত্রদের শিক্ষাদান-কার্য্য একদিকে করিয়া প্রতিষ্ঠানের বৈষয়িক উন্নতি-সাধনে সহায়তা করিতে সমর্থ লোক যদি দশটী বৎসরের জন্য পাই, তবে তাহা সত্যই কাজের কথা হইবে।

কোনও প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিয়া তার প্রকৃত সেবা দেওয়া যায় না, বিনা মাহিনাতে কাজ করা চাই, আমার এইরূপ কোনও দাবী বা জেদ নাই। কেবল দুঃখ এই যে, যোগ্য পরিমাণ অর্থ আমার হাতে নাই। তাহারই জন্য অতীব দক্ষ কর্ম্মীর জন্যও আমি প্রচুর পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করিতে পারি না। আবার, বেশী টাকার লোভে যাহারা কাজ করে, তাহাদের কাজে ফাঁকি থাকে। অথচ হাসপাতাল ও সৈন্যদল সকল দেশেই বেতনভোগী কর্ম্মীদের দ্বারা চালাইতে হয়। রোগীর রোগও সারে, বিপদের দিনে যুদ্ধজয়ও হয়। উপার্জ্জন-চেষ্টা এবং সেবাবুদ্ধি দুইটার মধ্যে সামঞ্জস্য আসা প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২রা পৌষ, রবিবার, ১৩৮৪
(১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা–, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বেগম লুসি তাহিরের মৃত্যু-সংবাদে শোক-মুহ্যমান হইয়া তোমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করিয়া সকলে সদলবলে সমবেত উপাসনা করিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলাম। তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা আমিও এখানে করিয়াছি। তিনি তোমাদের আদর্শ ও আধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন জানিলে অন্যান্য বহুজনেই তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিবেন। ধর্ম্মীয় মতবাদের পার্থক্য, ধর্ম্মীয় আচরণের বিভিন্নতা, সামাজিক নিয়ম-কানুনের বিচিত্রতা আমাদিগকে কাহারও কাছ হইতে দূরে সরাইয়া নিতে পারে না। পৃথিবীর সকল দেশের সকল সময়ের, সকল মতের মানুষগুলি আমাদেরই একান্ত আপনার জন। তোমরা তোমাদের ব্যবহারের দ্বারা সেই কথাটীই সুপরিস্ফুট করিলে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৮৪
(২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনেক মানুষের মানবিকতাবোধ বা পরহিতৈষণা এমন ধাঁচের থাকে, যাহাতে পরোপকারবুদ্ধি প্রকারান্তরে শত্রু-ভাবাপন্ন পশু-প্রকৃতির লোকের হাতে পরপীড়নের সুযোগ তুলিয়া দেয়। অনেক দূরদৃষ্টিহীন শাদা-সিধা মেজাজের ভাল লোকেরা ইহার ফলে নিজের অস্ত্রে নিজে ঘায়েল হইয়া পরে করেন সার্থকতাহীন মনস্তাপ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তদ্বিষয়েই আমি তোমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। কাহারও প্রতি আক্রোশ-বশতঃ কোনও কাজ যেন আমরা না করি। তবে, জনহিতের ক্ষতি না করিয়া যেন সতর্কও থাকি। যে ব্যবস্থা রাখিলে আমারও অশান্তি, তোমারও অশান্তি, প্রতিবেশীদেরও অশান্তি হইবার কথা, তাহার প্রশ্রয় না দিয়া কাজ করিতে হইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৪ঠা পৌষ, ১৩৮৪
(২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যেখানে যে পরিস্থিতিতেই গিয়া পড় না কেন, আমি যে তোমার সঙ্গে আছি, এই কথাটী নিমেষের জন্যও ভুলিও না। যদি এই পাঞ্চভৌতিক দেহটা কিছুদিন থাকে, তাহা হইলে এই শরীরেই তোমার গৃহে একদা গিয়া নিশ্চিত উঠিব, এই ধারণা আমার অতীব প্রবল। পরমেশ্বর কাহারওই সাত্ত্বিক শুভ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না, ইহা আমি বিশ্বাস করি। আমি যখন বিশ্বাস করি, তখন তোমরাও ইহা বিশ্বাস করিতে হয়ত পার। এই বিশ্বাসে জগতের কাহারও কোনও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ প্রগাঢ় বিশ্বাস তোমাকে শক্তি দিবে সুপ্রচুর, আশা যোগাইবে অপরিসীম এবং উৎসাহ সঞ্চার করিবে অন্তরে বাহিরে। ইহা কি কম লাভ?

জীবিকার্জ্জন তোমার চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চ্চার দ্বারা। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তুমি অনেক পরোপকার করিয়া থাক। সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষের মনে আশার রশ্মি ফুটাইতে পার, ঈশ্বর-বিশ্বাস বিলাইতে পার, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি যোগাইতে পার, তাহা হইলে

সমাজের যে কত বড় উপকার করিলে, তাহা আমি কি বলিব! যেখানেই বদলী হও এই মিশনটী, এই আদর্শটী, এই সেবাব্রতটী সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইও। ইহার ফলে আমিই নিয়ত তোমার সঙ্গে থাকিতে বাধ্য হইব।

কাছাড়ে এবং ত্রিপুরায় চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাবে বিগত তিন চারি বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত ভাবাদর্শ-প্রচারের কাজ চলিয়া আসিতেছে, তদ্রূপ ভাবে অন্যান্য সকল জেলাতে এবং সকল প্রদেশে এই কাজ চালু হওয়া ও প্রসারিত হইতে থাকা প্রয়োজন। মানব-জাতির প্রতি অপক্ষপাত প্রেমবশতই ইহা কহিতেছি। আমাদের যে কয় জনের শরীরে বা মনে কোনও মৌলিক ধাতব উপাদান আছে, তাহাদের প্রতিজনকে কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে। মস্তিষ্ক আছে কিন্তু চিন্তা করিবে না, শরীর আছে কিন্তু কাজে লাগিবে না, শক্তি-সামর্থ্য আছে কিন্তু ব্যবহারে আনিবে না, এমন অপোগণ্ডদেরও ধরিয়া আনিয়া কাজে লাগিতে বাধ্য করিতে হইবে। কাজ করিতে করিতে একদা ইহারা বিজ্ঞ এবং নিপুণ হইবে। মায়ের পেট হইতে পড়িয়াই কেহ একেবারে সিদ্ধ পুরুষ হইয়া যায় না, ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরের ক্ষয় পাওয়ার মত কাজ করিতে করিতে অপটু ব্যক্তিও কর্ম্মপটু, অদক্ষ ব্যক্তিও সুদক্ষ হইয়া থাকে। এক কণা ইস্পাত নাই, এমন মানুষ জগতে দুর্ল্লভ। তার এক কণা যোগ্যতা দিয়াই তাহাকে ক্ষেত্রানুরূপ কাজের দায়িত্ব লইতে বাধ্য করিতে

হইবে। কাজটুকু করিবে প্রেমবশতঃ, যশের তাড়নায় নহে, কর্ত্তৃত্ব ফলাইবার অভিসন্ধিতেও নহে। কিছুকাল পরে দেখিতে পাইবে যে, লোহার ভীমগুলিও সোণার গৌরাঙ্গ আর গোবির মরুভূমিও সোণার বৃন্দাবন।

দাঁতনে তোমাদের বক্তা-নির্ব্বাচন ঠিকই হইয়াছে। যাহারা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়াছে এবং তাহার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, এমন বোদ্ধাব্যক্তিদিগকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা অতীব বুদ্ধিমানের কাজ। চরিত্র-গঠন-আন্দোলন এমন একটা আন্দোলন, প্রচলিত নীতিগ্রন্থ পাঠের দ্বারা যাহার রহস্য ভেদ করা যায় না। অখণ্ড-সংহিতা আদ্যন্ত পাঠ করিলে যে রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে, তাহা আমার evolutionary theory, সুতরাং বক্তাদের আগে অখণ্ড-সংহিতা ভাল করিয়া পাঠ করিতে বাধ্য করিও।

মহিলা-সমিতির পাঠ-প্রকল্পের খবরে বড়ই সুখী হইলাম। মায়েরা আমার মহাশক্তির আধার-স্বরূপিণী। তাঁহারা জাগিয়া উঠিলে ব্রহ্মাণ্ড জাগিয়া উঠিবে। * * * তোমার ৩০শে নভেম্বরের পত্র অদ্য ২০শে ডিসেম্বরে পড়িলাম। ইহার মধ্যে পত্রখানা খুলিতেই পারি নাই। চিঠির স্তূপ কমান যাইতেছে না। এই পত্র আমার অনেক পূর্ব্বেই লেখা উচিত ছিল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই পৌষ, বুধবার, ১৩৮৪
(২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রত্যেকটী অনুষ্ঠান তোমাদের ঐক্য, নিষ্ঠা, প্রেম, সরলতা, সততা, সাহস ও চরিত্রবল বর্দ্ধিত করুক, এই আশীর্ব্বাদ করি। কর্ম্ম কর কিন্তু বৃথা কর্ম্ম করিও না, ভালবাস কিন্তু মোহের ফাঁদে পড়িও না, দান কর কিন্তু নিঃস্ব হইয়া যাইও না, জ্ঞান দাও কিন্তু অহঙ্কৃত হইও না, সংঘবদ্ধ হও কিন্তু জটলা পাকাইও না, পরোপকার কর কিন্তু যশঃকামনা রাখিওনা। নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, সুন্দর জীবন তোমাদের লাভ হউক। তাহাই সুন্দর জীবন, যাহা অপরকেও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলে। তোমার সহিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যোগ রহিয়াছে। সেই যোগ-সূত্রটী তোমাদের দৃষ্টিগোচর হউক। সামাজিক পরিভাষায় তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে বিশ্বমৈত্রী বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব। বিশ্বমৈত্রীর ভাবনা যাহারা করিবে, প্রতিবেশী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্র কি তাহার শত্রু হইতে পারে? একদিন নহে, এক সপ্তাহ নহে, এক মাস নহে, এক বৎসরও নহে, তোমাদের প্রতিজনের

সারাটি জীবনের প্রতিক্ষণের মধ্যে আমি তোমাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি,—উহাই আমার জন্মোৎসব। এই কথার মর্ম্ম বুঝিয়া তোমরা তোমাদের দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে, মনের প্রতিটি তরঙ্গে, প্রাণের প্রতিটি পরতে তোমাদের উৎসবকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। বাহ্য হৈচৈ ও হট্টগোলকে উৎসব বলে না, প্রাণের গভীরে যে পাথরের স্তূপগুলি আছে, তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া প্রেমোচ্ছল ফোয়ারার ক্ষীরনীর ধারার প্রশ্রবণ খুলিয়া দেওয়ার নাম উৎসব। সেই উৎসব তোমরা প্রতিজনে কর। মনে রাখিও, উচ্চ-নীচের ভেদ-জ্ঞান, ধনি-দরিদ্রের পার্থক্য-বোধ বিদূরিত করিয়া দেওয়াই হইতেছে উৎসবের প্রধান পরিচয়। ছোটকে তোমরা সম্মান দাও, নীচকে তোমরা উচ্চে তুলিবার প্রয়াস পাও, দুর্ব্বলকে সবল কর, অহংকৃতকে বিনয়ী কর, কৃপণকে দাতা কর, গরীবকে দারিদ্র্য-সীমা অতিক্রম করিতে সহায়তা দাও। প্রেমকে নিষ্কলুষ কর, দুঃখকে দুর্ব্বার বিক্রমে জয় কর।

পঁয়তাল্লিশটী অনুষ্ঠানের সূচী রাখিয়াছ। নূতন স্থানের পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে। তোমাদের যে অশেষ শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা বুজিতেছি। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানই সমান সফল নাও হইতে পারে কিন্তু তোমরা সময়নিষ্ঠ থাকিও। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় প্রত্যেকটী কাজ আরম্ভ করিও। প্রারম্ভের এই সফলতা তোমাদের অন্যান্য ত্রুটিকে মার্জ্জনা

করিয়া দিবে। হাজার জনতা জমিল না বলিয়া আফশোষ রাখিও না। পঁচিশটী প্রাণী এক মনে একসাথে কাজ করিলে তাহাই এক বিরাট ব্যাপার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৮ই পৌষ, শনিবার, ১৩৮৪

(২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যে মৃত্যু-সংবাদটী দিয়াছ, তাহা অকল্পনীয়। এমন ছেলেদের কখনও মৃত্যু হয় না। তাঁহারা নিত্য ভগবানের সঙ্গে লীন হইয়া থাকে। তাহাকে আমি জানিতাম, চিনিতাম, বুঝিতাম, ভালবাসিতাম, সে তাহার সুযোগ্যা পত্নীকে দিয়া অসাধারণ কৃতিত্বের কাজগুলি সব সম্পাদন করাইয়াছে।

তোমরা মহিলাদের মধ্যে মহিলাদের দ্বারা কাজ শুরু করিয়াছ ইহা সুখের কথা। কোনও কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তোমাদিগকে খোলা মনে সহযোগ দিতেছেন না বলিয়া মনে ক্ষোভ রাখিও না। এসব ব্যাপারে কতকগুলি সতর্কতার আবশ্যকতা আছে। কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এখনও পড়

নাই বলিয়া তোমরা তাহার সম্পর্কে এখন কিছুই অনুমান করিতে পারিবে না। স্ত্রী-পুরুষ-মিশ্রিত অনুষ্ঠানে কতকগুলি বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা লক্ষ্য রাখিতে বলেন। তাহা প্রয়োজনও বটে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে পৌষ, ১৩৮৪

(৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রলোভনে পড়িয়া ভুল কর। ভুল করিয়া অনুতপ্ত হও, অনুতপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা কর যে, আর ভুল করিবে না। কিছুদিন পরে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যাও। ইহাই তোমার সমস্যা।

কিন্তু এভাবে চলিলে চলিবে না। জিদ্ করিতে হইবে এবং সে জিদ্ রাখিতে হইবে। ইহাই ভাল হইবার উপায়। ভগবান্ তোমাকে সৎ ও মহৎ করিয়া তুলুন, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৯শে পৌষ, ১৩৮৪
(৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শুদ্ধ বিবেক লইয়া অবিরোধ মনোভাব প্রযুক্ত কাজগুলি করিয়া যাইতে থাক, নিয়মের Formality অপেক্ষা অন্তরের শুদ্ধ প্রেরণা অধিকতর আদরণীয়। সকলে মিত্র-ভাবে পরস্পরের সহযোগ কর। প্রতিকার্য্যে আমার মতামতের প্রয়োজন নাই। সৎকাজের প্রথম ফল সাত্ত্বিকতা, দ্বিতীয় ফল অবিমিশ্র আত্মপ্রসাদ লাভ। সামূহিক ফল, মিত্রতা ও একতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২০শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৪
(৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

রণজিৎ পুরকায়স্থ বালুরঘাট পৌছার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যে কাজ শুরু করিয়াছ, তাহার বিবরণ পাইয়া সুখী হইলাম। চরিত্র-গঠনের দিনলিপি রক্ষা করিবার শিক্ষণ-শিবির করার কাজটীই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উপযোগী। মনে করা হইয়া থাকে যে, বর্ত্তমানের যুবকেরা, কিশোরেরা সকলেই উন্মার্গগামী বা উদ্‌ভ্রান্তপন্থী কিন্তু এই ভাবে কাজ করিয়া যাইতে থাকিলে কিছুকাল পরে দেখা যাইবে যে, দেশের হাওয়া-বদল হইয়া যাইতেছে। বিস্মৃত স্বদেশী যুগে প্রাতঃস্মরণীয় অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ ঠিক্ এই লাইনে কাজ না ধরিলেও চরিত্র-বিশোধক অন্যতর বহু সদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই শ্রমের ফল তাৎকালিক ও তৎপরবর্ত্তিকালীন দেবাংশজাত আত্মত্যাগী তরুণ দেশ-ভক্তের দল। এই অতীতকে তোমরা বিশ্বাস করিও। এই অতীতকে তোমরা শ্রদ্ধা করিও।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলন একবার যখন শুরু করিয়াছ, তখন এ আন্দোলনকে আর থামিতে দেওয়া চলিবে না। এ আন্দোলন তোমরা করিবে, তোমাদের পুত্রেরা করিবে, পৌত্রেরা করিবে, প্রপৌত্রেরা করিবে, এই ভাবে তিনশত বৎসর চালাইয়া যাইতে হইবে। নয় পুরুষ ধরিয়া এই কাজই তোমরা করিবে, এ কাজে বিরতি ঘটিবে না। এ কাজে বিশ্রাম নিতে পার, কারণ, কখনও কখনও ক্লান্তি আসিতে পারে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র হইতে কোন ক্রমেই প্রস্থান করিতে পার না। ইহা যুদ্ধ, কিন্তু মানুষের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সঙ্গে নহে, এ যুদ্ধ পতনের সঙ্গে। সাধারণ নিম্নস্তরের জীব-অবস্থা হইতে সংগ্রাম করিয়া করিয়া আস্তে আস্তে মানুষ-রূপে আমাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে স্বভাবের নিয়মে। কিন্তু চেতনা ও বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব মানুষ আজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টার দ্বারা দেবমানবে রূপান্তরিত হইবার সুযোগকে দ্রুততর করিয়া লইতে চাহে,—ইহারই নাম আমাদের চরিত্র-আন্দোলন, ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন, সংযম-আন্দোলন বা পবিত্রতা-প্রসারণের-আন্দোলন। প্রাক্তন মনীষীরা এ সকল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ঠিক এই ভাবে ভাবেন নাই। আমার অভিনবত্বটুকু এইখানে।

আমার এই অভিনবত্বের জন্য আমি কাহারও অভিনন্দন দাবী করিতে পারি না। কারণ, আমার চিন্তারাজিকে আমি ভুবনব্যাপী বিস্তার দিতে পারি নাই। যদি তাহা করিতে পারিতামও, তবু আমার পক্ষে প্রশংসা কদাচ প্রাপ্য হইত না। কারণ, তোমাদের সহায়তা অর্থাৎ আপ্রাণ পরিশ্রম, ত্যাগ ও প্রচারণা ব্যতীত ইহা হইতে পারিত না। যাহা হইয়া ওঠে নাই, তাহা নিয়া মনে দুঃখ রাখিয়া লাভ নাই। স্বল্প কয়েক জনেই সামান্য কয়েকটা গ্রামে আর জনপদেই একাজ নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইতে থাক। সৎকাজ বৃহৎ হইলেও মহৎ, ক্ষুদ্রায়তন হইলেও মহৎ। তাহার মহত্ত্ব না মানিয়া উপায় নাই। সবাই তাহা মানিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং যে পার, অল্পই কাজ কর, যে পার, বেশী কাজ কর। কাজে যাহাতে

অকাজ না ঢোকে, তাহার জন্য সকলে পণ করিয়া যশোলোভ পরিত্যাগ কর। প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য তোমাদের চরিত্র-আন্দোলন নহে, আত্মোৎসর্গের উৎকর্ষ-বিধানই এই আন্দোলনে যোগদানের পক্ষে তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সজীব যুক্তি। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২০শে পৌষ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি তোমার পরমায়ু আমাকে দিতে চাহিয়াছ। নিজে মরিয়া গিয়াও গুরুকে বা পিতাকে সুদীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখিবার এই সদিচ্ছার ভিতরে যে ত্যাগ আছে, যে প্রেম আছে, আত্মার যে সবলতা আছে, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। এইরূপ আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত একাগ্র হইলে যে সত্য সত্যই ফলে, তাহার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও আছে। বাদশাহ বাবর তাঁহার রুগ্ন পুত্র হুমায়ুনের জীবন-রক্ষার জন্য নিজ পরমায়ু দিয়াছিলেন এবং হুমায়ুন বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু মা, তোমার মূল্যবান্ পরমায়ুর সঙ্গে আরও দুই চারি জনের পরমায়ু আসিয়া আমার পরমায়ুর

সহিত মিলিত হইলে আমি কত দীর্ঘকাল বাঁচিব, তাহার হিসাব করিয়াছ কি? আমার এই শরীর-রূপ গৃহটা একটা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তৈরী হইয়াছে। মেয়াদ পার হইয়া গেলে ইহা খাড়া থাকিবে কি? দীর্ঘ পরমায়ু তখন দেহটাকে জঞ্জাল বলিয়া এক অবাঞ্ছিত উপসর্গ মনে করিবে এবং অভিসম্পাত করিতে থাকিবে। মরিতে হইলে কাঁচা কচি বয়সেই মরা উচিত। যুদ্ধাদিতে যোগদান করিয়া তাহা যখন সময় মত করিতে পারি নাই, তখন সঙ্গত বার্দ্ধক্যে মরাটাই ত' মা ভাল। জগতে সকলেই শান্তিতে বাঁচিতে, শান্তিতে মরিতেও চাহে। বাঁচা অবশ্য শান্তিতে ঘটা এক দুর্ঘট ব্যাপার কিন্তু শান্তিতে মরাটা ঈশ্বরানুগ্রহে অনেকের পক্ষে সহজ হয়। অতএব মরা-বাঁচার দুশ্চিন্তাটা আর করিও না। তোমার ভালবাসা-ভরা প্রস্তাবটীতে আনন্দিত হইয়াছি। ছেলের প্রতি মায়ের এই ভাবই ত' স্বাভাবিক।

কিন্তু তোমাদের মহিলা-সমিতি নিয়া নানা কোন্দল হইতেছে জানিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। মহিলা-সমিতির ব্যাপারের মধ্যে পুরুষ-কর্ম্মীদের অনুপ্রবেশই বা কেন, তাহা আমি বুঝিলাম না। যেখানে মূল মণ্ডলীর ভিতরে ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি ও সদ্‌ভাব নাই, সেখানে আবার গোদের উপরে বিষ-ফোঁড়ার মতন একটী মহিলা-সমিতি থাকিবারই বা কি সার্থকতা আছে? তোমরা চেষ্টা কর, নিজ নিজ অন্তরে ক্ষমা ও প্রশান্তির ভাব

আনিতে। তোমাদের যাহারা প্রতিপক্ষ বা তোমাদের প্রতি যাহারা উদাসীন তাহাদিগকেও আমি এই সকল উপদেশ দিয়া পত্র দিতেছি। আশা করি, সকলে চেষ্টা করিলে দ্বেষ-কলঙ্কিত অতীত অধ্যায়গুলি দ্রুতই মুছিয়া যাইবে।

যতদিন তাহা না হয়, ততদিন আমাকেই সমবেত উপাসনার একমাত্র সঙ্গী মনে করিয়া নিজ গৃহে নিষ্ঠাপুর্ব্বক উপাসনা চালু রাখ। বাক্-সংযম কর, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা বাড়াও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২১শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮৪

(৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শারীরিক, বৈষয়িক, সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার বিপত্তিতে প্রয়োজনীয় পার্থিব কর্ত্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর ঈশ্বর-স্মরণও করিও। ঈশ্বর-স্মরণে অতীত পাপের ক্ষয় হয়, অতএব ভাবী দুর্ভোগেরও পরিমাণ কমে। নিরন্তর নিজেকে

ঈশ্বরাশ্রিত কর। জীবনের অনেক জট ইহাতে খুলিয়া যাইবে। সৎশিক্ষা পায় নাই বলিয়াই মানুষ ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ   গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২১শে পৌষ, ১৩৮৪

(৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের উৎসব যে সফল হইবে, ইহা আমি জানিতাম। তিনটী প্রাণীও যদি একমন একপ্রাণ হইয়া কাজ করে, তাহা হইলে হাজার প্রাণী আপনা আপনি তাহাতে ছুটিয়া আসিবে, ইহা এক দারুণ সত্য। তোমাদের সভাগুলিও সফল হইবে। তবে একই ক্ষুদ্র শহরে এক দিনে দুইটা স্থানে সভা রাখার দরুণ জনসমাবেশ কিছু কম হইতে পারে। ইহাতে বক্তাদের ও গায়কদের ক্লেশ বাড়ে। আর কিছু ক্ষতিকর নাই।

সভাস্থলে যেই সুর ঝঙ্কৃত হইল, যেই রাগিণীর আলাপ চলিল, যাহা যাহা শুনিয়া শ্রোতারা মুগ্ধ হইল, তাহাকে

দীর্ঘকালের জন্য মানুষের প্রাণে জাগ্রত ও জীবন্ত রাখিবার জন্য তোমাদের এখন হইতে নিয়মিত পাঠ-প্রকল্প চালাইয়া যাইতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ   গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২১শে পৌষ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পঞ্চাশটী লোক যদি আমার সঙ্গে এক সাথে কথা বলিতে বসে, তাহা হইলে আমি কাহারও কথার জবাব দিতে পারি না, চুপ মারিতে হয়। কিন্তু এক লক্ষ লোক যদি নিজ নিজ ঘরে বসিয়া আমার প্রতিচিত্রের সমক্ষে নিজ নিজ বক্তব্য মনে মনে প্রকাশ করে, তাহা হইলে আমি অতীব সঙ্গোপনে তাহাদের মরমে প্রবেশ করিয়া যার যার বক্তব্যের জবাব দিতে পারি। ইহা প্রেমের কথা, প্রেমরই ফল, কোনও অলৌকিকত্ব নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে পৌষ, শনিবার, ১৩৮৪

(৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার চাকুরীতে পদোন্নতির সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। চাকুরী-বাকুরী করিয়াও জনকল্যাণ করা যায়, কারণ সরকারই বল আর কর্পোরেশানই বল, প্রত্যেকটাই আদিতে সৃষ্ট হইয়াছিল জনকল্যাণ-মানসে। সরকারী চাকুরেরা সৎভাবে চলিলে জনকল্যাণ আপনা আপনি সাধিত হয়। তাহারা অপরকে সৎ ভাবে চলিতে উৎসাহিত করিলে কাজ আরও বেশী হয়। তোমার অন্যান্য বিষয়ে যে সকল সুখবর দিয়াছ, তাহাতে খুশী হইলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে পৌষ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মাত্র চারিজন লোক মিলিয়া তোমাদের অঞ্চলে শুভ-জন্মদিনের উপাসনা করিতে পারিয়াছ, জানিয়া আনন্দিত হইলাম। পার্ব্বত্য অঞ্চল, লোকজন নানা কাজে ব্যস্ত, তাই আসিতে পারে নাই। কাহারও উপরে অভিমান রাখিও না। তিন জনে আর চারি জনে মিলিয়াই কাজ করিয়া যাইতে থাক। তাহার শুভফল অবশ্যম্ভাবী। এক বস্তি হইতে অপর বস্তি কত দূরে, পথ কত দুর্গম, এসব অসুবিধা আমি বুঝি। জনবিরল আরণ্য অঞ্চলেও চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের ভাবধারা প্রসারিত করিবার প্রয়োজন আছে। তোমাদের আর্থিক সঙ্গতিতে সভা-সমিতি সম্ভব না হইলে জেলা-মণ্ডলী নিশ্চয়ই আর্থিক দায়িত্ব নিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে পৌষ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পরিবারস্থ সকলে এবং তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি সতীর্থকে সপরিজনে আমার আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিও। এই আশীর্ব্বাদ কেবল শুভসূচক বাণীই নহে, ইহার সহিত দায়িত্বও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মিশ্রিত রহিয়াছে। আমার সন্তান-মাত্রকেই সপরিজনে একটী কাজে সহায়তা দিতে হইবে। তাহার নাম জনশিক্ষার-প্রসার এবং চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সংগঠন-কার্য্যে মুখ্যত বা গৌণত সহায়তা দান। আমি যে মালটিভারসিটি করিয়াছি, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই বিষয়ের প্রচারক সৃষ্টি করা এবং প্রত্যেকটী বালককে প্রচার-কার্য্যের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতার দ্বারা অলঙ্কৃত করা। পুপুন্‌কী আশ্রমের আজ একপঞ্চাশ বৎসর চলিতেছে। ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, অতীব সন্তর্পণে আমি এতকাল এই কাজটীরই উপক্রমণিকা করিয়া আসিতেছিলাম। এখন তাহা বাহ্য বিকাশ পাইতে শুরু পরিয়াছে। ইহা অরুণোদয় মাত্র। তোমাদের ওখানে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে আমার গ্রন্থাবলির পঠন-পাঠন-মাধ্যমে চতুর্দ্দিকে চরিত্র-চর্চ্চা ছড়াইয়া দিতে চেষ্টা কর। সফল যদি না হও, বিফলও ত' হইবে! বিফল কথাটার মধ্যেই একটা ফল রহিয়াছে, যাহা শাশ্বত। চেষ্টা করিয়া বিফল হওয়াও ভাল। চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের ছোট ছোট সভাও যদি সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত করিতে পার, তবে তাহার চরম ফল অত্যাশ্চর্য্য। সভা যদি বিফলও হয়, তবু তাহার ফল একটা হইবেই হইবে, যাহা দশ বৎসর পরেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। আগেকার দিনে চণ্ডীমণ্ডপে সৎকথা হইত পাঁচ জনে আর দশ জনে মিলিয়া। তাহার ফল আমাদের জীবনে ফলিয়াছে। তোমরা

ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সভার অনুষ্ঠান করিয়া চরিত্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে সকলের মনে জাগ্রত করিতে থাক। ছোট অনুষ্ঠান আকারে ছোট হইলেও ফলের দিক দিয়া কিন্তু ছোট নহে। একটী মাত্র বালক বা বালিকাও যদি আমাদের আন্দোলনের ফলে সৎপথে ধাবিত হয়, তবে তাহাই দেশের অমূল্য সঞ্চয় জানিও। একটী একটী করিয়াই ত' সহস্র হয়। একটী একটী করিয়াই ত' লক্ষ হয়, কোটি হয়, অসংখ্য হয়। ধৈর্য্য ধরিলে তাহাই তোমরা করিতে পারিবে। কাজ, অবিশ্রাম কাজ, ইহাই প্রত্যেকের মূলমন্ত্র হউক। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৫শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৮৪
(১০ই জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের উৎসব সুন্দর রূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। এই উৎসবের ফলকে, স্থায়ী করিবার জন্য অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিও।

হরিওঁ কীর্ত্তনের শুদ্ধ সুর শহরের শত শত লোককে

শিখাইবার ব্যবস্থা কর। শুদ্ধ সুর লং-প্লেয়িং রেকর্ডে বিধৃত রহিয়াছে। নানা সুরে হরিওঁ-কীর্ত্তন গাহিলে সামূহিক ঐক্য নষ্ট হয়। জনতা বা কলরবই কীর্ত্তনের সব কথা নহে। নগর-কীর্ত্তনের আসল কথা এক সুর এক লয়।

তোমরা অনেকেই শুদ্ধ সুর জান না। এক একটী বাণী যেমন এক এক যুগের বিশেষত্ব, এক একটা সুরও তেমন এক এক যুগের বিশেষ অবদান। হরিওঁ-কীর্ত্তনের যে সুর একদা আমার কণ্ঠে শ্রীভগবান্ রহিমপুর আশ্রমে মৌনভঙ্গের কালে আরোপিত করিয়াছিলেন, তাহার তোমরা কেহ ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম করিও না। ঐ একটী সুরকে সকলে জিদ্ করিয়া ধরিয়া রাখ। সমাপ্তির অব্যবহিত আগে কি ঢং এবং সমাপ্ত না করিতে হইলে কি ঢং তাহা তোমরা এক সময়ে আমার নিকটে শুনিয়া নিও। একটী মাত্র সুর, একটী মাত্র রাগিণী যে সারাদিন সারারাত বিপুল আনন্দ বিলাইতে পারে, তাহারই নমুনা তোমাদের হরিওঁ-কীর্ত্তনে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর ছলনায় ভুলিয়া তোমরা ইহার মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইও না। সবাইকে এই নির্দ্দিষ্ট একটী সুরই এক যুগ ধরিয়া শুনাও। দেখ, তাহার চরম ফল কি হয়। বড় কিছু পাইতে হইলে, দেখিতে হইলে প্রতীক্ষার শক্তি প্রয়োজন।

হরিওঁ-কীর্ত্তনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরটুকু আমার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল রহিমপুরে। তাই কখনও কখনও ইহাকে রহিমপুরী

সুর বলিয়া থাকি। ষ্ট্যাণ্ডার্ড শব্দটা ইংরাজী হইলেও ষ্ট্যাণ্ডার্ড কথাটাই ভাল। উদয়াস্ত কীর্ত্তনে সারাক্ষণ এই একই সুরে গাহিলেও কণ্ঠের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বা মনের কখনও ক্লান্তি আসে না। তথাপি, বৈচিত্র্যপ্রিয় মন যদি নানা সুরের প্রয়োগ করে, তাহা হইলে কণ্ঠশিল্পীর সেই অধ্যবসায়কে নিশ্চয়ই গর্হণ করিব না। অভিনন্দনের অর্ঘ্যই প্রদান করিব। কিন্তু প্রত্যূষের প্রারম্ভটুকু এবং প্রদোষের সমাপ্তিটুকু ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরেই হইবে। উদয়াস্ত কীর্ত্তনে বা ততোধিক দীর্ঘসময় ব্যাপী কীর্ত্তনে বৈচিত্র্যের এই বাহার প্রশংসাযোগ্য হইলেও নগর-কীর্ত্তনে অর্থাৎ পথ-পরিক্রমা-কালে তোমরা ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরটিকেই একমাত্র অবলম্বনীয় জানিও। এই নির্দ্দেশটির বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে।

পথসভা অভিনব নহে। অনেক রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পথসভা করিয়াছেন এবং অভিমান-বিবর্জ্জিত ভাবে করার ফলে কল্পনাতীত ফলও পাইয়াছেন। বাঁকুড়ার আগে দুর্গাপুরের অখণ্ড পুরুষ ও নারীরা একাজ করিয়াছে ধর্ম্মার্থে এবং হাতে হাতে ফলও পাইয়াছে। পথসভার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন খ্রীষ্টান মিশনারিরা। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম-সম্পর্কিত। ইহা তোমরাও করিয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কাজটা যখন ধরিয়াছ, তখন আর হঠাৎ করিয়া ছাড়িয়া দিও না। কাজটা চালু রাখ। ইহার পরে তোমাদিগকে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতে হইবে। বলিতে হইবে,

"মায়েরা, ছেলেদের মদ ছাড়াও, ছেলেদের তাস, পাশা ছাড়াও, ছেলেদের কামুকতা কমাও।" বলিতে হইবে,—"বাবারা, ছেলেদের মনে সাহস দাও, উৎসাহ দাও, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি দাও, সৎসাহস যোগাও, নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের জীবনে নবারুণ-সম্পাত কর।" ইহা ত' হইল Door to Door,— দুয়ার হইতে দুয়ারে। তারপরে যাও Man to Man, প্রত্যেকটী মানুষকে ধরিয়া বল,—"ভাই, আমিও ভাল হইবার চেষ্টা করিতেছি, তুমিও ভাল হইবার চেষ্টা কর। এস আমরা সকলে মিলিয়া খাটিয়া দেখি যে, জাতিটাকে উন্নত করিতে পারি কিনা।" তোমাদের কাজ সরল নহে, সহজ নহে, অল্পখানিকটা নহে, একাজ ব্যাপক ও বহু বিস্তারিত।

শহরের বাহিরে গিয়া চরিত্র-গঠন-আন্দোলন করিবার প্রয়াসে স্থানীয় সাধারণ মানুষদের সহযোগ, সহানুভূতি ও সশ্রদ্ধ ব্যবহার পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। এই সাধারণ লোকেরাই ত' দেশের অধিকাংশ অধিবাসী। লাট-সাহেবের বা রাজা-জমিদারের সহায়তা দিয়া তোমাদের কোন্ প্রয়োজন? সাধারণ লোকদের সাথে যে সকল কর্ম্মী বেশী মিশিয়াছে, তাহারাই কাজ কিছু করিয়াছে। শহরের বক্তৃতামঞ্চের বড় বড় বক্তারা অনেকে ত' কেবল ধাপ্পাই দিয়াছেন। ধাপ্পা তাঁহাদিগকে দিতে হইয়াছে বাধ্য হইয়া। কারণ, শিক্ষিত, পণ্ডিত, ধনবান্ ও চতুর লোকেরা তাঁহাদের শ্রোতা। সরল কথায় এসব

শ্রোতার মন ভিজে না। অথচ বিনা জলে চিঁড়া ভিজাইতে হইবে। ধাপ্পা ছাড়া গতি কোথায়? ধাপ্পা ছাড়া উপায় কি? তোমরা গ্রাম-অঞ্চলের সাধারণ লোকদের মধ্যে বারংবার যাও এবং কাজ কর। কারণ, পরিণামে তাহাদিগকে পাইবে। শহরের জ্ঞানী, গুণী, মানীরা তাহা দিতে পারিবেন না, যাহা পারিবে এই গ্রামবাসী সরল মানুষগুলি। তোমার প্রয়োজন কাজ,—যশ নহে। শহরে যশ মিলে, বড় সংবাদ-পত্রে নাম ছাপা হয়। গ্রামে তাহা হয় না।

জেলার স্থানীয় ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলি তোমাদের কাজে সহায়তা করিতেছেন জানিয়া সুখী হইয়াছি, কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি। ইহাদের শক্তি রাজধানীর বড় বড় কাগজের শক্তির চেয়ে কম বলিয়া মনে করিও না। সঙ্গত পন্থায়, সৎ উদ্দেশ্যে, সৎ পরিবেশ নিয়া কাজ করিলে ইহারা সহায়তা চিরকালই করিবেন। ত্রিপুরা, শিলং, কুচবিহার, কাছাড় আদি জেলায় স্থানীয় ছোট-বড় অনেকগুলি সংবাদ-পত্র তোমাদের কাজে সহায়তা করিতেছেন বলিয়া খবর পাইয়াছি। শহরের বড় বড় কাগজে সংবাদ প্রকাশ করিতে হইলে যে পরিমাণ খোশামোদীর প্রয়োজন, মফস্বঃলে তদ্রূপ নহে। শহরের পাঠকেরা সংবাদ পাঠ করিবার সময় কম পান। কারণ, তাহাদের কাজের ব্যস্ততা বেশী। মফস্বঃলের পাঠকেরা মফস্বঃলের ক্ষীণকায় পত্রিকাখানাও দুই তিনবার করিয়া পড়েন, এবং

পঠিত বিষয় লইয়া চিন্তাও করেন। তোমাদের ভাবিকালের বড় বড় কর্ম্মীরা, নিষ্ঠাবান্ সেবকেরা, যোগব্রত সঙ্গীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের এবং দূর-দূরান্তবর্ত্তী পল্লীগুলি হইতেই আসিবে। কলিকাতায় পনের বিশটা কলেজের বা শতাধিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরাই দেশের যাবতীয় তরুণ-তরুণী নহে। অধিকাংশ তরুণ-তরুণী পড়িয়া আছে গ্রামে, যেখানে রাজধানীর স্ফীত-কায় সংবাদপত্রগুলির অতি অল্প সংখ্যকই পৌছিয়া থাকে, সুতরাং পল্লীগ্রামের ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলিকে তোমরা প্রাণময়-সহযোগিতা প্রদান করিয়া চালু রাখিবার সাহায্য কর। এবং বিনিময়ে তাহাদের প্রকাশন-শক্তির সহায়তা হৃষ্ট মনে গ্রহণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৬শে পৌষ, বুধবার, ১৩৮৪

(১১ই জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সর্ব্বপ্রযত্নে মানুষের

মনে পবিত্র জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিতে থাক। একজনে দুই জনে নহে, প্রত্যেকে ইহা কর। ইহার ফলে পরিবেশ পরিবর্ত্তিত হইবে এবং তোমাদের নিজেদেরও সর্ব্ববিষয়ে প্রচুর অভ্যুদয় ঘটিবে। কাজটী নিরন্তর ও ধারাবাহিক ভাবে চালু রাখিতে প্রয়াস পাইবে। পবিত্র স্থানই ভগবানের দিব্য-লীলার পুণ্যভূমি হইয়া থাকে। * * * তরুণ এবং কিশোরদের মধ্যে যাহা যাহা করিলে দ্রুত সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের ভাবধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে পারে বলিয়া মনে কর, তাহার প্রত্যেকটী সঙ্গত পন্থা অনুসরণ কর। কাজ একাকীও কর, অপরাপরকে সঙ্গে লইয়াও কর। আমি আমার প্রথম জীবনে একাজ একাকীই করিয়াছি। কিছু পরে অবশ্য সঙ্গী পাইয়াছি। সে সব সঙ্গীরা স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু সৎকাজ যেটুকু তাহারা করিয়াছে, তাহার এক কণাও বৃথা হইবার নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৬শে পৌষ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি কার্য্যাধীন মানা ক্যাম্পে গিয়াছিলে এবং ছয় সাত জন ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী গুরুভ্রাতা-ভগিনীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলে জানিয়া সুখী হইলাম। আরও সুখী হইলাম ইহা জানিয়া যে, তাহারা সাধারণ আদর্শ-প্রচারে যত্নবান ও যত্নবতী। তাহাদিগের সহিত যখন একবার পরিচয় হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে উপর্য্যুপরি পত্রপ্রেরণের দ্বারা স্থানকালোপযোগী উপদেশ ও প্রেরণা-প্রদানের ভারটুকুও নাও। একাজ আমারই করণীয় কিন্তু হিমালয়-প্রমাণ কাজের চাপে আমার অসুস্থ শরীরেও দম ফেলিবার উপায় নাই। তোমাদের যাহার যেখানে যতটুকু সৎশক্তি আছে, তাহার সদ্ব্যবহার তোমরা প্রতিস্থান হইতেই সাধ্যমত করিতে চেষ্টা কর। * * * সংখ্যায় অল্প হইলেই কেহ দূর্ব্বল হয় না। মানুষ শক্তিহীন হয় আদর্শের দুর্ব্বলতার দরুণ। মহদাদর্শকে জীবনের কর্ম্মে ফুটাইয়া তোলা চাই। তোমাদের আদর্শ ঐক্য, সম্প্রীতি ও সর্ব্বজীবে সমদর্শন।

তোমরা দীক্ষার ঘরে গোঁয়ার, জেদি, বদমেজাজি, উচ্ছৃঙ্খল ও স্বৈরাচারী লোককে ঢুকিতে দিও না। ইহারা দীক্ষিত হইবার পরে সঙ্ঘে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া অশান্তি উৎপাদন করে। তাহাতে সঙ্ঘের মঙ্গলকর্ম্ম-সমূহের গতি ব্যাহত হয়, বেগ হ্রাস পায়। উপাসনা এবং অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডে গায়ের জোর খাটাইয়া কেহ কেহ যে অশান্তি আনে, তাহার অন্য কারণও আছে। প্রধান কারণ অজ্ঞতা। কেহ প্রতিধ্বনি পড়ে না,

অখণ্ড-সংহিতা পড়ে না, আমার কথাগুলি শুনিতে পায় না, তাই এই সকল অনিয়ম হয়। এগুলি রুদ্ধ করা উচিত।

সমবেত উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে গান ঢুকাইলে নিশ্চয়ই অন্যায় হয়। উপাসনার ক্রম ও নিয়ম ভঙ্গ করিবার অধিকার কাহারও নাই। তোমাদের পতিরাম অঞ্চলে এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে শুনিয়া অবাক্ বোধ করিতেছি। অথচ সেই অঞ্চলের লোকজন অমনিতে কত বিনয়ী, কত ভদ্র। অজ্ঞতাই এই সব ভুলের কারণ।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশে ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন সভ্যতাসমূহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতীকের ন্যায় বিভিন্ন প্রতীহারও ব্যবহার করিয়াছিলেন। যথা, কলসী, বৃক্ষ, সরা, প্রভৃতির ন্যায় ঘণ্টা, কাংস্যবাদ্য, শঙ্খ প্রভৃতি। উচ্চ কোটির আর্য্য-সভ্যতা ভারতে বিস্তারিত হইবার পরে সকলের সকল প্রতীক ও সকল প্রতীহার সাদরে স্বীকৃত হইল। সুতরাং ওঙ্কার বিগ্রহের পাশে, চতুর্দ্দিকে বা দুই দিকে কলাগাছ থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা। ঘট থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা।

কাহারও গৃহে নানা রূপ পূজা-বিগ্রহ থাকিলে তাহা দূর করিতে যাওয়ার আন্দোলনে তোমাদের উৎসাহ স্বাভাবিক হইবে না। এই বিষয়ে উপাসনা-প্রণালীতে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। ওঙ্কার-মন্ত্রের ভিতরে তোমরা ঐক্য খুঁজিয়া পাইবে

বলিয়াই ইহার আবির্ভাব। কলহ করিবার জন্য প্রণব নহে।

শ্রাদ্ধ ও বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে দুই মতের খিচূড়ী কোনও কাজের কথা নহে। যে যেই মতেই করুক, তাহাই শুভ। ইহা নিয়া কলহ হইবে কেন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৬শে পৌষ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চতুর্দ্দিকেই তোমাদের বিপদ দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যাইও না। কেবল কাল-প্রতীক্ষা কর। ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রতীক্ষার শক্তি দিবে। সজ্জন-সম্মত পন্থায় প্রতীকারের চেষ্টা কর। আশীর্ব্বাদ করি, সকল বিঘ্ন দূর হইয়া যাউক। বিঘ্ন যত বড়ই হউক, জয় তুমি করিবেই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৬শে পৌষ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি যদিও শারীরিক ক্লেশে ভুগিতেছ, তথাপি তোমার জীবন মূল্যবান্। বছর ৫।৭ তোমাকে ভগবানের কাজ করিতে হইতে পারে। সুতরাং কাহারও মনঃপীড়া উৎপাদন না করিয়া সব দিক ভাবিয়া কাজ কর। মঙ্গলময় নাম তোমাকে অক্ষয় কবচের ন্যায় রক্ষা করিবে। তোমার শরীরের প্রতি অংশে দেবগণ বাস করিতেছেন। তুমি মনে মনে কেবল নাম জপ কর। তোমার নামজপ শ্রবণ করিয়া দেবতারা হৃষ্ট হউন। দেবতারা মানুষের কাছে আসেন। শুধু এই লোভেই আসেন। * * * সাংসারিক জীব-হিসাবে যাহা করা কর্ত্তব্য, করিও কিন্তু হিসাব ঠিক রাখিও। বেচালে যেন পা না পড়ে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(২৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৬শে পৌষ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে কারণে তোমরা উপাসনার সময়-সূচী পরিবর্ত্তন করিয়াছ, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে অনুতাপের কিছু নাই। কোনও জটিল কর্ম্মসূচীযুক্ত কর্ম্ম-তালিকা মুদ্রিত করিলে বিশেষ দ্রষ্টব্য-রূপে সর্ব্বদা এই কথাটী ছাপাইবে যে, অপ্রত্যাশিত কোনও প্রয়োজন ঘটিয়া গেলে ঘোষিত সময়-সূচীর আংশিক পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা বর্জ্জন করা চলিবে। তাহা হইলেই এই সকল ঠেকার সময়ে কেহ আপত্তি তুলিবে না।

সঙ্ঘের প্রত্যেকটী ব্যক্তির ভিতরে চরিত্র-গঠনের লিপ্সা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইহা তোমাদের এক পরম কর্ত্তব্য। তোমরা চরিত্রবান্ না হইলে জনসাধারণকে চরিত্রবান্ করিবে কি প্রকারে? আমার জন্মোৎসব প্রকৃত প্রস্তাবে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনেরই একটী ভিন্ন নাম। আমি বোমা ধরি নাই, বন্দুক ধরি নাই, তথাপি আমি দেশসেবক শুধু এই কারণে যে, আমি চরিত্র-আন্দোলনকে চালাইয়া যাইতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৬শে পৌষ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা আমার জন্মোৎসব খুব ভাল ভাবে পালন করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু আমার জন্মোৎসব করার মানে বুঝিয়াছ কি? মানে হইতেছে চরিত্র-গঠনের আন্দোলনকে চালু, বেগবান্ ও প্রাণস্পর্শী করা। সমগ্র মানব-জাতির নবরূপান্তর আমার লক্ষ্য এবং কাম্য। যেদিন তাহা ঘটিবে, সেই সুদূর দিবসে আমাকে কেহ মনে রাখিবে না সত্য কিন্তু আমি প্রাচীন-ঋষিদের কোমর হইতে প্রকৃত পন্থার রত্নরাজির সিন্ধুক খুলিয়া বাহির করিবার চাবির গোছা তোমাদের হাতে দিয়াছি। এই পথই প্রকৃত পথ এবং নির্ভুল পথ। তোমরা বাহ্য আড়ম্বর ও হৈ-চৈয়ের জৌলুষে আসল কথা যেন ভুলিয়া যাইও না। * * * চিত্ত নির্ম্মল না হইলে কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। দান করা যার তার কর্ম্ম নহে। ধন থাকিলেই দান করা যায় না, যদি মনটী না পবিত্র হয়। আমি দাতাদের দানের কাঙ্গাল নহি কিন্তু সাত্ত্বিক দাতার মনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৩১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৭শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৪
(১২ই জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * তোমাদের আসল কাজ কিন্তু শিক্ষিত ও বিত্তবান ব্যক্তিদের লইয়া নহে। যাহারা অজ্ঞ, মূর্খ, নিরক্ষর, যাহারা দীন, দরিদ্র ও অনাথ, যাহারা নিরুপায় ও নিঃসম্বল, তোমাদের আসল কাজ তাহাদের লইয়া। তোমাদের গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী একটী একটী করিয়া গ্রাম লইয়া চারিদিকে কেবল আলো ছড়াইয়া বেড়াইতে থাক। হরিওঁ মনে ঈশ্বর আছেন, এই তত্ত্ব প্রত্যেকের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত কর। দৈন্যের দুঃখ অসহনীয় কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসহীনতার দুঃখ তার তুলনায়ও অপরিমেয়। আমরা মানুষকে ধন বিলাইতে সমর্থ যদি নাও হই, তথাপি বিশ্বাস বিলাইতে পারি। হরিওঁ-কীর্ত্তন তাহারই সাধন। এই কীর্ত্তন প্রচার করা এই জন্যই জগতের পক্ষে পরমকুশলপ্রদ। দলে দলে মানুষকে আনিয়া শুদ্ধ সুর শিক্ষা দাও। যা তা করিয়া গাহিয়া বেড়াইও না। শুদ্ধ সুর লং-প্লেয়িং গ্রামোফোন রেকর্ডে ধরা আছে। শুনিয়া শিখিতে কোনো ক্লেশ নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৭শে পৌষ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি ভাল হও আর মন্দ হও, সর্ব্বাবস্থাতেই তুমি আমার স্নেহের পাত্র, প্রেমের আধার, ভালবাসার উৎস। তোমাকে এবং তোমার মত শত সহস্র ভাল ও মন্দ লোককে ভালবাসিয়াই আমি গড়িয়া উঠিয়াছি। সুতরাং আমার কাছে তোমার সঙ্কোচ করিবার কিছু নাই। তোমার পত্র পাইয়া আমি খুশী হইয়াছি। যাঁহাকে চাহ তাঁহাকে নিশ্চয়ই একদা তুমি পাইবে। প্রতীক্ষার প্রয়োজন, বিশ্বাসের প্রয়োজন, প্রয়োজন সাধনোদ্যমেরও। মানুষ-বিশেষে মাটির মা খাঁটি হয়, মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়, রক্তমাংসের ঢেলা মা ব্রহ্মময়ী হয়। ইহা সত্য। শব-সাধনা জীবন-সাধনারই নামান্তর হয়। ইহাও সত্য। জীবিত মানুষকে মরিতে সকলেই দেখিতেছে। আমি মরা মানুষকেও বাঁচিতে দেখিয়াছি। সুতরাং ইহা মিথ্যা নহে, ইহা সত্য। নিজেকে নিজে জানাই ত' সাধনা। এই সাধনাই ত' সকলে করিয়া আসিতেছে। তোমার সিদ্ধান্তে ও অনুমানে কোথাও ভুল নাই।

যতগুলিতে পার সমবেত উপাসনায় যোগ দিও। কিন্তু

উপাসনার সভাকে আলোচনা-সভায় রূপান্তরিত করিও না। পাঠ-প্রকল্পের পরে আলোচনা করা হিতকর হইতে পারে। আলোচনার ফলে একই তত্ত্বের দশটা অলক্ষিত দিক্ চখে পড়িয়া যাইতে পারে। আলোচনার ইহা লাভ। কিন্তু উপলব্ধি সাধন-সঞ্জাত কল্পফল। আলোচনার পরে যদি সাধনোদ্যম স্তব্ধ হইয়া যায়, তবে নবদিগ্‌দর্শনের নূতন নূতন সূত্রগুলি সম্বন্ধহীন হইয়া পড়ে,—জ্ঞানকে বা তৃপ্তিকে বর্দ্ধিত করে না। তাই, আলোচনা যেমন করিবে, সাধানেও তেমন একাগ্র, উদগ্র, প্রবল অধ্যবসায়ী ও দারুণ নিষ্ঠাশীল হইতে হইবে। এই ব্যাপারে অন্ধ অনুরাগ প্রশংসনীয়।

চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, হত্যারু, গণিকা, মদ্যপ, লম্পট প্রভৃতিও ভগবানেরই সন্তান। ভগবানকে ডাকিবার ও পাইবার অধিকার তাহাদেরও আছে। কিন্তু তাহারা ভগবানকে ডাকে বলিয়া বা তাহাদের ভগবানকে পাইবার অধিকার আছে বলিয়াই তাহারা সামাজিক সন্মান লাভের প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা সঙ্গত প্রত্যাশা নহে। কারণ, সমাজ একটা সুশৃঙ্খল পরিণতির অবস্থা। এই অবস্থায় আসিয়া পৌছিতে মানব-জাতিকে কয়েক লক্ষ বৎসর ক্রমশঃ আত্মশোধন করিতে হইয়াছে। তাহা না করিলে মানব-সমাজ পশুর পাল মাত্র থাকিবে, ইহার অধিক মর্য্যাদা মানব-জাতির হইত না। যেই বৃত্তি, ব্যবসায় বা অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া করিয়া

পশু-মানবেরা আস্তে আস্তে নব-মানবে পরিণত হইয়াছে, ভগবল্লাভে পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও সেই মানুষেরা চোর থাকিয়া, ডাকাত থাকিয়া, বারবনিতা থাকিয়া, লম্পট থাকিয়া সামাজিক সম্মান দাবী করিতে পারে না। ইহা অতি সাধারণ যুক্তির কথা। মনে রাখিতে হইবে যে, লম্পটকে কেহ সমাজের আবর্জ্জনা বলিয়া দূরে ফেলিয়া দিবার অনেক অগেই সে নিজেকে নিজে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা তাহার স্বেচ্ছাকৃত লাঞ্ছনা বা নিজের দোষ।

কিন্তু মানুষ অধঃপতিত দশা হইতে নিশ্চয়ই উঠিতে পারে। পূতিগন্ধময় ক্রিমিকীটের গর্ত্ত হইতে সে বাহির হইয়া ভক্তির গঙ্গাজলে বিধৌত অবস্থায় প্রকাশ্য স্থানে নির্ভয়ে দাঁড়াইতে পারিলেই সে পূজ্য, মাননীয়, সম্ভ্রান্ত এক দেবতা। একথা সকলেই আমরা স্বীকার করি। ইহা নিয়া মতদ্বৈধ নাই, * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১লা মাঘ, রবিবার, ১৩৮৪
(১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার

পত্র পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। * * * আমার প্রাণটা সেই তোমাদের মধ্যেই পড়িয়া রহিয়াছে, যাহাদের কাহাকেও এই চর্ম্মচক্ষে এখনও দেখি নাই, যাহারা রহিয়াছে দূরদূরান্তরে পল্লী-পথের আশে পাশে অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে। তোমাদিগকেই ত' জীবনে আরাধ্য ধন বলিয়া ধ্যান করিয়া আসিতেছি এবং চিরকাল ধ্যান করিতেও থাকিব। আমাকে কোথাও আমন্ত্রণ করিতে হয় না, আমি বিনা নিমন্ত্রণেই সর্ব্বত্র গিয়া পাত পাতিয়া বসিয়া পড়ি। অন্তরে আমার এক কণাও মান-অভিমান নাই। তথাপি যে যাইয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহার কারণ ভিন্নতর। এত কাজ এই কোমল স্কন্ধটার উপরে পড়িয়াছে যে, ঘাড় সোজা করিয়া দ্রুততর ছুটিতে পারিতেছি না। * * * একই সঙ্গে এত স্থানে যাইবার সাগ্রহ মিনতি আসিতেছে যে, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। কাছাড় আগে যাইব, না ত্রিপুরায়? কুচবিহার আগে যাইব না মেদিনীপুর? শিলিগুড়ি আগে যাইব, না তিনসুকিয়া? ডিব্রুগড় আগে যাইব, না ডেরাডুন? অথচ কৈশোরের বিক্রম লইয়া, যৌবনের উদ্যম লইয়া, প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতা লইয়া একটী বর্ষীয়ান্ শরীর দিয়া আমাকে নিষ্ঠার সহিত আশ্রম গড়িতে হইতেছে। বল, পুপুন্কী যাইব, না জলপাইগুড়ি যাইব? তোমরা উৎসাহ সহকারে কিশোরদের মনে চরিত্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা-বোধ সুপ্রতিষ্ঠিত

করিবার কাজটী নিষ্ঠার সহিত চালাইয়া যাও। আমি সময়মত নিশ্চয়ই আসিব। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১লা মাঘ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমরা চরিত্র-গঠন-আন্দোলন করিতেছি। মানুষের মন তজ্জন্য আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছে। কিন্তু চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের আসল স্বরূপটী কি? কিশোর-কিশোরীরা, যুবক-যুবতীরা নিজ নিজ সহপাঠী ও অনুপাঠীদিগকে চরিত্র-গঠনে অনুপ্রাণিত করিবে এবং নিজেরাও নিজেদের চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবে, ইহারই নাম চরিত্র-গঠন-আন্দোলন। যেখানে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি আছে, সেখানে এই আন্দোলন একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নহে। জানিয়া শুনিয়া এমন স্থানে কদাচ আমি আমার ভ্রমণ-তালিকা করি না।

সমবেত উপাসনাতে ঘট, পুষ্প বা নৈবেদ্য বাধ্যকর নহে। মাঙ্গল্য চিহ্ন রূপে ঘট, অঞ্জলির উপকরণ রূপে পুষ্প, প্রসাদ

স্বরূপে নৈবেদ্য কেহ ব্যবস্থা করিলে ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয় না। এগুলি না দিলেও উপাসনা হয় কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া এইগুলির সহিত ধর্ম্মীয় আত্ম-সমর্পণ-ভাব সংযোজিত থাকায় ইহাদিগকে নিয়া কলহ অসঙ্গত। যাহারা এই সব বিষয় নিয়া অকারণ ভক্তনিন্দা করে, তাহারা ভুল করে, পাপ করে। *** ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ — গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১লা মাঘ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অভাব-অনটনে পড়িয়া অনেকে পরমেশ্বরকে গালাগালি দেয়। অন্তরের ভাব ঈশ্বর-বিরোধী নহে কিন্তু অভিমান করিয়া ইহা করে। দৃষ্টান্ত-হিসাবে ইহা খারাপ কাজ কিন্তু এসব ক্রটি ভগবান্ ক্ষমা করেন। সুতরাং অতিমাত্রায় অনুতপ্ত হইও না।

এরূপ ব্যবহার গুরুর প্রতিও অনেকে করে। করে অভিমান-বশতঃ, কিন্তু প্রকৃত গুরু ইহাতে রুষ্ট হন না, বরং ক্ষমা করেন। আমার প্রতি রাগ করিয়া কত জনে যে আমাকে গালাগালি করে, ফটো ছিঁড়িয়া ফেলে, নিন্দাবাদ প্রচার করে,

তাহার ঠিকানা নাই। দৃষ্টান্ত-হিসাবে এইগুলি খুবই নিন্দনীয় কিন্তু আমি ইহাতে রুষ্ট হই না। কদাচ আমি এই সকলে ব্যথিত হই না। আমি সানন্দে ক্ষমা করি। কটুভাষী বা হঠকারী শিষ্যকে আমি শাসন করিবার জন্য ব্যস্ত হই না। আমি যেটুকু করিতে পারি, পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তাহা অপেক্ষা বেশী করেন। সুতরাং ভয় পাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ — গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১লা মাঘ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রত্যেক অখণ্ডমণ্ডলীর নিজস্ব বহুস্বনা-গর্জ্জনা (Mike-Set) থাকা সঙ্গত। তবে মণ্ডলীতে কলহ থাকিলে এই উপসর্গটী না বাড়ানই উচিত। যাহারা ঐক্যবদ্ধ এবং সমপ্রাণ লোক লইয়া মণ্ডলী চালাইতেছে, তাহাদেরই সাজে মাইক-সেট ক্রয় করা। কোনও মণ্ডলী যোগ্য হইলে আমিই সেই টাকার ব্যবস্থা করিয়া হয়ত দিতে পারি, অথবা সকলে অল্প অল্প করিয়া [illegible]-স্বীকার করিলে একটী নূতন মাইক-সেট করা কঠিন নহে।

মাইক-সেট হইলে (১) সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা বিনা কলরোলে, বিনা বিশৃঙ্খলায়, শুদ্ধ ভাবে সমাপ্ত হইতে পারে, (২) সপ্তাহের বাকী কয় দিন ঘরে ঘরে নিয়া পাঠ-প্রকল্প সুন্দর রূপে পরিচালিত হইতে পারে, (৩) কোথাও চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের জনসভা হইলে তাহাতে লাগান যাইতে পারে। মালটিভারসিটি হইতে যে যে মণ্ডলীতে চরিত্র-আন্দোলনের কাজের জন্য হাজার টাকার ঊর্দ্ধে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহাদের কেহ কেহ টাকাটা অন্য বাবদে খরচ না করিয়া বুদ্ধি-পূর্ব্বক মাইক-সেট কিনিতে ব্যয় করিয়াছেন। ইহা প্রশংসনীয় কাজ হইয়াছে। যাহারা ইহার সঙ্গে আবার একটী উৎকৃষ্ট স্তরের রেকর্ড-প্লেয়ার কিনিয়াছেন, তাঁহারা আরও ভাল কাজ করিয়াছেন। কেননা, আমরা আশা করি, চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভায় গাহিবার গানগুলি রেকর্ড করিয়া প্রত্যেক মণ্ডলীতে বিতরণ করিব, যেন শুধু বক্তা পাইলেই তাঁহারা যখন যেখানে খুশী চরিত্র-আন্দোলনের সভা জমাইতে পারেন, সুদক্ষ গায়ক-গায়িকার অভাবে যাহাতে সভার আকর্ষণ কমিয়া না যায়। তজ্জন্য আকর্ষণীয় সঙ্গীত প্রয়োজন। তোমরা নিশ্চয়ই জান এবং বিশ্বাস কর যে, স্বরূপানন্দ-সঙ্গীতের অধিকাংশই চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভায় গীত হইবার উপযুক্ত। এক সময়ে এই সকল সঙ্গীতের কোনো-কোনোটা পূর্ব্ব-ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পরিপোষক রূপে উল্লেখযোগ্য কাজ

করিয়াছেও। গানের গ্রামোফোন-রেকর্ড করার ব্যাপারটা এত বিরাট এবং ব্যয়সাধ্য যে, মনঃস্থির করিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইলে আমাকে আগে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে যে, অধিকাংশ অখণ্ডমণ্ডলীর ভিতরে ঐক্য এবং সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা এবং মিতব্যয়িতা আসিয়াছে। কোনও রেকর্ডই পাঁচ শতের কম ছাপান যায় না, মণ্ডলীগুলির ভিতরে হয়ত একশতখানা বিনামূল্যে বিতরণের চেষ্টা হইবে, বাকী চারিশত খানাকে ত' রাস্তায় ফেলিয়া দিতে পারিব না! মণ্ডলীগুলি সঙ্ঘবদ্ধ থাকিলে ঐ চারিশতখানা বিতরণের উপায় এবং যোগ্য মানুষ হয়ত মিলিয়া যাইবে। দিগ্‌দেশব্যাপী বিরাট সংগঠনের সব চিন্তাগুলিই আমি একা একা করিব, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। তোমাদেরও ভাবিতে হইবে। এক চোটে হয়ত বারো কি ষোলটী গান লইয়া মোট ছয়খানা রেকর্ড (E, P,) বাহির হইতে পারে। কাজটী ধরিলে এক সঙ্গেই ধরিব, থামিয়া থামিয়া কুঁথিয়া কুঁথিয়া কাজটী করিব না বলিয়া আশা করি।

জগতে ব্যবহার্য্য বস্তুর অভাব নাই। অনেক নূতন নূতন ব্যবহার্য্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া বা নির্ম্মাণ করিয়াও লওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারকারী না থাকিলে মূল্যবান্ সম্পদও নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই গত পাঁচ ছয়টী বৎসর ধরিয়া তোমাদের জেলায় কাজ করিবার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে আমি এত যত্ন নিয়াছি, এত শ্রম করিয়াছি। কিন্তু তোমরা আমার মর্ম্মের বাণী বুঝিতে পার নাই।

তোমরা কি জান যে, দেশমধ্যে মাইক্রোফোন সেট ব্যবহার ভালরূপে চল হইয়া যাইবার আগেই আমি সর্ব্বপ্রথমে জেনারেটার আদি সহ ইহা রহিমপুর আশ্রমে নিয়া ত্রিশ হাজার লোককে আশ্চর্য্য করিয়া দিয়াছিলাম? এই একটী সেটই যে অন্যতম নেতার হাতে পড়িয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছিল, তাহা কি তোমরা জান? আমার কল্পনাশক্তি যথেষ্ট আছে, নাই শুধু টাকা। তোমরা ঐক্যবদ্ধ, সম্প্রীতিশালী, মিতব্যয়ী ও সুশৃঙ্খল হইলে সেই অভাব দূর হইতে কতক্ষণ লাগে?

করিমগঞ্জ শহরে অদ্য তারিখ হইতে তেরো দিন ধরিয়া পদচারী কীর্ত্তনদল প্রত্যহ এক একটী গৃহে সমগ্র দিবসব্যাপী অনুষ্ঠান করিবে এবং তাহাদের পদ-পরিক্রমা এই কীর্ত্তনোৎসবের পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ করিবে। এই সংবাদ যে আমার কর্ণে কত মধু ঢালিয়াছে, প্রাণে কি বিপুল আনন্দ দিয়াছে, তাহা আমি ভাষায় বর্ণনা করিব কি করিয়া? তোমাদের নূতন মাইক্রোফোন-সেটটী ইহাদের হাতে দিয়া দাও। ইহারা ইহাদের হরিওঁ-কীর্ত্তন-পরিক্রমার পঞ্চম বর্ষটী ব্যাপিয়া কাছাড়ের সবগুলি টিলা-টঙ্করের পাথরগুলিকে নামে গলাইয়া ফেলুক, প্রেমে কাঁদাউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২রা মাঘ, সোমবার, ১৩৮৪
(১৬ই জানুয়ারী, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গতকল্য তোমাকে পত্র দিয়াছি। তাহাতে একটী জরুরী কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাহা এই যে, নূতন নূতন কীর্ত্তন-দল সৃষ্টি করিতে হইবে। এই দলের প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র থাকিতে হইবে। প্রত্যেককে নিরহঙ্কার মন লইয়া কীর্ত্তনের শুদ্ধ সুর শিখিতে হইবে। পরিক্রমা কালে সর্ব্বত্র এবং আগাগোড়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর ব্যবহার করিতে হইবে,—মনগড়া নানা বৈচিত্র্য-বিকাশের প্রতিভা-প্রদর্শন করিতে হইবে না। এক একটী যুগে এক একটী বাণী সমগ্র শাস্ত্ররাজির নির্য্যাস বা প্রতীক রূপে আবির্ভূত হয়। "হরিওঁ" বা "ঈশ্বর আছেন" তদ্রূপ একটী বাণী। এই বাণীকে পরিবহন করিবার জন্য একটী সুনির্দ্দিষ্ট সুর থাকাই স্বাভাবিক এবং তোমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর হইতেছে ঠিক তাহাই। এই সুনির্দ্দিষ্ট সুরটী কোনও সঙ্গীত প্রতিভাধরের আবিষ্কার নহে, ইহা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মত স্বয়ং-আবির্ভূত। এই নামের সহিত এই সুরকেই তোমরা আনুষ্ঠানিক যাবতীয় কাজে লাগাইয়া রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২রা মাঘ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শুনিয়া খুবই খুশী হইলাম যে, তোমরা ১লা মাঘ হইতে ১৩ই মাঘ পর্য্যন্ত তেরটী দিন সমগ্র করিমগঞ্জ শহর হরিওঁ মহানামের প্রেম-প্লাবনে ডুবাইয়া রাখিবে। জীবনে যতটুকু কাল আমরা ঈশ্বর-স্মরণে রত, ততটুকু কালই আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবিত। অন্য সময়ে আমরা মৃত মাত্র। তোমরা প্রেম-বন্যায় দেশ ভাসাইবে, আর আমি তোমাদের মধ্যে শারীরিক ভাবে উপস্থিত থাকিতে পারিব না, অন্তরে একটা আফশোষ জাগিতেছে। দেখিতে দেখিতে তোমরা হরিওঁ-কীর্ত্তন-পরিক্রমাকে পঞ্চম বর্ষে আনিয়া ফেলিলে, ইহা তোমাদের কম কৃতিত্ব নহে, কম সৌভাগ্য নহে। আমি ধন্য যে, এই ব্যাপারে আমি উপলক্ষ্য হইতে পারিয়াছি। সকলই ঈশ্বর-কৃপাতে হয়, আমাদের নিজেদের কৃতিত্ব কিছুই নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২রা মাঘ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি যে আমার ডাকে সাড়া দিয়া দেখা করিতে আসিয়াছিলে এবং কিছুকাল আমার সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়াছিলে, ইহাতে আমি খুবই প্রীত হইয়াছি। কারণ, আমি জানি যে, অন্যান্য দশ বিশ জন মদ্যপায়ীর ন্যায় তুমিও আমার সঙ্গ পাইবার ফলে আস্তে আস্তে সুরাপান ত্যাগ করিবেই করিবে। তোমার যে এই কদভ্যাস ত্যাগ করিবার সামর্থ্য আছে তাহা তুমি আমার সমক্ষে বসিয়া থাকিবার কালে উপলব্ধি করিয়াছ। স্বীকারও করিয়াছ। নিজেই বলিয়াছ যে, ছাড়িয়া দিতে পারিবে এবং ছাড়িবেও। তোমার সেই আত্মবিশ্বাস দেখিয়া এবং তোমার প্রতিশ্রুতি-বাক্য শুনিয়া তোমার পত্নী, কন্যা ও ভ্রাতাভগিনীগণ প্রত্যেকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও প্রশংসমান হইয়াছে। আমি আশা করিব যে, তুমি সর্ব্বপ্রকার ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক কদভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তোমার সন্তানদের সমক্ষে গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে।

তুমি যাহা পারিবে, আমি তোমার নিকটে তাহাই মাত্র

প্রত্যাশা করিতেছি। ইহার বেশী কিছু নহে। যাহা তুমি পারিবে না, এমন কাজের ভার আমি তোমাকে দেই নাই। চেষ্টা কর এবং কৃতকার্য্য হও, ইহাই তোমার প্রতি আমার নির্দ্দেশ। মন দিয়া ভগবানের নাম করিও, নামে বিশ্বাস রাখিও, বিশ্বাসের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নিজের জীবনকে দর্শন কর, নিজের ভবিষ্যৎকে নির্ম্মাণ কর। আমি নিয়ত তোমার সঙ্গে রহিয়াছি। আমার স্নেহ কদাপি তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ — গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২রা মাঘ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মনিঅর্ডার কুপনটুকুতে তুমি তোমার অন্তরের যে শুভ্র পরিচয়টুকু দিয়াছ, তাহা আমাকে আহ্লাদিত করিয়াছে। জগৎ-কল্যাণ-কামনা আমার জীবনব্যাপী কর্ম্মকাণ্ডের মর্ম্মভূমি জানিও। সেই ভূমিতে তুমি সলিল-সিঞ্চন করিয়াছ। কাব্য-কথা কহিতেছি না, লিখিতেছি প্রাণের সরল বারতা। মানুষকে পবিত্র করা এক সুমহতী সাধনা, যাহার ভিতর দিয়া আমাদের

প্রতিজনের আত্মপরিচয়ের প্রকৃত পরিপুষ্টি ঘটিবে। তুমি আমার মনের কথাটী বুঝিয়াছ। তোমার জীবন গৌরবান্বিত এবং যশঃসম্বর্দ্ধিত হউক। তুমি বিমল আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ — গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২রা মাঘ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * *

চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সংগঠনের শেষ নাই, মাত্র আরম্ভই আছে। ইহা নিরন্তর চালাইয়া যাইতে হইবে। থামিয়া থামিয়া আস্তে আস্তে কাজ করিলে দীর্ঘকাল কাজ করিতে পারিবে। তাহাতে পরিণামে কাজ বেশী হইবে। তবে দুইটী চেষ্টার মাঝখানের সময়-ব্যবধান যেন অতিরিক্ত না হয়। উহা অতিরিক্ত হইলে দেওয়ালে লোনা ধরিবে, হর্ম্ম্য দ্রুত ক্ষয়ের দিকে যাইবে। ইংরাজিতে বলে,—Slow and Steady, আমাকে প্রচার করিও না, প্রচার কর আমার আদর্শকে, আমার অনুশীলিত তপস্যাকে। তপস্যা আমি অধিক করি নাই, করিতে পারি নাই, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প হইলেও লক্ষ্য আমার

খাঁটি সোণা। তোমাদের সর্ব্বশক্তি সার্থক হউক ত্যাগ ও পবিত্রতার মধ্য দিয়া। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৪শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮৪

(৮ই মার্চ্চ, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। আমার নিকটে শিষ্য-অশিষ্যের পার্থক্য-বিচার নাই। বর্ত্তমান বয়সের জন্য চক্ষু কাজ করিতে নারাজ। তাই পত্র লিখিতে বা পড়িতে কষ্ট হয়।

হিন্দুদের পুরাণ-সমূহ পাঠ কর, দেখিবে কেবল মানুষ-রূপেই নহে, শূকর-রূপে, মৎস্য-রূপে, কচ্ছপ-রূপে অনেক অবতার আসিয়াছেন। এক হিসাবে তুমি ও আমি উভয়েই অবতার। পৃথিবীর সব জীবই ভগবানের কাছ হইতে অবতরণ করিয়াছে। সুতরাং আমার মতে তাহারাও অবতার। অবতার অসংখ্য। মানিলে অবতার, না মানিলে ঢোরা সাপ। তোমার যদি কাহারও উপর অবতার-রূপে ভক্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর ভক্তি অর্পণ কর।

আমি তোমারই মতন একজন সাধারণ মানুষ। তোমার যে সকল দোষ-গুণ আছে, সবই আমারও আছে। তোমার ভিতরে যে সকল সৎ সম্ভাবনা আছে, তাহাও আমার মধ্যে আছে। আমি অসাধারণ কিছু নহি। সুতরাং বড় বড় নামী লোকের সঙ্গে আমার তুলনা কি করিয়া চলিবে?

পরমেশ্বরের সহিত যোগাযোগ অন্তরের ভক্তি দিয়া, অর্থ দিয়া নহে। বিদুরের ঘরে ক্ষুদ ছিল, অর্থ ছিল না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৫শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৪

(৯ই মার্চ্চ, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার বিস্তারিত পত্রখানা পাঠ করিলাম। আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশেই কোটি কোটি জীবাত্মা বাস করিতেছে। যোগ্য গর্ভ পাইলে তাহারা প্রত্যেকে একটী মানুষ-শরীর নিয়া আসিত। এইরূপ কল্পনা চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমিও করিয়াছি। সম্প্রতি কিছুকাল হয় আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়

বৈজ্ঞানিক ডক্টর খুরানা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তুমি যে শব্দ শুনিয়াছ, তাহা অলীক কল্পনা নহে। আমার শরীরেও কোটি কোটি অণুপরমাণু নিরন্তর বলিতেছে আমি আত্মা, আমিই আত্মা। সুতরাং তুমি ভয় পাইও না। কোটি কোটি জীবাত্মার তুমি আধার স্বরূপ। যাহা আমাকে ধ্যান করিয়া বুঝিতে হয়, তাহা তুমি স্বাভাবিক ভাবে শুনিতেছ। তুমি ত' ভাগ্যবান্। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাক। ইহা রোগ নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ শিলচর

৭ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৮৫

(২১শে এপ্রিল, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার সুন্দর পত্রখানা পাইয়া বড়ই খুশী হইলাম। তোমার চিন্তার স্বচ্ছতা ও বিচারের সূক্ষ্মতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু এই পত্রের ত' জবাব হয় না। একদা একজন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, আজ কি বার? আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম,

আজ শুক্রবার। আর একজন আর একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আজ কি বার? আমি জবাব দিয়াছিলাম, আজ মঙ্গলবার। তৃতীয় ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করে যে, একই প্রশ্নের জবাবে আপনি দুই রকম উত্তর কেন দিলেন, তবে তাহার আমি কি জবাব দিব বল ত'?

কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা এক প্রকারের একটা বন্ধন স্বীকার করা। বন্ধন দাসত্বের নামান্তর। কোন্ করুণাময় গুরু কাহাকেও ডাকিয়া বলিবেন, তোমার শির আমার নিকট গচ্ছিত রাখ? সুতরাং আমার নিকট হইতে কাহাকেও দীক্ষা নিতে আদেশ, নির্দ্দেশ বা উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে এক কঠিন সমস্যা। কারণ, আমি অন্তরের অন্তরে স্বাধীনতার পূজারি।

অনেকের সামূহিক দীক্ষা নিতে অনিচ্ছা থাকে। কারণ, তাহাতে তাহার ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু সামূহিক দীক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা নিজে কোনও সামূহিক দীক্ষার অধিবেশনে না বসিলে কেহ ধারণা করিতে পারিবে না। আমি যে নীরব বিপ্লব বহন করিয়া বেড়াইতেছি, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সামূহিক দীক্ষার ঘরে টের পাওয়া যায়। সুতরাং একক দীক্ষা-দানের প্রণালী বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। দীক্ষার্থী এই ব্যাপারে নিরুপায়।

দীক্ষা ব্যতীতও ভগবদ্দর্শন সম্ভব, যদি নিষ্ঠা থাকে। সাহসী

সৈনিক প্রথার নিকটে মাথা নত করে না, সোজা রণক্ষেত্রে নামিয়া যায়। ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

পুনরপি আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৮৫

(১৯শে মে, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া বিন্দুমাত্রও বিস্মিত হই নাই। এই যুগে পারিপার্শ্বিকের চাপে এমন অনেকের সহিত অনেকের ঘনিষ্ঠতা হইতেছে, যাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কল্পনা করা যাইত না। অর্থাৎ যুগের রুচি-বদল হইয়াছে। শুধু রুচি-বদল নহে, চরিত্রেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তুমি একজনের মুখের কথায় কেন বিশ্বাস করিতে গেলে যে শেষ পর্য্যন্ত সে সত্য রক্ষা করিবেই? তোমাকে বিবাহ করিবে বলিয়া সে তোমাকে মজাইল। এখন বলিতেছে যে পিতামাতার মত নাই, সুতরাং বিবাহ অসম্ভব। তুমি বেণের মেয়ে জানিয়াও কায়স্থের ছেলের পক্ষে তোমাকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে বিন্দুমাত্র

বাধে নাই। কিন্তু সে ত' আগেই জানিত যে, তাহার পিতামাতা জাতের কথা তুলিয়া বিরোধ করিবেন। তার পিতামাতার মন কোন্ ধাতু দিয়া গড়া, তাহা এই তেইশ চব্বিশ বছর বয়সেও সে জানিত না, এত দুগ্ধপোষ্য তাহাকে মনে করা উচিত নহে। সে জানিয়া শুনিয়া তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। প্রবঞ্চকের প্রত্যাশা তোমার রাখা উচিত নহে।

অসবর্ণ-বিবাহ সম্পর্কে আমার মতামত অতীব উদার। পাত্র ও পাত্রীর মনের মিল, রুচির মিল, জীবনাদর্শের মিল এবং জীবন-লক্ষ্যের মিল ঘটিলে অসবর্ণ-বিবাহ কদাচ ক্ষতিকর নহে। কিন্তু উভয় পক্ষের পিতামাতার সম্মতি নিয়া কাজটী না করিলে ভাবী জীবন-পথে নানা কণ্টকের সৃষ্টি হয়। আমার আপত্তি ঐখানে। বিবাহ শুধু দুইটী নরনারীরই মিলন নহে, দূরবর্ত্তী অপরিচিত দুইটী পরিবারেরও মিলন। শুধু পরিবারের মিলন বলিব কেন, দুইটী সমাজের মিলন। গুরুজনদের অনুমতির মধ্য দিয়া কাজটী ঘটিলে ব্যক্তিগত মিলনই ব্যাপকতর সার্থকতা পায়।

তুমি এ মিথ্যাবাদী যুবককে আর বিশ্বাস করিও না। প্রবঞ্চকের কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাও মা, দূরে সারিয়া যাও। ইহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৮৫
(২০শে মে, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ত্রিপুরার কর্ম্মীগণ তোমাদের কাছাড় জেলার চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের কাজ করিতে আসিয়া বিশেষ সমাদর পাইয়াছেন, কাজও ভাল করিয়াছেন, এ সংবাদ নানা সূত্রে জানিয়াছি। তোমাদের যৌথ কৃতিত্বের প্রশংসা করি। কাজ অনেক হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু আরও সহস্র গুণ কাজের প্রয়োজন। অতএব, সাময়িক বা আংশিক সাফল্যে বিহ্বল হইয়া কাজে ঢিলা দিও না। সৎকাজ স্বল্প হইলেও সৎ। সুতরাং তাহার শুভফল শাশ্বত। কিন্তু তোমাদিগকে অনন্ত কাল কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। ১লা বৈশাখ হইতে ৯ই বৈশাখ তোমরা করিমগঞ্জ ও শিলচরে যাহা করিয়াছ, তাহা প্রায় অভাবনীয়। কিন্তু আরও যাহা করিতে পারিতে অথচ কর নাই, তাহার সালতামামি এখন লইতে হইবে। তোমরা আরও কিছু করিতে পারিতে কিনা, তাহা বিচার কর। তোমাদের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। কিন্তু উহার প্রসার আরও ঘটিতে পারিত কিনা, তাহার হিসাব-নিকাশ লইতে হইবে। সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সংঘটিত

হয় নাই। এমন কিছু যদি বুঝিতে পার, তবে ফের তোমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগিয়া যাও। আর তাহা যদি নাও হয়, তবু কাজে লাগিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দারুণ পরিশ্রমের কাজ সারিয়া যাওয়ার পর ক্লান্তি-বশতঃ মানুষ ঝিমাইয়া পড়ে। কিন্তু সবাই মিলিয়া ঘুমাইতে থাকিলে ঠিক শেষ রাত্রিটায় চোর আসিয়া বাসর ঘরে ঢোকে এবং রত্নালঙ্কার-ভূষিতা নব-পরিণীতা বধূ-মাতার যাবতীয় স্বর্ণ-সম্পদ চুরি করে। নির্ম্মল যশটুকু সদ্-অনুষ্ঠানের এই স্বর্ণ-সম্পদ। এখন কয়েক দিনের জন্য তোমরা দুই চারিজন একটু ঘুমাইয়া নিতে পার। কিন্তু সবাই মিলিয়া ঝিমাইতে বসিও না। সুযশ অনেক শ্রমের ফলে আসে যদিও কর্ম্মযোগী সাধক যশের লোভে কিছু করেন না। কিন্তু যশ দৈবক্রমে আসিয়া পড়িলে

তাহা নষ্ট হইতেই বা দিব কেন? কাজ তোমাদের চালু থাকা চাই, ক্লান্তি-কালে রথের গতি হ্রাস পাইতে পারে, দোষ নাই। কিন্তু রথের দড়ি ঢিল পড়িবে কেন?

কাজ তোমাদের অনেক রকম। যে সকল কাজের দাবী সাময়িক, সেগুলির বিষয়ে আমার চিত্তোদ্বেগ নাই। কিন্তু যে কাজগুলির গুরুত্ব সার্ব্বকালিক, সেগুলি বন্ধ থাকিবে কেন? যে কাজ সর্ব্ব-সমাজের সর্ব্বলোকের প্রয়োজনের তাগিদে করিতে হইবে, তার আরম্ভ আছে, শেষ নাই, তাহা ধরিবার পরে আর ছাড়িবে না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলের কুশল দিও।

অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পরে কিছুদিন একটা অবসাদের ভাব থাকে। বয়াধিক্যের দিক দিয়াও এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। তোমরা বর্ত্তমানে শরীর ও মনকে একটু

তাজা করিবার জন্য জিরাইয়া লইতে চেষ্টা করিও। সকলের বৎসর ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হয়। কিন্তু আমাদের ১লা বৈশাখ আছে, বর্ষ শেষ নাই। প্রতি বৎসরের প্রতিটি দিনই আমাদের পয়লা বৈশাখ, আমাদের নববর্ষ সারাবর্ষ জুড়িয়া। আমাদের পঞ্জিকাতে প্রতিদিনই নববর্ষ, প্রতিদিনই নবজন্ম, প্রতিদিনই নবারুণ-সম্পাত, প্রতিদিনই নবকর্ম্ম, প্রতিদিনই নবধর্ম্ম, শরীরটাকে নববস্ত্র পরিধান করাইতে পারি আর না পারি, মনটাকে নূতন বসন পরাইবই। ইহাই আমাদের দীক্ষালব্ধ জাতকর্ম্ম। সাদা চোখে সকলকে দেখিব। রুচিশুদ্ধ মুখে মানুষকে কুশলবার্ত্তা সুধাইব। শুচিস্নাত অন্তরে শত্রু-মিত্র সকলকে আলিঙ্গন করিব। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। সুশিক্ষিত হইয়া কেহ ত্যাগাদর্শ লইয়া সহকর্ম্মিত্ব করিতে আসিলে তাহার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা

কম, অশিক্ষিতেরা আসিলে তাহাদের আহারীয় সংস্থানের দুশ্চিন্তা আমাকে করিতে হয়। আমি ত' ভিক্ষাটন করিয়া আশ্রম-কর্ম্মীদের উদর চালাই না। অশিক্ষিত কর্ম্মীরা আমার প্রতিষ্ঠানে অন্নার্জ্জনের সুযোগ পায় না। ইহা নামেই প্রতিষ্ঠান, খোরাকীর ব্যবস্থা নাই। সুতরাং আসই যদি, সুশিক্ষিত হইয়া আস, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

জগতের সকলকে আমারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কি কোনও বাধ্যবাধকতা আছে? মহদাদর্শের অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রই আমার প্রিয়, ইহা জানিও। কে কাহার শিষ্য, ইহা নিয়া আমার মাথাব্যথা নাই। আমার প্রয়োজন ত্যাগী, নিঃস্বার্থচেতা, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র, স্মিত-স্বভাব মানুষের। অন্য দাবী আমার কিছু নাই। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * * *

নিয়ত ভগবচ্চরণে ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং সংযম-শক্তি প্রার্থনা

করিও। তাঁহার চরণে অন্য কিছু প্রার্থনার কোনও প্রয়োজনই নাই। কারণ, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সংযম-শক্তি পাইলে তাঁহার চরণাশীর্ব্বাদে জগতের অপর সকল প্রাপ্তি বিনা আয়াসে লভ্য হয়। * * * জীবনের একক প্রচেষ্টাকে সফল করিতে হইলেও প্রয়োজন সত্যানুরাগ ও সৎসাহসের, যৌথ-প্রচেষ্টাকে সফল করিতেও ঠিক তাহাই চাহি। সঙ্গে অতিরিক্ত প্রয়োজন হইতেছে মমত্ব-বোধের, সমত্ববোধের, আত্মীয়তার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২১শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৮৫

(৫ই জুন, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের বাবা,— প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ পত্র দেখিলাম। চক্ষুতে ছানি হইয়াছে বলিয়া পড়িতে বা লিখিতে ক্লেশ হয়। এজন্য অপরের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। অতএব দীর্ঘ পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

দীক্ষার পর হইতে সাধ্য মতন সাধন করিয়া যাইতে চেষ্টা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়া যাইতেছ জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। নামের সেবা কখনও ব্যর্থ হয় না। নামে যে অফুরন্ত বিশ্বাসী, শান্তি সে-ই পায়, বিশ্বাস নিয়া কাজ করিয়া যাও।

যদি ভাল টাইপ-রাইটার কিনিবার সুযোগ করিতে পার, এবং সুদক্ষ হস্তে টাইপ-রাইটিং কাজটী তোমার অভ্যাসে থাকে, আর অন্যকে তোমার টাইপ রাইটার হ্যাণ্ডেল করিতে না দাও, তাহা হইলে এই টাইপ-রাইটারই তোমার গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইবে।

সরস্বতী পূজায় ঘট বা কলসী বসাও আর না বসাও কিছু যায় আসে না। কলসীও উপাস্য নহে, ঘটও উপাস্য নহে, গাছও উপাস্য নহে, শোভা মাত্র।

কালীপূজায় তন্ত্রধারী করাতে রাস্তায় বসিয়াছ, ইহা ঠিক নহে, অন্নার্জ্জনের প্রতিযোগিতার বাজারে প্রবলতর লোকদের দ্বারা হঠিতে বাধ্য হইয়াছ, ইহাই আসল কথা। ইহার সহিত কালীপূজা, দুর্গাপূজা, দীক্ষা-গ্রহণ প্রভৃতির কোন সম্পর্ক নাই। তবে নিষ্ঠাবান্ অখণ্ডের অকারণ নানা পথের চর্চ্চা না করাই ত' স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ স্ত্রী-পুত্র এই জন্যই তন্ত্রধারত্বে বাধা দিতেছে, যতদিন ভাল লাগিবে, ততদিন কর, ভাল না লাগিলে ছাড়িয়া দিও। তুমি যদি তন্ত্রধারত্ব ছাড়িয়া দাও, তবে তাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না, এই বিশ্বাস রাখ।

সমবেত উপাসনার দ্বারা লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা করিলে

পুরোহিত কেন লাগিবে? শুধু অখণ্ড-স্তোত্র দ্বারা অঞ্জলি দিলেই সর্ব্বপ্রকার অঞ্জলি হইয়া যায়। মা লক্ষ্মীর নামে, মা দুর্গার নামে, মা সরস্বতীর নামে আলাদা অঞ্জলির মন্ত্রের প্রয়োজনই পড়ে না।

স্বপ্নে কার্ত্তিক পূজা দেখিয়াছ বলিয়া কার্ত্তিক পূজাও করিতে হইবে তার কোন মানে নাই, একমাত্র সমবেত উপাসনার দ্বারা সবরকমের পূজার্চ্চনা হইয়া যায়। সমবেত উপাসনাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ বা রাজসূয়-যজ্ঞ অপেক্ষা বড় মনে করিবে। সব দেবতার আলাদা আলাদা করিয়া তেত্রিশ কোটিবার পূজা করিলে যেই ফল, একবার ভক্তিযুক্ত চিত্তে সমবেত উপাসনা করিলে তাহার সেই ফল।

ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিপদ-আপদ কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করিও না। নিষ্ঠা লইয়া পথ চল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানিও।

ভগবানের নাম করিলে নাম-যশ বাড়িবে, ধনরত্ন লাভ হইবে, বড় চাকুরীতে প্রমোশন হইবে, লটারীর টিকিট জিনিয়া লইবে, উর্ব্বশী মেনকা বা রম্ভার তুল্যা চির-যৌবনবতী ভার্য্যা পাইবে,—এই সকল প্রতিশ্রুতি দিতে পারিব না। শান্তি পাইবে,—নিশ্চিন্ত চিত্তে, দ্বিধাহীন মনে, কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে এই আশ্বাস দিতে পারি। শান্তি চাও ত', তাহার পথ ভগবানের নাম। ধনার্জ্জন চাও ত', তাহার পথ জীবন-সংগ্রাম। কেহ কেহ ভগবানের নাম করিবার পরে ধনশালী হইয়াছেন, ইহা সত্য, কেহ কেহ ভগবানের নাম করা সত্ত্বেও দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট হইতেছেন, ইহা অধিকতর সত্য। তাই বলিয়া বলিতে পার না, নামের ফল দরিদ্রতা। দারিদ্র্য হইতেছে অক্ষমতার স্বাভাবিক ফল, আলস্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। স্বকীয় ঐহিক উন্নতি-সাধন করিবার যোগ্য সুশিক্ষা না পাওয়ার ফল, অপরিণাম-দর্শিতাহেতু অথবা বুদ্ধির অপরিণতিহেতু জীবনের বিরল সুযোগগুলি ত্বরিতহস্তে ধরিয়া ফেলিবার ব্যাপারে অনিপুণতার ফল। তথাপি ভগবানের নাম জীবনে কখনো বিফল হইয়া যায় না, নাম আশা দেয়, আশ্বাস দেয়, সান্ত্বনা দেয়। তুমি পত্নী-বিয়োগে শোকার্ত্ত,—ভগবানের নামের সেবা তোমাকে আশা, আশ্বাস, সান্ত্বনা প্রচুর পরিমাণে দিতে সমর্থ হইতেছে।

নামে বিশ্বাসী ব্যক্তির শ্রাদ্ধে বিশ্বাস থাকা স্বাভাবিক। মৃতের আত্মার কথা স্মরণ করিতে করিতে বারংবার পরমেশ্বরের

পরমসত্তাকে হৃদয়-মধ্যে জাগরূক করিয়া দেয় যে সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান, তাহারই নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধীয় অনুষ্ঠানটির দ্বারা বিদেহী আত্মার যে অনির্ব্বচনীয় শান্তি হয়, তাহা আমি বিশ্বাস করি। পরেশ বাবু যদি বিশ্বাস না করেন, নরেশ বাবু যদি বিদ্রূপ করেন, হরেশ বাবু যদি হাসিয়া উড়ান, তাহা হইলেও আমি বলিব শ্রাদ্ধের সুফল আছে। মৃত আত্মার কাছে সাক্ষ্য গ্রহণ সম্ভব হইবে না, অতএব পর-জগতের কথা নাই-ই তুলিলাম, কিন্তু ইহ-জগতের যাহারা শ্রাদ্ধীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করিল, তাহাদের চিত্ত কি এই সাক্ষ্য দিবে না যে, শোক-ভার নিশ্চয়ই লঘু হইয়াছে? যে বাড়ীটা কালও সারাদিন-রাত অন্ধকার এক শোকের পুরী ছিল, আজ সে বাড়ীটা অস্ফুট উল্লাসে গমগম করিতেছে। কাল যেখানে ছিল কেবল কালি-গোলা জল, আজ সেখানে শুভ্র-বস্ত্রাচ্ছাদন পড়িয়াছে। শ্রাদ্ধের এই লৌকিক সার্থকতাটুকু কি কম?

সুতরাং পৃথিবীর যে মতেই শ্রাদ্ধ কর, আমি অনুষ্ঠানটিকে সফল মনে করি। তবে, দুই রকমের রীতি এক সঙ্গে করিয়া জগাখিচুড়ী পাকাইও না।

কেহ ট্রেণে কাটা পড়িয়াছে বলিয়া কেন তাহার শ্রাদ্ধ হইবে না? কেহ ঘৃণিত ব্যাধিতে মরিয়াছে বলিয়া কেন তাহার শ্রাদ্ধ হইবে না? কেহ রেলে কাটা পড়িয়াছে, কেহ সর্পদংশনে ঢলিয়াছে, কেহ ডাকাতের গুলিতে মরিয়াছে, কেহ উদ্বন্ধনে

ঝুলিয়াছে বলিয়াই তাহার শ্রাদ্ধ কেন হইবে না? যে কেহ মরিল, তাহারই প্রতি জীবিতদের দয়া, মমতা, অনুকম্পা, সহমর্ম্মিতা থাকা উচিত।

সমবেত উপাসনার দ্বারা অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ করিলে প্রত্যেক যোগদানকারীর কোনও কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু অর্ঘ্য-স্বরূপ সঙ্গে করিয়া নিয়া আসা উচিত। কারণ, একটি লোকের শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা অনন্ত কোটি পরলোক-প্রস্থিতের আত্মার শান্তি চাহিতেছি।

বার্ষিক শ্রাদ্ধ এক বৎসর পার হইবার পর যে কোনও, দিনে, যে কোন বারে, যে কোন তিথিতে করিতে পার, আমাদের মতে ইহাই প্রথা। শাস্ত্র-মতে যাহারা কাজ করিবে, তাহারা পুরোহিত মহাশয়ের পরামর্শ নেউক।

অশৌচ-সম্পর্কে আমাদের ধারণা যুগোপযোগী। মৃতদেহ দাহান্তে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাদ্ধাধিকারীগণ ব্যতীত অপর সকলের অশৌচ-মুক্তি ঘটিল। শ্রাদ্ধীয় উপাসনায় বসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাদ্ধাধিকারীদের অশৌচ-মুক্তি ঘটিল।

এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিয়া রাখি যে, জননাশৌচ একমাত্র প্রসবিত্রী-মাতারই প্রসবের দিন হইতে একুশ দিন থাকিবে, অপর কাহারও অশৌচ নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া তুমি নানা সময়ে আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছ। তাহার ফলে আমার প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত না হইয়া বরং ভক্তি ও প্রেমে গদ্গদ হইয়াছ দেখিয়া বিস্ময় মানিতেছি। আমি একটা সাধারণ মানুষ, অসাধারণত্ব আমাতে কিছুই নাই। তবে ষাট-পয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে আমার পথ ও গন্তব্য নিয়া একদিনের জন্যও মতান্তর ঘটে নাই, এইটুকুকে যদি আশ্চর্য্যজনক মনে কর, তবে করিতে পার। কিন্তু ইহা নিছক ঈশ্বর-কৃপার ফল। আমার নিজের কোনও কৃতিত্ব ইহাতে নাই।

তুমিও ঈশ্বর-কৃপার উপরেই নির্ভর কর বাবা। যাহা করাইবার তিনিই নিজ-গুণে করাইয়া নিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই নির্ভরশীলতাই জগতের অধিকাংশ সিদ্ধ-গুরুর উপদেশ। আমি তাঁহাদের প্রতিধ্বনি মাত্র করিতেছি।

যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ চরিত্র-গঠন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজেকে গঠন করিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। তোমার

বয়স ষাট বা সত্তর বলিয়া ব্যতিক্রমের কারণ দেখি না। তবে, দিনলিপির মূলমন্ত্রগুলির মধ্যে একটু আধটু অদল-বদল আবশ্যক হইতে পারে। বৃদ্ধেরাও যুবকের ন্যায় উৎসাহ নিয়া কাজে লাগিয়াছে দেখিলে তরুণেরা কতই না উৎসাহিত হইবে, ভাবিয়া দেখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৮৫

(৬ই জুন, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাকে চিনি না, তোমার সহিত কখনও দেখা হইয়াছে বলিয়াও স্মরণে পড়িতেছে না। এমন অবস্থায় এইরূপ একখানা পত্র পাইয়া বিস্মিত হইলাম। পত্রে জীবনের দুঃখার্ত্ত এক অংশের উদ্ঘাটন হইয়াছে। তোমাদের দু'জনের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা হইলে অবস্থাটা সম্যক্ বুঝিতে পারিতাম। এখন যাহা জবাব দিব, তাহাতে অসম্যগ্‌দর্শিতার ত্রুটী প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা আছে, তথাপি লিখিব।

যেখানে পত্নী চাকুরীজীবি, সেখানে পত্নীর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর কর্ম্মস্থলে গিয়া বাস করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যেখানে স্বামীর কাছে প্রাপ্য বস্তু বা প্রাপ্য ব্যবহার অলভ্য হয়, সেখানে পত্নী দূরে সরিয়া থাকিতে চাহিবে, জৈব দৃষ্টিতে তাহাতে দোষ ধরা চলে না, তোমার স্বামিত্ব যদি দৈহিক দিক দিয়া খাটো হইয়া থাকে, তবে অনিচ্ছুকা স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বাসের কল্পনা অলাভ-জনক।

নেহেরুর আইন উৎপীড়িতা স্ত্রীকে সরিয়া গিয়া নূতন মানুষ লইয়া নূতন স্থানে নূতন করিয়া ঘর বাঁধিবার সুযোগ দিয়াছে, কেহ যদি সেই সুযোগ নিবার জন্য আগ্রহিনী হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় ফল কি? কিন্তু স্বামী দুর্ব্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও অসহায়া স্ত্রী চোখ-মুখ বুজিয়া নীরবে আমৃত্যু তাহা সহিয়া গিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে।

ব্যাপার যখন কোর্ট-কাছারী পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে, তখন বিচারকের রায় আগে বাহির হইতে দাও। তারপরে যাহা করিবার ঠিক করিও। ইহাকে লইয়াই ঘর কর বা ইহাকে ছাড়িয়াই ঘর বাঁধ, যাহাই করিতে তুমি বাধ্য হও না কেন, কাহারও প্রতি অন্তরের স্নেহ হারাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চোখে ক্যাটারাক্ট হওয়াতে পত্র পড়িতেও পারি না, লিখিতেও পারি না। এই কারণে জবাব পাও না।

তুমি নির্দ্দোষ থাকিয়া চল। অন্যের বেইমানীতে দুঃখিত হইও না, অপরে স্বার্থপর বলিয়া তুমি মলিন হইবে কেন? তুমি আমার সন্তান, তোমার অন্তরে গর্ব্ব থাকা উচিত। অপরে পশু হইলে হউক, তোমাকে দেবতাই থাকিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চারিদিক হইতে ঝগড়া কলহের যে সকল খবর পাইতেছি, তাহাতে মনে হইতেছে যে, তোমাদের লইয়া সংঘ-গঠন করিয়া কোন কাজ করা যাইবে না। উগ্র কর্ত্তৃত্ববোধ এবং না-ভাবিয়া না-চিন্তিয়া অপরের ক্ষুদ্র ত্রুটী সম্পর্কেও কল্পিত অভিসন্ধি আরোপ ঝগড়াকে সৃষ্টিও করিতেছে, জীয়াইয়াও রাখিতেছে। এই যে বিষাক্ত চিন্তাচক্র, তাহা হইতে যতক্ষণ তোমরা নিজেদের মনকে বাঁচাইতে না পারিতেছ, ততদিন পর্য্যন্ত আমার প্রীতি-জনক এবং অভিলষিত কাজ তোমাদের দ্বারা কদাচ হইবার নহে। আমার সাত বৎসরের পরিশ্রমকে তোমরা একদিনের তুচ্ছ ঝগড়ায় নস্যাৎ করিয়া দিতেছ। দৃষ্টান্ত চাহ? দৃষ্টান্তটি মেঘনা, পদ্মা অতিক্রম করিয়া পাশপোর্ট ভিসার জঙ্গল ছাড়াইয়া কলিকাতায় আসিয়া হানা দিয়াছে। একটি উৎসব ছিল। উৎসবের উপাঙ্গ-রূপে একদিকে ছিল কীর্ত্তন, অপর দিকে ছিল যৌগিক আসন-মুদ্রার প্রদর্শন। যাহারা যৌগিক আসনমুদ্রা দেখাইবে, তাহাদের মধ্যে দুইজন কীর্ত্তনে কণ্ঠ দিয়াছিল, অতএব তাহারা আসনমুদ্রায় হাত পা ছড়াইতে পারে নাই, কলহ ইহা নিয়া। আসনমুদ্রাওয়ালা দুইজনকেই তখন তখন কীর্ত্তন হইতে তুলিয়া আনা হয়ত যাইত, কিন্তু সেই কার্য্য হয়ত তত্ত্বাবধায়ক-পক্ষের মনঃপূত ছিল না। নবদীক্ষিত একটী যুবক ইহাতে চটিয়া গেল। আমি যখন সপ্ত-সিন্ধুর ওপারের খবরে জানিলাম যে, কীর্ত্তনও হইয়াছে,

আসন-মুদ্রাও হইয়াছে, তখন খুবই খুশী হইলাম। নিজ কণ্ঠ-বিলম্বিত সুগন্ধি মালতী-মালা তাহার কণ্ঠে পরাইতে গেলাম, সে কিছুতেই নিল না, ঝগড়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। অন্য কোনও বস্তুর সম্মান তাহার নিকটে বিন্দুমাত্র নাই। পঞ্চাশ জন দর্শকের সম্মুখে আমি নিজেকে হতমান ও লজ্জিত বোধ করিতে লাগিলাম। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া মালাটি অন্য আর একজনের গলায় পরাইয়া হাঁফ ছাড়িলাম। কেমন? সিনেমার চিত্র দেখিতেছ বলিয়া মনে হইতেছে না কি? ঠিক সেই রকম stunt; সেই রকম Suspense! সেই রকম নাটকীয় সংঘাত!

একখানা চিঠি কাহাকেও পাঠাইলে সাংঘিক কর্ত্তব্য পালনের ক্ষেত্রে হৈ-হুল্লেড় মাঝখানে কে প্রতিদিন স্মরণ করিয়া রাখে যে, কাহার নামীয় চিঠিখানা নিজ হাতে ডাকে দিলাম বা কাহার নামীয় চিঠিখানা রামুদাদার হাত দিয়া ডাকঘরে পাঠাইলাম? দৈবাৎ প্রাপক চিঠি পাইল না, তখন যদি কেহ অভিসন্ধি আরোপ করে যে, পত্র ডাকেই দেওয়া হয় নাই, আমার কাকাবাবুর সভাস্থলে আগমন ইহাদের অপছন্দসই ছিল বলিয়া গোড়া হইতেই কৌশল করিয়া নিমন্ত্রণ বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমরা সভা বয়কট করিব :—এইরূপ কলহের ক্ষেত্রে মীমাংসার রাস্তা কি হইবে, বলিতে পার? হয় কাহাকেও স্বীকার করিতে হইবে, পত্র ভুলে হয়ত পোষ্ট নাও

হইয়া থাকিতে পারে। আমার ত্রুটী থাকিতে পারে, তাহা ভুলিয়া যাও। নয়ত, কাহাকেও বলিতে হইবে যে, ডাকের গোলমাল হইতেও পারে। আমি দোষ ধরিব না, কাজ চলুক।

কিন্তু তোমাদের মনোজগৎ আবর্জ্জনার স্তূপে বোঝাই। তোমরা কলহ মীমাংসার জন্য নিজ নিজ জিদের খুঁটি এককণাও নাড়িয়া বসাইবে না। অপরে যে অভিসন্ধি করিয়াই কাজ করিতেছে না, এই কথাটুকু বিশ্বাস করিবার মতন ঔদার্য্যটুকুকে মনের কোণেও ঠাঁই দিবে না, ইহা অপরিসীম বেদনাদায়ক চিত্র।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী ভাসিয়া আসিয়াছে মণিপুর রাজ্য সীমান্তের হরিনাম-মুখরিত নির্ঝরিণীর জলে সুস্নাত এক অরণ্য-প্রদেশ হইতে।

যুবকেরা কেহ কেহ নূতন বক্তৃতাদান শিখিয়া বক্তৃতা দিতে আদিষ্ট হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পায়, অধিকাংশ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয়েরা আশু কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া সুকৌশলে অতীতের কাসুন্দী ঘাটিতেছেন এবং কাদা ছোড়াছুড়ি করিতেছেন। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া যুবক-কর্ম্মীরা কি শিক্ষা নিয়া ফিরিয়া আসে?

সম্প্রতি আসামের উত্তরপ্রান্তের এক জেলার কর্ম্মীরা করিমগঞ্জ আসিয়াছিলেন নূতন কিছু শুনিবার, বুঝিবার, দেখিবার ও শিখিবার জন্য। ঘরে ফিরিয়া তাঁহারা রিপোর্ট পাঠাইলেন

যে, কাহার গৃহে মলমূত্র ত্যাগের স্থানে কত কদর্য্য আবর্জ্জনা জমিয়া আছে। এমন চক্ষুষ্মান্ অন্ধেরা কখনও সংঘ গড়িবে? দোষদর্শী, অসহিষ্ণু অপরিণামচিন্তক, নিন্দক-স্বভাব ব্যক্তিদের দ্বারা তোমরা আমার দীক্ষা-মণ্ডপগুলি কেন পূর্ণ করিতেছ জানি না।

এই সব দেখিয়া দীক্ষাদান একেবারে বন্ধ করিয়া দিব বলিয়াই স্থির করিতেছিলাম। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, আমার ট্রেণের কামরা রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে, গাড়ী ছাড়িবার প্রথম দুইটা ঘণ্টা বাজিয়াও গিয়াছে, শেষ ঘণ্টা বাজিবার যে কয় মিনিট বাকি আছে, তাহাতে প্রহসন অভিনয় না-ই বা করিলাম, দীক্ষাদান ত' বন্ধ করা আমার উচিত ছিল চল্লিশ বৎসর আগে। শূদ্রাধমদিগকে ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণব-মন্ত্রে অধিকার দানের জন্য আমার মতন দুঃসাহসিক একটা লোকের প্রয়োজন ছিল। নতুবা তোমরা বুকে হাত দিয়া বল ত' তোমাদের দ্বারা আমার কোন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা আমি সমগ্র জীবনে কখনও করিয়াছি কিনা! এখন তোমাদের শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। ক্ষমতা হাতে আসিলেই তোমরা কুটিল হইয়া যাইতেছ। কুটিলতা হইতে আত্মরক্ষার উপায় তোমরা চিন্তা কর। ঠিক এই কথা কয়টা আমি তের চৌদ্দ মাস পূর্ব্বে আর একবার বলিয়াছিলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫
(৭ই জুন, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের কার্ব্বি-আংলং জেলার ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য শহরটী আমার বড় ভাল লাগে। এজন্যই তোমাদের যে-কাহারও পত্র পাইলে আমি খুশী হই। আরও বেশী খুশী হইয়াছি এই কারণে যে, তুমি একটী চমৎকার সংবাদ দিয়াছ। মিকির-হিল্স হইতে দীক্ষা নিবার জন্য এবার ২রা বৈশাখ যাহারা করিমগঞ্জে দীক্ষা-মণ্ডপে ঢুকিয়াছিল, তাহারা ডিফুতে ফিরিয়া আসিয়া নিয়মিত সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতেছে। একটা আশ্চর্য্য-জনক নূতন সংবাদ পরিবেশন করিয়াছ বাবা। সর্ব্বত্রই ঢ্যাং ঢ্যাং করিয়া নাচিতে নাচিতে প্রেতের দল দীক্ষা-গৃহে ঢোকে এবং কতকক্ষণ বিনীত অভিনয়ে চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া ঢ্যাং ঢ্যাং করিতে করিতে তাণ্ডব-নাচিয়া দেশে ফিরে। তারপরে আর সাধনও করে না, ভজনও করে না, ত্যাগ-তপস্যার ধারও ধারে না, সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের কথা মুখেও উচ্চারণ করে না। এই যে গড্ডলিকা-প্রবাহ অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে, তাহার কি অবসান নাই? দীক্ষা নেয় ভ্রাতায়

ভ্রাতায় কলহ করিবার জন্য, যৌথ-ব্যবসায়ে নামিয়া এক ভাই অপর ভাইকে হাজার হাজার টাকা ঠকাইবার জন্য, বাড়ীতে ঘটা করিয়া ধর্ম্মোৎসব করে শুধু সামাজিক কৌলীন্য বাড়াইবার জন্য,—আসল ব্যাপারে সর্ব্বত্র ফাঁকি, সর্ব্বত্র ধোঁকাবাজি। হাজার হাজার দীক্ষার্থীর ভিতরে দশ জনও যদি তোমার বর্ণিত সুন্দর জীবন-যাপন করে, তবেই আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করি।

* * * *

নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিকস্থ মণ্ডলীতে জানাইয়া দাও যে, আমার শিষ্য বলিয়া যাহারা অন্তরে অভিমান রাখে, তাহাদের প্রতিজনকে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় সাধ্যমত যোগদান করিতেই হইবে। সমবেত উপাসনাতে উদাসীনতার দরুণ গত বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তোমাদের মধ্যে সমতা, মমতা, হৃদ্যতা, ভালবাসা ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হইল না। তোমাদের পশ্চাতে আমি আমার যে আয়ুটুকুর অপচয় করিলাম, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতি-স্বরূপ হইল। তোমরা আমার বাহু হইতে পারিতেছ না, তোমরা আমার কণ্ঠ হইতে পারিতেছ না, অনেক স্থানে তোমাদের দুর্ব্বৃত্ততা আমার দায়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই অবস্থার প্রতীকার নিশ্চয়ই আবশ্যক।

উপাসনার আসরে আসিয়া যাহারা কূটনীতি চালায়, উপাসনার মত পবিত্র অনুষ্ঠানকে যাহারা নিজেদের ইতর-বৃত্তির

চরিতার্থ করিবার কাজে লাগায়, উপাসনা যেখানে বৈর-নির্য্যাতনের উপায়-রূপে গৃহীত হয়, তাহাদিগকে আমি নরক-বাসেরও অযোগ্য পাপিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি। উপাসনাকে সর্ব্বদা কলহ-কচায়নের ঊর্দ্ধে রাখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৮৫
(১২ই জুন, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিউ বঙ্গাইগাঁও হইতে শ্রীমান্ সুধাংশু মোহন নাথের পত্র পাইলাম। তাহার মঙ্গলের জন্য নাকি তাহাকে বিভিন্ন রকমের পাথর ধারণ করিতে হইবে। ওঁকার-মন্ত্রে যে দীক্ষিত, প্রণব-বিগ্রহ যার পরম অবলম্বন, তাহার পক্ষে যে এই সব ফষ্টিনষ্টির প্রয়োজন নাই, তাহা তাহাকে জানাইয়া দাও। রাহু, কেতু, শনি, ওঙ্কার উপাসকের কোনও ক্ষতি সাধিতে পারে না, ইহা সুনিশ্চিত জানিও এবং তাহাকে জানাইয়া দাও। কোনও কোনও প্রস্তরের, কোনও কোনও ধাতুর, কোনও

কোনও রত্নাদির আলাদা আলাদা বিশেষ গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু উহা মানুষের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, এইরূপ কুসংস্কার থাকা উচিত নয়। মৃতাস্থির মালা ধারণ করিলে উগ্র, রুদ্র, চণ্ডভাব জাগিতে পারে। রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিলে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা আসিতে পারে। তুলসী বা বাসকের মালা ধারণ করিলে শান্ত, বিনম্র মৃদুভাব স্বভাবে জন্মিতে পারে। কিন্তু ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইবে মানুষের পুরুষকারের বলে। এই সহজ সরল বুদ্ধি-সঙ্গত কথাটার মর্ম্ম বুঝিবার লোকের অভাব। তাই তোমরা শনি, রাহু, কেতু ঠেকাইবার জন্য হুড়াহুড়ি করিয়া গ্রহরত্নের দোকানে ভিড় জমাইতেছ। দোকানদারেরা ব্যবসায় বোঝেন। সুতরাং প্রয়োজন-মত বাজার সৃষ্টি করিবার জন্য তাহারা বিদ্বান্ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়া প্রচার-কর্ম্মে লাগাইয়া দেন। গোমেদ আর পোখরাজ পাথর-বিক্রয়কারীর বাড়ীতেই সাততালা দালান ওঠে। বিভ্রান্ত ব্যক্তির শনি-রাহু-কেতু ভীতির ফসল আসিয়া প্রস্তর-বিক্রেতার লোহার সিন্ধুক পূর্ণ করে, বা তাহার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়ায়। তোমরা পুরুষকারবাদী হও, সকলকে পুরুষকার অবলম্বন করিতে প্রেরণা দাও। বীর্য্যবান ব্যক্তির ঘন ঘন করাঘাতে ধন-লক্ষ্মীর দুয়ার আপনিই একদিন খুলিয়া যাইবে। "মদ্যপান বর্জ্জন কর", "পরনারী পরিহার কর", "প্রচণ্ড পৌরুষ নিয়া সাফল্যের উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম

কর",—এই কথাটা ঘরে ঘরে বজ্রকণ্ঠে শুনাও। দু'হাজার বছর ধরিয়া কেবল অদৃষ্টের কথাই শুনিয়াছ এবং শুনাইয়াছ, এখন একটা নূতন কথা শোন এবং শোনাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কল্যাণীয় শ্রীমান্ বুনি—র বিবাহ-সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইলাম। আরও সুখী হইলাম ইহা জানিয়া যে, নববধূটী খুবই নম্র-স্বভাবের হইয়াছে, তাহাকে ধর্ম্মপরায়ণা মনে হয় এবং তাহাকে তোমরা সকলেই বড় পছন্দ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ভ্রাতা ও তাহার নবপরিণীতা এই বধূ সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময় এবং সুদীর্ঘ কর্ম্মগৌরব-দীপ্ত জীবন-যাপন করিয়া জগতের কল্যাণ-সাধন করুক। তোমরা সকলে মিলিয়া এমন একটী পরিবেশের সৃষ্টি কর, যাহাতে আমার এই আশীর্ব্বাদ পূর্ণতঃ সফল হইতে পারে। শুধু আশীর্ব্বাদ পাইলেই

হইল না, আশীর্ব্বাদকে সুফলপ্রদ হইবার জন্য প্রাণপণে সুযোগ-দানও করিতে হইবে।

একটী মানুষ কোথাও আদর্শানুগ-ভাবে জীবন পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহার ফলে চারিদিকে সৎ-প্রভাব প্রসারিত হইতে থাকে। আবার, চারিদিকে সৎ-জীবন-যাপনের মহোৎসব লাগিয়া গেলে মাঝখানে একজন দুইজন উদাসীন ব্যক্তিও হঠাৎ সৎপথে ধাবিত হয়। এই জন্যই ত' লোকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫
(১২ই জুন, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার যাহা সমস্যা, জগদ্‌জোড়া আমাদের প্রতিজনের ঠিক তাহাই সমস্যা। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবনের সার্থকতা বা শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু অসতর্কতা-বশতঃ জগতের আমরা প্রায় প্রতিজনে ক্ষণে ক্ষণে সত্যভ্রষ্ট হইতেছি। অনুতাপও তাই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শুধু অনুতাপ করিলেই চলিবে না, আর

মিথ্যা বলিব না, এই জিদে চাপিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা দৃঢ় ভাবে করিলে তাহা কিছুদিন পালন সকলেই করিতে পারে। তুমিও পার, আমিও পারি। তখন কেবল সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন ভুল করিয়া প্রমাদ-বশতঃ মিথ্যার সেবা আর না করি। তবু কখনও কখনও ব্রতভঙ্গ হইবে কিন্তু হতোদ্যম না হইয়া বারংবার নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞা নিতে হইবে। এই ভাবে অনির্দ্দিষ্ট কাল অধ্যবসায় করিতে করিতে দেখা যাইবে যে, সত্য তোমাতে বা আমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ রাখিবার জন্য অবিরত পরমেশ্বর-চরণ-স্মরণ বিশেষ হিতকর।

অপরে যখন কদালাপ করিবে, তখন তাহাতে উদাসীন থাক। আজকাল স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, থানা, কাছারি, বাস-ট্রেণের কামরা সবই অসৎ-আলোচনার আসর হইয়া গিয়াছে। যুবকেরা অসদ্‌-বিষয়ের আলোচনায় বড়ই মুখর এবং নির্ল্লজ্জ। চারিদিকে যখন শুধু ইহারাই, তখন তুমি একেবারে অরণ্যবাসে না গেলে ইহাদের সংশ্রব ছাড়িবে কি করিয়া? সুতরাং অবিরাম সঙ্কল্প করিতে থাক যে, ইহাদের কুকথা কাণে প্রবেশ করিলেও তুমি তদ্‌বিষয় নিয়া একটুও ভাবিবে না। চখে দেখিতেছ কুকাজ, কাণে শুনিতেছ কুকথা, তথাপি মন লালসাযুক্ত হইয়া উহাতে লগ্ন হইতেছে না, এইরূপ এক প্রত্যাহার-সাধনা তোমাকে করিতে হইবে। ইহা

অতীব কঠিন ব্যাপার কিন্তু কঠিন হইলেও অসাধ্য ব্যাপার নহে। অভ্যাস দ্বারা ইহাতে তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। আমাদিগকেও ত' অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া এইরূপ চেষ্টা করিয়াই জীবনে বাঁচিতে হইয়াছে, যাহা আমি নিজে পারিয়াছি, তাহা তুমি আমার সন্তান হইয়া পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৮৫
(৩০শে জুন, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * * * তুমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিও না, সর্ব্বদা নামের সঙ্গ করিও। নামের ভিতর তোমার ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। তিনি তোমার সম্মুখে আছেন, পশ্চাতে আছেন, দক্ষিণে আছেন, বামে আছেন, ঊর্দ্ধদেশে আছেন, অধোদেশে আছেন, মস্তিষ্কে আছেন, হৃদয়ে আছেন, কণ্ঠে আছেন, বাহুতে আছেন, বাক্যে আছেন, মননে আছেন। তিনি কখনই তোমা ছাড়া নহেন। নিরন্তর নাম স্মরণে যে প্রকৃতই ভগবৎ-সঙ্গ-সুখ লাভ

হইয়া থাকে তাহা তুমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হও, এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। ৩০শে জানুয়ারী দাক্ষিণাত্যের ভেলোর হাসপাতাল হইতে লিখিত পত্রখানার অংশ-বিশেষ পুনরায় তোমাকে লিখিয়া পাঠাইতেছি।

হরিওঁ-কীর্ত্তনের মাঝখানে "বন্দে-সদা-সুন্দরম্" গাওয়া চলে না। কোনও প্রকারে বিরোধ সৃষ্টি না করিয়া এই সকল অনিয়ম বন্ধ করিয়া দাও।

হরিওঁ-কীর্ত্তন-কালে হরিওঁ-ই চলিবে, অন্য কিছু নহে। নিত্য নূতন প্রথা সৃষ্টি প্রতিভার পরিচায়ক কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আদেশ-পালনই প্রধান কথা, আমার এই পত্র প্রত্যেককে দেখাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেকেই উপদেশার্থী যুবকদিগকে বলিয়া থাকেন যে, ডাক্তারী পড়া নিতান্তই অবিদ্যার চর্চ্চা মাত্র। কিন্তু সকল স্থলেই এই যুক্তি নির্ব্বিবাদে মানা চলে না। অনেক নীতিবাগীশ ব্যক্তি যুক্তি দেখাইবেন, ছাত্রছাত্রীরা এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রোগী-বিশেষের বা মৃতদেহের জননাঙ্গগুলি ঘাটিবেন, ইহা জঘন্য ব্যাপার। কিন্তু তুমি যখন ছাত্র বা ছাত্রী তখন তুমি ভাবিতে যাইবে কেন যে, ঐ নির্দ্দিষ্ট ভোগাঙ্গগুলি তোমারই ভোগের জন্য। তোমার অন্তরের ভিতরে এই কর্ত্তব্যটুকু সজাগ রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি ভোগ-চিন্তায় উদাসীন একটী মানব-মিত্রে পরিণত হইয়া যাইবে। শিক্ষায় দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া পরীক্ষা দিবে না, ইহা এক ভ্রান্ত বুদ্ধির ফল। এই সকল হইতে নিজেকে মুক্ত রাখ। এবং গোড়া হইতে দৃঢ়তা সহকারে পড়াশোনা চালাইয়া যাও। ঈশ্বরের জীবের সেবার জন্যই তোমার অধ্যয়ন প্রয়োজন। উহাই তোমার মুখ্য লক্ষ্য। তবে

জীবিকার্জ্জনও প্রয়োজন। কিন্তু তাহা গৌণ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি আমার সন্তান। অতএব তুমি আমার সহিত অভেদ। সুতরাং তুমি কেবল দেহস্থ চৈতন্যই নহ, দেহাতিরিক্ত বিরাট বিশাল অনন্ত অসীম সর্ব্বশক্তিমানের সহিতও অভিন্ন। তুমি আবার রিপুর চাপে কাবু হইবে কেন? আমার ভিতরে যদি সৎ কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা তোমাতে বর্ত্তাইবে না কেন? কেন তুমি প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করিবে? তাহা তুমি কিছুতেই পার না। আমি অনেক সময়ে নিজেকে বিশ্বাতিগ এক অখণ্ডের সহিত অভেদ বলিয়া অনুভব করি। তাহার জন্য আমাকে সাধন করিতে হয় নাই, কেবল বিশ্বাস করিতে হইয়াছে। তুমিও বিশ্বাস কর। বিশ্বাসই রেল-ইঞ্জিনের জল, কয়লা, আগুন ও বাষ্প। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৬ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৮৫
(১লা জুলাই, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি অকপটে সব লিখিয়াছ। তোমার অন্তরের সরলতা তোমাকে কলুষমুক্ত রাখিবে, প্রাণের বেদনা সব দূর করিয়া দাও, তুমি অপাত্রে প্রেম ন্যস্ত করিয়াছিলে।

আমি যতটুকু জানি, পুরুষেরা অধিকাংশেই এইরূপ নীতিভ্রষ্ট। কেহ তোমাকে সাবধান করিয়া দেয় নাই। কিন্তু তুমি কি আমার লেখা 'কুমারীর পবিত্রতা' পড় নাই?

কে বিদ্রূপের হাসি হাসে, কে টিটকারী দেয়, সেদিকে দৃষ্টি দিও না। ঈশ্বরের নামে মন লাগাইয়া নূতন করিয়া সত্য পথ ধর। আমি তোমাকে দূর হইতেই সহায়তা করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৬ই আষাঢ়, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গৃহে বসিয়াই আত্মগঠন করিতে হইবে। দুনিয়ার সকল পরিবারের প্রত্যেকটী আত্মগঠনেচ্ছু তরুণকে স্থান দিবার মতন সুযোগ মঠ, আশ্রম ও প্রতিষ্ঠানগুলির নাই, সামর্থ্যও নাই।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে বলিয়া গেরুয়াও পরিতে হইবে নাকি? তুমি গেরুয়া ছাড়িয়া দিয়া ভাল করিয়াছ। তবে, অন্তরের অনাসক্ত ভাব বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিও না। গেরুয়া যদি ভাণ দেয়, তবে ত' কপটাচারের পাপ হইল। ঈশ্বর-প্রেমের অনুশীলন কর। ইহারই ফলে পবিত্রতা ও শুচিতা স্থায়ী হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৮ই আষাঢ়, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পুণ্যশ্লোক পিতামহদেবের পূতনামে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত বিদ্যালয় শতাধিক বর্ষ অতিক্রমান্তে এখন রাজকীয় অর্থানুকূল্যে বিরাট আকার ধারণ করিতেছে জানিয়া অত্যন্ত প্রীত ও তৃপ্ত হইলাম। অন্য ভাষার কথা যাহাই হউক, বাংলা

ভাষার মেরুদণ্ড হইতেছে সংস্কৃত। সুতরাং আমাদের আনন্দ স্বাভাবিক। গঙ্গাধর সংস্কৃত মহাপীঠের জ্ঞানদীপ নিত্যকাল অনির্ব্বাণ রহুক। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৮ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৮৫

(৩রা জুলাই, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা কাজ আরম্ভ করিয়াছ। ইহা অতি উত্তম সংবাদ। কিন্তু কাজ চালু রাখা তার চেয়ে বড় সংবাদ। যে সকল দুর্দ্দৈব ঘটিলে কাজের চলন্তিকা-মূর্ত্তি ব্যাহত হইতে পারে, সেই সকল উপদ্রব বর্জ্জন করিয়া চলিও। অন্যান্য স্থানে যে ভাবে কাজ চলিতেছে, তাহার প্রশংসনীয় দিক হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিও। অপরের গুণকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রকৃত কর্ম্মীর পক্ষে এক অসাধারণ সঞ্চয়। কথা কম বলিও, কাজ বেশী করিও, স্থায়ী শুভফলকে লক্ষ্যে রাখিয়া প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলিও। ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া

কাজ করিও। অতীতের অভিজ্ঞতাকে প্রত্যেকে কাজে লাগাইও। শ্রমশীল নীরব কর্ম্মীদিগকে যোগ্য মর্য্যাদা দিও। জনে জনে আলাদা করিয়া উপদেশ প্রত্যাশা করিও না। একজনকে যে পত্রখানা দেই, তাহা হইতেই সকলে সকলের কর্ত্তব্য স্থির করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৭শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৫

(১২ই জুলাই, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বিগ্রহ-পূজা করিতে বসিয়া প্রতিরোমকূপে ওঙ্কার-শ্রবণ অত্যন্ত শুভসূচক।

উপাসনা করিতে বসিয়া জ্যোতির্দর্শন আর একটী শুভ-জনক লক্ষণ, এসব কথা বাহিরে প্রকাশ করিও না। কিন্তু আনন্দ-সহকারে আমার বাণী বিশ্বাস কর।

নিতান্তই সাধারণ স্তরের সংসারী জীবন-যাপন করিতেছ। তারই মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই ভিতরে উল্লিখিত সাত্ত্বিকী দিব্যানুভূতি-লাভ একটা মহাগৌরবের কথা। সাধন

করিয়া যাও, আরও অনেক কিছু জানিবে, বুঝিবে, দেখিবে।

এখন যদি পার তবে দাম্পত্য-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য-পালন সম্ভব কিনা ভাবিয়া দেখ, আমার মনে হয় সহজে তোমরা তাহাতে সফলকাম হইবে।

দিব্য-দর্শনে ভীত হইও না, এইগুলি পরমেশ্বরের দয়ার নিদর্শন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরিওঁ বারাণসী

৩রা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫

(২০শে জুলাই, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ও মায়েরা—, সকলে আমার শ্রীগুরু-পূর্ণিমার অমর আশিস গ্রহণ করিও।

জগতের সকল গুরু, একই পরম-গুরুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, এই মতে সুস্থির থাকিয়া তোমরা তোমাদের গুরুসেবা-ব্রত উদ্‌যাপন করিও সকলের সকল গুরুকে একই মহাগুরুর বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া যদি মনে প্রাণে স্বীকার করিতে না পার, তাহা হইলে তোমরা নিজেদের জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে

কেবলই এমন সব ভুল করিতে থাকিবে, যাহার ফলে জগতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কেবলই বাড়িয়া চলিতে থাকিবে, কমিবে না।

আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাত্র এগার বার শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম নিজস্ব প্রচারের মহিমায় এমন বিস্তৃত ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া যদি বেদচর্চ্চার পুনরুদ্ধার ও মন্দিরাদির পুনঃ-সংস্কার না করিতেন, তবে হয়ত ভারতবর্ষে অতঃপর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোনও জিনিষের বিদ্যমানতা থাকিত না। তিনি মুখে বলিলেন,—একমেবাদ্বিতীয়ম্ কিন্তু কাজ করিলেন শক্তিপূজার সংস্কার, বিষ্ণু-পূজার পুনরুদ্ধার, শিবার্চ্চনার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, পঞ্চদেবতার পূজার পঞ্চপ্রদীপকে তিনি দিলেন ঔজ্জ্বল্য। যুক্তিবাদী মানুষ নিশ্চয়ই খুঁত ধরিতে চেষ্টা করিবে যে, যিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মের তত্ত্ব তর্কযুদ্ধে প্রচারিত করিলেন, তিনি আবার দেববাদকে প্রশ্রয় দিলেন কেন? সত্যই ত'! দিলেন কেন? দিলেন এই জন্য যে, দেববাদের তিনি বিরোধী ছিলেন না, বহুদেববাদই একেশ্বরবাদের বিরোধী। সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম বিশ্বদেববাদের আশ্রিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে বিশ্বদেববাদ আহত হয়, ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়। অথচ আর্য্যসভ্যতার স্বাভাবিক বিশিষ্টতা যেই সর্ব্বধর্ম্ম-স্বীকরণে,

তার ফলে হাজার হাজার দেবতা ও উপদেবতার অন্তর্ভুক্তি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ঘটিয়া যায়। আসে বিশৃঙ্খলা, আসে নানা কুসংস্কারের আধিক্য, আসে ধর্ম্ম নিয়া অসহিষ্ণু আক্রমণের স্পৃহা ও কণ্ডুয়ন। শঙ্করাচার্য্য এই কণ্ডুয়ন হইতে দেশকে রক্ষা করেন এবং বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিশ্বদেববাদের চর্চ্চা করিবার সিংহ-দ্বার খুলিয়া দেন। অপক্ষপাত বিচারে আমি আচার্য্য শঙ্করকে এই ভাবে দেখিতেছি। তিনি যদি জানিতেন যে, একেশ্বরবাদী ইস্‌লাম-ধর্ম্ম দুই চারি শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষে অভিযান চালাইবে, তাহা হইলে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া তিনিই হয়ত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা দিয়া যাইতেন।

দেশ-কাল-পাত্রাদির প্রভাব মহামানবদের উপরেও পড়ে। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের উপরেও পড়িয়াছিল। তাই, তিনি অদ্বৈতবাদী হইয়াও নিজে কত কত দেবতার স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। যে সকল দেবতার মধ্য দিয়া ব্রহ্মে পৌছা সম্ভবপর বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন, গৌণ ভাবে ও প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি সেই সব দেবতার পূজারও একজন প্রবর্ত্তক হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমরা আচার্য্য শঙ্কর হইতে আর এক যুগে জন্মিয়াছি এবং ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে বাস করিতেছি। আমরা মনে করি যে, একমাত্র পরমেশ্বরকে ভজনাই প্রতি সাধকের লক্ষ্য হওয়া

উচিত এবং লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ্যকে বড় করা উচিত নহে।

আজিকার যুগে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সংঘর্ষ নিশ্চয়ই একটী উপহাসের সামগ্রী। আজিকার যুগে ব্যক্তিগত গুরুবাদ নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তনীয় বস্তু। আজিকার দিনে সকল পূজ্যকে এক পরমেশ্বরের উপলক্ষ্য এবং সকল গুরুকে এক পরম-গুরুরই প্রতীক বলিয়া স্বীকার না করিলে জীবে জীবে, জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে প্রেমপূর্ণ সৌহৃদ্য ও মনের মিলন সম্ভব হইবে না।

তোমরা সেই বিষয়ে চিন্তা কর। এইটীই আমার গুরু-পূর্ণিমার দিনে তোমাদের জন্য বাণী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৬ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮৫

(২৩শে আগষ্ট, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের নূতন অখণ্ডমণ্ডলীর সংবাদ শুনিয়া পুলকিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, সফলতা অর্জ্জন কর। কুসংস্কার ও

অজ্ঞানতার পরিবন্ধক ছিন্ন করিয়া দিব্যজ্যোতিতে জগৎ-মধ্যে বিচরণ কর। নব-মানবজাতি সৃষ্টির তোমরা সহায়ক হও।

তোমরা যে সকল কাজ করিয়া যাইতেছ, তাহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। উপদেশের জন্য আমাকে পত্র দিয়া ক্লেশ দিও না। আমার শরীর পীড়িত। আমার গ্রন্থাবলী হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। আমি কাজ করিতে করিতেই উপদেশ দিয়াছি। শুধু উপদেশের জন্য উপদেশ দেই নাই। আমার উপদেশ আমার জীবন্ত কর্ম্মের ফল। কাহারও কোন বিরোধে বিদ্বিষ্ট হইও না, বিরক্ত হইও না, হতাশ হইও না। বিরুদ্ধকারী বা বিরুদ্ধবাদীদিগকে প্রেম করিও, সম্মান দিও। অনাদর করিও না। রাধারমণ, সুবাস, নিরঞ্জন, তপন, অজিত প্রভৃতিকে আমার সস্নেহ প্রেম জানাইও।

মণ্ডলীর নবাঙ্কুর নামটী সুন্দর হইয়াছে। তবে স্থানের নামটী যুক্ত থাকিলে আরও সুন্দর হয়।

নানা-রূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছ, তবু স্কুল ছাড় নাই, এই সংবাদে পুলকিত হইয়াছি। যে হাজী সাহেব স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫

(২৪শে আগষ্ট, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভুল করিয়াছ, পাপ করিয়াছ, নিজের কাছে নিজে লজ্জিত-বোধ করিতেছ। অনুতপ্ত হইয়াছ, ইহাতে আমি খুশী। কিন্তু অনুতাপই যথেষ্ট নহে, প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, এমন কাজ জীবনে আর করিবে না। পাপের প্রবণতা যাহাদের মধ্যে বেশী, তাহাদের পক্ষে গোপন জীবন হইতে সরিয়া আসিয়া অধিকাংশ সময় প্রকাশ্য দিবালোকে সর্ব্বজনের দৃষ্টিগোচরে নিয়ত সৎ-কর্ম্মানুশীলন প্রয়োজন। দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে গোপন পথে চলার চেষ্টা মারাত্মক। তাহার পক্ষে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে দুঃশীলগণের সঙ্গ করাও বিপজ্জনক। বিপথে জীবনকে পরিচালনা করিবে না, এই পণ কর। এই পণ দৃঢ় ভাবে করা মাত্র আমার সহায়তা অনুভব করিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৩)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৮ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৮৫
(২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া তোমার উন্নতিমুখিনী প্রেরণার বিষয় জানিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, উত্তরোত্তর তোমার সদ্‌রুচি ও সদাকাঙ্ক্ষা বাড়িতে থাকুক।

পুপুন্‌কী আশ্রমে ছাত্রদের কাছ হইতে আমরা কোন অর্থ নেই না। শিক্ষকের বেতন মাসিক প্রায় আড়াই হাজার টাকা আমরাই চালাই। ঘর ভাড়া বা বিদ্যুতের মূল্য নেই না। সাধারণ শিক্ষার অতিরিক্ত মুদ্রণ-শিল্প শিক্ষা দেই। আশ্রম ভিক্ষা করে না, চাঁদা তোলে না। ছাত্রদের নিজেদের উপার্জ্জন করিবার রাস্তা এখনও খোলে নাই। কতকগুলি আইনগত বাধা আছে। সুতরাং ছাত্রাবাসে বাসেচ্ছু ছাত্রদের খোরাকী খরচ বর্ত্তমানে অভিভাবকদিগকে দিতে হয়। ইহাকে আমাদের ধনলোভ বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে।

পিছে-পড়া জাতিগুলির উন্নতি-সাধনের জন্য চেষ্টা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহা আমরা বাল্য বয়স হইতেই জানিয়া

আসিতেছি এবং একাজ সাধ্যমত করিয়াও যাইতেছি। আমরা যদি তিন জনকে সাহায্য করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে ত্রিশ জনকে সাহায্য করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে দুঃখ থাকিলেও তজ্জন্য নিন্দার পাত্র নহি। আর নিম্নবর্ণের লোকদিগকে উন্নতি লাভে সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া উচ্চবর্ণের দরিদ্র ব্যক্তি অবহেলিত কেন হইবে, ইহা আমি বুঝিতে পারি না। কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে যদি উচ্চবর্ণের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহা সংশ্লিষ্ট ছাত্রের ধনবলের ফল নহে, ফল তাহার পড়াশুনার মনোযোগের। সেই দিকেই সকল ছাত্রের দৃষ্টি থাকা উচিত মনে করি।

কতকগুলি লোক সমাজে ছোট থাকে, কতকগুলি লোক বড় হয়। নিতান্ত ছোটদের সমাজেও এইরূপ ছোট-বড়-ভেদ দেখা যায়। অত্যন্ত বড়দের সমাজেও কিছু লোক বড়, কিছু লোক ছোট বলিয়া গণিত হয়। ছোট-বড়র এই ভেদ দূর করিবার উপায় মনীষীরা খুঁজিতেছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, ধনবৈষম্য এই ভেদের কারণ। কেহ কেহ মনে করেন, সদাচারবৈষম্য এই ভেদবুদ্ধির কারণ। যিনি যে কারণটী ধরিয়াছেন, তিনি তদনুযায়ী ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং যেখানে যিনি যেটুকু কাজ

করিতেছেন, তাহারই প্রশংসা করা উচিত। যাহাতে আরও লোকে কাজে হাত দেয়, তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। একদল লোক সেবাই করিবে, আর একদল লোক কেবল গ্রহণই করিবে, নিজেরা পুনঃ কাহাকেও সেবা দিবে না, ইহা অন্যায়। যে সকল ছাত্রছাত্রী সর্ব্বসাধারণের ধনভাণ্ডার হইতে বিশেষ অনুগ্রহ-রূপে অর্থ লইয়া নিজেদের উন্নতিসাধন করিতেছে, তাহারা আবার নিজেদের অপেক্ষা নিম্নতর স্তরের লোকদিগের জন্য কিছু করিতে উদ্‌যোগী হইতেছে কিনা, ইহা দেখিতে হইবে। নিজের অপেক্ষা অনুন্নত শ্রেণীতে অবস্থিত অন্যান্যদের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদে কি? ইহা সরল মনের একটী সহজ প্রশ্ন। রামমোহন, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র, গান্ধী প্রভৃতির প্রাণ তোমাদের জন্য যেমন ভাবে কাঁদিয়াছে, তোমাদের অপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত লোকদের জন্য তোমাদের প্রাণেরও ত' তেমন করিয়া কাঁদা চাই। ইহা না হইলে, নবভারতের জাগরণ-পর্ব্ব মিথ্যা হইয়া যাইবে। একজন চর্ম্মকার মন্ত্রী হইলেন, একজন দোসাদ সেনাপতি হইলেন, একজন কেওট রাষ্ট্রপতি হইলেন, একজন বাউরী কোটিপতি হইলেন, ইহাতে সেই সেই সমাজের কি বিশেষ উন্নতি হইল, যাহার ফলে ঐ সমাজটা ব্যাপক উন্নতির স্বীকৃতি পায়? বিচারটা সঙ্কীর্ণ ভাবে করিও না, ব্যাপারটা সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিও। বিবেকানন্দ মুচি-হাড়ি-ডোম প্রভৃতি সকলকে বুকে ধরিতে চাহিয়াছিলেন,

অথচ তিনি কায়স্থ সন্তান। তুমি মুচি-হাড়ি-ডোমকে ভাঙ্গি-দোসার ও ততোধিক অন্ত্যজকে তোমার বুকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছ কি? অথচ তুমি বাউরীর সন্তান বলিয়া সকলের বিশেষ অনুগ্রহ দাবী করিতেছ।

আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, তাহার ফলে বক্ষ জুড়িয়া এমন প্রেমের সঞ্চার হউক, যাহা পাপ হইতে রক্ষা করে এবং দুর্ব্বলতা হইতে নিষ্কৃতি দেয়। ব্রাহ্মণ হও আর বাউরী হও, এইটী তোমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এই শিক্ষাটা পুপুন্‌কীতে আমরা প্রত্যেককে দেই। এই শিক্ষার অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করিতে আমরা শিক্ষকদিগকে প্রেরণা যোগাই। বর্ত্তমানের ছাত্রগণ অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে সমাজ-মধ্যে এই শিক্ষা বিতরণ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রচার-কর্ম্মে দক্ষ করিবার জন্য চিন্তা, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করি। আমাদের এত অর্থ নাই যে, সব ছাত্রকে খাওয়াইতে পারি। তাই, বর্ত্তমানে তাহাদিগকে স্বগৃহ হইতে অর্থ আনাইয়া আহারীয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা আমাদের পক্ষে আপদ্ধর্ম্ম মাত্র। আইনের বিধি-নিষেধ শিথিল হইলে কতক ছাত্র কিছু কিছু উপার্জ্জন করিবে। তখন তাহাদের খাই-খরচ নাম-মাত্র পড়িবে। আমরা আশ্রম-পরিচালকরা আইনের প্রণেতাও নহি, আইনের প্রয়োগ-কর্ত্তাও নহি। মুস্কিলটা বাবা এইখানে।

একান্ত অপরিচিত হইয়াও তুমি সাহস করিয়া মনের কথা অকপটে লিখিয়াছ দেখিয়া সুখী হইয়াছি, বিরক্ত হই নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৮ই ভাদ্র, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। পরীক্ষায় বোধ হয় ফেল করিয়াছ। তাহাতে কি হইয়াছে? তুমি আমার সন্তান। আমার সন্তান স্থল বিশেষে পিছু হঠিতে পারে, কিন্তু হার মানে না। দুদিন জিরাইয়া লইয়া সে অধিকতর উদ্যমে দ্বিগুণিত তেজে রণবাহিনী পরিচালনা করে। মাঠে খেলিতে নামিয়া এক রাউণ্ড হারিয়া যাইয়াই সে হাল ছাড়িয়া দেয় না। চূড়ান্ত পরাজয় সে কখনই স্বীকার করিবে না। এইরূপ সুদৃঢ় মনোবল লইয়া তুমি অগ্রসর হও।

আমার নিজের জীবনটা সহস্র সহস্র পরাজয়ের ইতিবৃত্তে ঠাসা। এত যুদ্ধ আমি নানা রণক্ষেত্রে করিয়াছি যে, তাহা যদি

মনে রাখিতে পারিতাম, তবে তিনখানা মহাভারত রচনার উপাদান পাইয়া তোমরা বগল বাজাইয়া উদ্‌দণ্ড আনন্দে নৃত্য করিতে। পশ্চাৎ অপসরণ করিয়াছি, তবু হার মানি নাই।

এইগুলি একা আমারই বিশেষত্ব, তাহা নহে। বড় বড় নামী নামী মহাপুরুষগণেরও যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। পিছনে সরিয়া আসিতে হইয়াছে, একটু দম লইয়া তাঁহারা পুনরায় খড়্গ উত্তোলন করিয়াছেন, পলায়ন করেন নাই। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

ধর্ম্মচর্য্যায়, সমাজ-সেবায়, দেশকল্যাণে বা বিদ্যার্জ্জনে এমনকি জীবিকার্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত সাধারণ স্তরের ব্যাপারেও এই নিষ্ঠা, এই জিদ, এই সংগ্রামকুশলতা প্রয়োজন।

তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই রাজসিক সদ্‌গুণটুকু সংক্রামিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৮ই ভাদ্র, ১৩৮৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। স্বামী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন

বলিয়া এতদিনেও আত্মীয়-স্বজনেরা কোন শ্রাদ্ধ করেন নাই বা করিতে দেন নাই শুনিয়া চমৎকৃত হই নাই। কারণ, মরার উপর খাড়ার ঘা দেওয়াই জীব-সমাজের সাধারণ রীতি। এদেশেই এই রীতিটা একটু বেশী প্রবল কিনা, আমি জানি না। জীবৎ-কালে যে যাহাই করিয়া থাকুক না কেন, মৃত্যুর পরে তাহার ক্ষমা হওয়া উচিত। নিতান্ত দুর্ব্বল, অক্ষম, নিরুপায়, লাচার হইবার পূর্ব্বে কেউ আত্মহত্যা করিতে যায় না। এই ব্যক্তিকে দয়া করা উচিত। সুতরাং তাহার আত্মার উদ্ধারের জন্য শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া তিন চারিদিন মধ্যেই হওয়া সঙ্গত।

আত্মহত্যাকারীকে আস্কারা দিলে অন্যান্য সাধারণ লোকেরা কথায় কথায় আত্মহত্মা করিতে পারে, এইরূপ একটী ধরণা হইতে তাহার জন্য শ্রাদ্ধ করা বন্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দেহান্ত ঘটিলে ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রাদ্ধ প্রচলিত আছে। এই একটী মাত্র ব্যক্তিরই শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ থাকিলে আমার মনে ক্লেশ হয়। যার যার রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধরূপ একটা প্রথা পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে। সকল শ্রদ্ধেরই এক উদ্দেশ্য, সকল শ্রাদ্ধেরই এক ফল। সুতরাং শ্রাদ্ধ তুমি করিবেই। স্বামীর আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ করিবে, এই কথাটী প্রচার করিয়া দিয়া তৎপরে সমবেত উপাসনাটী কর, তাহা হইলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। পণ্ডিতেরা নিষেধ করিতেছেন, করুন, পুরোহিতেরা

বাধা দিতেছেন, দিন। তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিও না। নিজের করণীয়টুকু দৃঢ়তা-সহকারে সম্পাদন কর।

অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ অতি সরল ব্যাপার। এই প্রথাটী আমি সৃষ্টি করি নাই,—আপনা আপনি সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহা অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা প্রচলিত করিবার জন্য আমাকে কোন আদেশ দিতে হয় নাই, উপদেশও নহে। স্বভাবের নিয়মে যাহার সৃষ্টি, তাহাতে অবিমিশ্র আস্থা ন্যস্ত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৬)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১২ই ভাদ্র, ১৩৮৫

(২৯শে আগষ্ট, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি এবার মণ্ডলীর সহ-সভাপ্রতি নির্ব্বাচিত হওয়াতে আমি খুশী হইয়াছি। ছোট-বড় সকলের প্রতি প্রেমভাব রাখিয়া কাজ কর। তোমাদের মণ্ডলী ধীরে ধীরে উঠিতেছে। আশীর্ব্বাদ করি, উচ্চতায় সে হিমালয়কে লঙ্ঘন করুক। প্রত্যেকের হাতে

বলিয়া এতদিনেও আত্মীয়-স্বজনেরা কোন শ্রাদ্ধ করেন নাই বা করিতে দেন নাই শুনিয়া চমৎকৃত হই নাই। কারণ, মরার উপর খাড়ার ঘা দেওয়াই জীব-সমাজের সাধারণ রীতি। এদেশেই এই রীতিটা একটু বেশী প্রবল কিনা, আমি জানি না। জীবৎ-কালে যে যাহাই করিয়া থাকুক না কেন, মৃত্যুর পরে তাহার ক্ষমা হওয়া উচিত। নিতান্ত দুর্ব্বল, অক্ষম, নিরুপায়, লাচার হইবার পূর্ব্বে কেউ আত্মহত্যা করিতে যায় না। এই ব্যক্তিকে দয়া করা উচিত। সুতরাং তাহার আত্মার উদ্ধারের জন্য শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া তিন চারিদিন মধ্যেই হওয়া সঙ্গত।

আত্মহত্যাকারীকে আস্কারা দিলে অন্যান্য সাধারণ লোকেরা কথায় কথায় আত্মহত্যা করিতে পারে, এইরূপ একটী ধরণা হইতে তাহার জন্য শ্রাদ্ধ করা বন্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দেহান্ত ঘটিলে ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রাদ্ধ প্রচলিত আছে। এই একটী মাত্র ব্যক্তিরই শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ থাকিলে আমার মনে ক্লেশ হয়। যার যার রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধরূপ একটা প্রথা পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে। সকল শ্রদ্ধেরই এক উদ্দেশ্য, সকল শ্রাদ্ধেরই এক ফল। সুতরাং শ্রাদ্ধ তুমি করিবেই। স্বামীর আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ করিবে, এই কথাটী প্রচার করিয়া দিয়া তৎপরে সমবেত উপাসনাটী কর, তাহা হইলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। পণ্ডিতেরা নিষেধ করিতেছেন, করুন, পুরোহিতেরা

বাধা দিতেছেন, দিন। তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিও না। নিজের করণীয়টুকু দৃঢ়তা-সহকারে সম্পাদন কর।

অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ অতি সরল ব্যাপার। এই প্রথাটী আমি সৃষ্টি করি নাই,—আপনা আপনি সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহা অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা প্রচলিত করিবার জন্য আমাকে কোন আদেশ দিতে হয় নাই, উপদেশও নহে। স্বভাবের নিয়মে যাহার সৃষ্টি, তাহাতে অবিমিশ্র আস্থা ন্যস্ত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১২ই ভাদ্র, ১৩৮৫
(২৯শে আগষ্ট, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি এবার মণ্ডলীর সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়াতে আমি খুশী হইয়াছি। ছোট-বড় সকলের প্রতি প্রেমভাব রাখিয়া কাজ কর। তোমাদের মণ্ডলী ধীরে ধীরে উঠিতেছে। আশীর্ব্বাদ করি, উচ্চতায় সে হিমালয়কে লঙ্ঘন করুক। প্রত্যেকের হাতে

কাজ তুলিয়া দাও। কম কাজ করুক, কিন্তু প্রত্যেকে কাজে লাগা থাকুক। এর চেয়ে বড় কর্ম্মকৌশল আর কিছু নাই। পিঁপড়ারা সকলে চিনি আহরণে লাগুক, মৌমাছিরা সদলে মধু সংগ্রহ করুক, বাহন-রূপে হাতি বা বিমান আমরা নাই বা পাইলাম। রেলগাড়ী, মটরগাড়ী নাই বা মিলিল, গরুর গাড়ী এখনও কাজের যোগ্যই আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৩ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮৫

(৩০শে আগষ্ট, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ঊনত্রিশ বা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ওঙ্কার-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া ঐ এক নামেই লাগিয়া রহিয়াছ, নানা দেবতার পূজা-অর্চ্চনায় কালক্ষেপ কর নাই, এই সংবাদ এত মধুর যে, মনটা দিব্য-সৌরভে এবং স্নিগ্ধ-গৌরবে আমোদিত হইয়া আনন্দ-হিল্লোলে নাচিতেছে। তোমার গুরুভাইদের মধ্যে যাহারা বিপরীত আচরণ করিতেছে, তাহারা দুর্ভাগা। ইহাদের ঐহিক-উন্নতি দেখিয়া

বিচলিত হইও না। আদর্শকে নিয়া শক্ত পায়ে ধীর গতিতে পথ চল। অন্তরে যাহাদের একনিষ্ঠ ভক্তি আছে, তাহাদের প্রাণের স্পন্দন আমি দূর হইতেও টের পাই বাবা। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৩ই ভাদ্র, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হিন্দুরা মরিলে কিছুকাল পরেই বা কিছুদিন মধ্যে নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুযায়ী উচ্চ বা নীচ যোনিতে পতিত হইয়া উচ্চ বা নীচ কূলে বা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গরূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। আর মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা মৃত্যুর পর মহাবিচারের দিনের জন্য নিজ নিজ কবরে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এই দুইটী আলাদা ধর্ম্মবিশ্বাস হিন্দু ও অহিন্দুরা নিজ নিজ পুর্ব্বপুরুষের কাছ হইতে পাইয়াছেন। ইহা যে অতীতের ধর্ম্মোপদেষ্টাদের অনুমান-সিদ্ধ মতামত, তদ্রূপ ভাবিতে পারি। কেননা, মৃত্যুর পরের অবস্থা বলিবার জন্য সেই মরণোত্তর

দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখনও কেহ সেখানকার বর্ণনা দেন নাই। জীবিতেরাই হয় কাব্যে, নয় পুরাণে, নয় উপদেশ-ভাষণে কিম্বা র্ম্মানুশাসনে এই মতামতগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর আমি সাধারণ জ্ঞান হইতে দিব।

ভগবানকে মানিলে তাঁহাকে জন্ম-মৃত্যুর অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং জন্ম-মৃত্যু-সম্পর্কিত রহস্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহার সুবিচারকত্ব এবং অপার কৃপালুতা উভয়ই ভাবিতে হয়। সেই ভাবনার ফল-স্বরূপে নানা সম্প্রদায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ঐ উদ্দেশ্যেই মানুষকে শুদ্ধতর, ভদ্রতর, পরোপকার-সাধক করিবার জন্য স্বর্গের হাতছানি অথবা নরকের বিভীষিকা দেখান হইয়াছে। বাস্তবিক উহা যে কি, তাহার সঠিক বর্ণনা সম্ভব বলিয়া আমি মনে করি না। স্বর্গলোভী মানুষেরা অনেক পুণ্যকাজ করিয়াছেন, নরকভীত মানুষেরা অনেক পাপ হইতে বিরত রহিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে দেখিয়াছি। সুতরাং কেয়ামৎ বা পুনর্জ্জন্ম মানব-কুলের মহত্ত্ব-বর্দ্ধনে সহায়তা করিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট।

জ্ঞানীরা বলেন, আত্মার কোন লিঙ্গ নাই। অতএব আত্মা যদি পুরুষ-দেহ হইতে নির্গলিত হইয়া মরণের পরে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রীদেহ-ধারণে বাধা কোথায়? দেহের যখন লিঙ্গ আছে, তখন সে স্ত্রী বা পুরুষ। দেহ

ছাড়িয়া আত্মা যখন নির্লিঙ্গ হইলেন, তখন তিনি পুনরায় পুরুষ বা স্ত্রী যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারেন। যাহা ইচ্ছা কথাটার এখানে মানে কর্ম্মফলানুযায়ী নবদেহ লাভ করা। শ্রীরামচন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন। কিন্তু তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণ না হইয়া রাধিকা হইতেন, তবে কে মারিত? এই জন্মের পুরুষ পরজন্মে স্ত্রী হইয়া মর্ত্তে আসিয়াছেন বা এই জন্মের নারী পরজন্মে পুরুষ হইয়া মানবদেহ লাভ করিয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে অধিক বোধ হয় পাওয়া যাইবে না, কিন্তু মানুষদেহধারী জীবাত্মা দেহের মৃত্যুর পর যদি কর্ম্মফল-অনুযায়ী পশুপক্ষী-রূপে জন্মলাভ করিতে পারে, তবে বর্ত্তমান স্ত্রীদেহধারী মানবাত্মা দেহাবসানের পরে পুরুষ-রূপে জন্মগ্রহণ কেন করিতে পারিবেন না? সৎকর্ম্মের সুফল এবং অসৎ-কর্ম্মের কুফল এই স্থলে চিন্তনীয়।

সুতরাং পুনর্জ্জন্ম সম্পর্কে হিন্দুর মতও সত্য, এবং কেয়ামৎ বা শেষ-বিচারের সম্পর্কে মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের মতও সত্য। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। সুতরাং পরস্পর-বিরোধী মত, বিশ্বাস, ধারণা, অনুমান, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সবই তিনি একসঙ্গে সত্য করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার লীলা অচিন্তনীয়। সুতরাং বলিয়া শেষ করিবে কিরূপে? * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৯)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৯ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৮৫
(২৫শে নভেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার প্রেরিত রিপোর্ট দুইটী বেনারস পাঠাইয়া দিলাম। এখন আমার পত্র পড়িতে বা লিখিতে কষ্ট হয়। সুতরাং প্রতিধ্বনিতে প্রকাশিতব্য সাংগঠনিক বিবরণগুলি প্রত্যেকে বারাণসীতেই পাঠাইবে, আমার নিকটে আমার স্থানীয় স্থিতিস্থানে নহে। রিপোর্টগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কাগজের এক পিঠে লিখিত হওয়া দরকার। দুই পিঠে লিখিলে কম্পোজ করিবার অসুবিধা হয়। সংবাদ সুদীর্ঘ হইলে পত্রিকায় স্থানাভাব হয়। সকল স্থানের কর্ম্মীরাই নিজেদের কার্য্য-বিবরণ প্রকাশ করিবার আশা রাখেন। সংবাদ সংক্ষিপ্ত না হইলে এক স্থানের জন্য তিন স্থানের আশা-ভঙ্গ হয়। এক স্থানের অনুষ্ঠান খুব বড় কথা নয়। যেমন, বনমহোৎসবের হুজুগে পড়িয়া একটা চারাগাছ রোপণ কঠিন নহে। কিন্তু তাহাতে তিন চারি বৎসর কাল ধরিয়া নিয়মিত জল-সিঞ্চন এক অত্যাবশ্যক ব্যাপার। হাফলং-এ তোমাদের যে অনুষ্ঠান হইয়া গেল, তাহার তরঙ্গ

বা হিল্লোল ধারাবাহিক তিন চারি বৎসর কাল বজায় রাখা চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮০)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৩ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮৫
(২৯শে নভেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ২০-১১-৭৮ এর পত্র পাইয়াছি। পত্রের প্রত্যেকটি অক্ষর আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। তোমরা প্রতিজনে ছাত্রদের জন্য সাধারণ লেখাপড়া শিখাইবার অতিরিক্ত নূতন করণীয় কি করিতে পার, এই বিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিও। আমি তো মনে করি যে, ইহাদিগকে অবসর সময়ে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে স্থায়ী করিবার কাজে লাগাইয়া দিতে পারিলে কালোপযোগী কর্ত্তব্য অধিকতর সফলতার সহিত উদ্‌যাপিত হইবে। আমি আবাল্য এই একটি কল্পনা লইয়াই ছাত্র-সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। নয়টী পুরুষ ব্যাপিয়া তিনশ বৎসর ধরিয়া এই একটী কাজ যদি আমরা করিয়া যাইতে অথবা

করাইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে দেব-মানবের নব-প্রজাতি অকস্মাৎ সৃষ্ট হইয়া যাইবে। আমার পূর্ব্বে অপর কেহ হয়ত এই কল্পনাটি না করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আমি বলিব যে, আমার স্বপ্ন স্বপ্নের বিলাসও নহে, দুঃস্বপ্নও নহে। একদা সুদূর ভবিষ্যতে সকৃতজ্ঞ মানবজাতি ইহাকে সশ্রদ্ধ সম্মান দিতেও পারে। প্রয়োজন হইতেছে, কাজটী চালাইয়া যাওয়া। তোমরা কাজ শুরু কর, অথবা, যেটুকু শুরু করিয়াছ, তাহাকে থামিয়া যাইতে দিও না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের বেলতলীর কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। প্রত্যেকে একতা, সততা ও সত্যপরায়ণতা শিক্ষা কর, এই আশীর্ব্বাদ করি। যে সকল সৎকাজ করিতেছ, তাহা বারংবার কর। তাহাতে স্বভাব হইবে নির্ম্মলতর, দৃষ্টি

হইবে স্বচ্ছতর এবং সঙ্কল্প হইবে দৃঢ়তর। প্রতিটি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রতিজনে মহত্তর হইবার চেষ্টা কর। মুখে মুখে বড় বড় কথা আলোচনা করিলেই ধর্ম্মলাভ হয় না। ছোট ছোট সৎকাজ শতবার অনুশীলন করিলে, পৌনঃপৌনিক অভ্যাসের ফলে ধর্ম্মচর্য্যা ও সত্যচর্চ্চা মজ্জাগত হইয়া যায়। ইহার ব্যাপক সুপ্রতিষ্ঠারই অপর নাম জাতীয় জাগরণ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া বর্ত্তমান স্বাস্থ্যে সম্ভব নহে। তবে সত্যকে জানিবার জন্য তোমার যে আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহাতে উৎসাহ যোগাইতে পারি। অনেকগুলিকে নহে, যে-কোন একটি জানা সত্যকে শক্ত করিয়া ধর, তাহারই ফলে একদা পূর্ণ সত্যকে জানিতে পারিবে। সেই পূর্ণ সত্যকে কেহ নাম দিয়াছেন ঈশ্বর, কেহ নাম দিয়াছেন মানবিকতা, কেহ নাম দিয়াছেন সত্যানুসন্ধান। সর্ব্বাবস্থাতেই বনিয়াদ হইতেছে

চিত্তশুদ্ধি। আশীর্ব্বাদ করি, বিনয়-নম্রতা, একাগ্রতা, আলস্যহীনতা ও সাহসিকতার সাত্ত্বিক প্রভাবে নিজ ব্রতে সিদ্ধকাম হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৩)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৪ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ১৩৮৫

(৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার বিবাহ তোমার শ্রীবৃদ্ধির কারণ হউক। শ্রী মানে শান্তি, শ্রী মানে শৌর্য্য, শ্রী মানে দীপ্তি, শ্রী মানে কর্ম্মক্ষমতা, শ্রী মানে অনন্ত-জীবন, অনন্ত-যৌবন। বিবাহ তোমার বল-ভঙ্গের কারণ না হইয়া বলবর্দ্ধনের, বেগবর্দ্ধনের, ধৈর্য্যবর্দ্ধনের, সাফল্য-বর্দ্ধনের হেতুভূত হউক। জীবনে আমরা যত কাজ করি, তাহাই আমাদের জীবন নহে। জীবনে আমরা যত চিন্তা করি, তাহাই আমাদের প্রকৃত জীবন। প্রথম জ্ঞানোন্মেষের দিন হইতে দেহাত্যয়ের পুর্ব্বে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে চিন্তাগুলি আমরা করি বা করিব, তাহাই আমাদের প্রকৃত

জীবন। গুরুজনে আনুগত্য, স্বদেশ-ভক্তি বিশ্বজন-প্রীতি বা ঈশ্বরাভিনিবেশ যেখানে যতটুকু করিয়াছি বা করিব, সেইটুকুই আমাদের জীবন। এই কথা সত্য জানিয়া নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া সচ্চিন্তার অনুশীলনে ব্রতী হও। ভুল-ভ্রান্তি কদাচ কিছু ঘটিয়া গেলে তাহা নিয়া মাথা ঘামাইও না, তাহা যেমন হইবার হইয়াছে,—চুকিয়া গেল। কিন্তু চিন্তার জগতে ঊর্দ্ধলোকে বিরাজমান থাকিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসী হও। স্বামী এবং পত্নীর মধ্যে গভীর প্রেমের যতি না ঘটাইয়াও ইহা করা সম্ভব। এই জঘন্য কলিযুগেও শিব-পার্ব্বতীর ন্যায় সংযম সাধিয়া দুই দশটী দম্পতি আমাকে দেখা দিতে আসে। আমি বাক্-চাপল্যে ইহাদের সহিত কালাতিবাহন না করিয়া সশ্রদ্ধ স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে ইহাদের পবিত্রতার শুভ্রতাকে সন্দর্শন করিয়া ভক্তি ও ঋদ্ধি আহরণ করি। যাহা দুইটী চারিটী দম্পতীতে সম্ভব হইয়াছে, তাহা লক্ষ লক্ষ দম্পতীতে নিশ্চয়ই সম্ভব হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া মানব-কুলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি আশাবাদে সঞ্জীবিত হই।

তিন চারি শতাব্দী মধ্যে কেহ হয়ত স্পষ্ট করিয়া এই কথাগুলি তোমাদিগকে বলিবার অবকাশ পান নাই, কিন্তু আমাকে বলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। পঙ্কিল জীবনের ঘৃণ্য কর্দ্দম পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-জলে ধুইয়া ফেলিয়া অনেকে আজ দিব্য-জীবন-পথে পদসঞ্চার শুরু করিয়াছে। তাহাদের চরণ-চিহ্ন

আমাকে অদম্য উৎসাহে বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে। তাই, যে কথাটা এতকাল কাণে কাণে শুনাইতাম, এখন তাহা আন্দোলন করিয়া শুনাইতে ইচ্ছা হইতেছে। তোমরা নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার আন্দোলনের অংশভাক্ হও।

আমি অহংকারী লোক বলিয়া, অথবা ভদ্রভাষায় বলিতে গেলে আমার আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল বলিয়া, আমি ১৯১৪ সাল হইতে এই একটী আন্দোলন একাকীই চালাইয়া আসিতেছি। এখন দশ জনের সহায়তার, সহযোগিতার, সহগামিতার উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে। আমি আশা করিব যে, তোমরা প্রত্যেকে মানবজাতির সম্যক্ অভ্যুদয়ের এই আন্দোলনের বিশ্বস্ত সংগ্রামী সৈনিক ও পতাকাবাহী হইবার চেষ্টা করিবে। বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়া তুমি নিজেকে অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিও না। বিবাহিতেরা যখন সচ্চিন্তার ব্যাপক প্রসারে মুখর হইবে, তখন অবিবাহিতেরা নিজেদের দায়িত্বকে গভীরতর মর্ম্মসহ উপলব্ধি করিতে পারিবে।

ইতঃপূর্ব্বে অনেক কাজ তোমরা ছোট ভাবে করিয়াছ। তোমাদের আত্মপ্রসাদ বলিয়া দিয়াছে যে, উহাই সৎকাজ এবং সত্য কাজ। যাহা এতদিন একাকী করিয়াছ, তাহা এখন হইতে যুগলে মিলিয়া করিলে তাহাতে কাজের দ্বিগুণিত ফল পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বর্ত্তমান সময়ে Dictate করিয়া পত্র লিখাইতেও আমার ক্লেশানুভব হয়। কারণ, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল রহিয়াছে। তথাপি তোমার পত্র সমবেত উপাসনা সম্পর্কিত বলিয়া উত্তর লিখিতে হইল।

মানুষ প্রতিভাধর জীব। সুতরাং প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই নবপ্রবর্ত্তনের প্ররোচনা সে অনুভব করিয়া থাকে। তাহার এই নবপ্রবর্ত্তনের প্ররোচনাই তাহাকে দিয়া বর্ত্তমান সভ্যতা গড়াইয়াছে। সুতরাং এই নবপ্রবর্ত্তনপ্রিয়তা নিন্দনীয় নহে।

কিন্তু জগতে প্রথারও মূল্য আছে। যুগে যুগে প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটে সত্য, কিন্তু এমন কতকগুলি প্রথাও আছে, যাহার পরিবর্ত্তন সঙ্গত নহে।

প্রথা কখনও ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়, কখনও মানুষের প্রয়োজনের তাগিদ হইতে জন্মে। সৎ-প্রথার পরিবর্ত্তন অনুচিত।

সমবেত উপাসনা আমরা তিনটী ধ্বনি দিয়া আরম্ভ করি। অখণ্ড-সংহিতা পাঠেই উহার সূচনা এবং শান্তি-বাচনের পর

উহার পরিসমাপ্তি। ওঁ শান্তি হইয়া যাইবার পরে যদি কাহারও দীর্ঘকাল কীর্ত্তন করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে পুনরায় ধ্বনি প্রদান, পুনরায় পাঠ, পুনরায় ব্রহ্মগায়ত্রী প্রভৃতি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, পুনরায় ধ্বনি প্রভৃতি দিয়া কাজটি আরম্ভ করিতে হইলে অঞ্জলি-পর্ব্ব সারিয়া যাহাদের বাড়ী ফিরিবার তাগিদ আছে, তাহাদিগকে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে দিবার পরে উক্ত নূতন অনুষ্ঠান করা চলিতে পারে। একদিনে দুই তিন রকমের ফাংশান না রাখাই ভাল। কারণ: তাহাতে জটিলতা-বৃদ্ধি হয়। আমাদের সমবেত উপাসনার প্রধান লক্ষ্যই হইতেছে ধ্যানাবেশের দ্বারা সকলের মধ্যে সাত্ত্বিক ঐক্য স্থাপন। সুতরাং অনাহূত কলরব, অনর্থক জটিলতা এবং অকারণ প্রত্যঙ্গ-বৃদ্ধি হইতে দূরে থাকিতে হইবে। রামের ইহা করিতে ভাল লাগে, সুতরাং রাম ইহা করিবে, শ্যামের উহা করিতে ভাল লাগে সুতরাং শ্যাম উহা করিবে,—ইহা চলিতে পারে না।

আমাদের উপাসনার আরম্ভ ও সমাপ্তি হয় কি ভাবে, তাহা সকলেই জানে। জপ, ধ্যান, কীর্ত্তন প্রভৃতি এমন কি পাঠও একক অনুষ্ঠান রূপে চলিতে পারে। তাহা দীর্ঘকাল চলিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু সমবেত উপাসনার অঙ্গীভূত ভাবে যখন চলিবে, তখন নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা এবং ক্রম মানিতেই

হইবে। অর্থাৎ সমবেত উপাসনা শুধুই সমবেত উপাসনা, তাহার মধ্যে নানা স্থানের মানুষ যেমন আসিয়া সমবেত হইয়াছে, ঠিক তেমনই নানা অনুষ্ঠানও সমবেত হইয়াছে। এই সমবেত হওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে Discipline রক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। উপাসনা শেষ হইবার পরে বিকট চীৎকারাদির দ্বারা উল্লাস প্রকাশ আবশ্যক নহে। এমন কি প্রসাদ লইবার সময়ে কখনও কখনও উচ্চ চীৎকার শোনা যায়, তাহা অধিকাংশ সময়ে সমর্থন-যোগ্য নহে। প্রসাদ ভক্তিযুক্ত চিত্তে নীরবে গ্রহণই ভাল।

শান্তি-বাচনের পরে আর কিছু করা ঠিক নয়। তোমার এই অভিমত আমিও সমর্থন করি। তবে, কোথাও কোন নিয়মের গরমিল ঘটিয়া গেলে সে স্থানে কলহের কলরোল তোলা উচিত নহে। অনুরূপ গরমিল ভবিষ্যতে যাহাতে না হয়, তজ্জন্য পরবর্ত্তী সময়ে নিজেদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ মীমাংসা হওয়া উচিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৫)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৫ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৮৫

(১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাহারও পুত্র বা কন্যার বিবাহ হইতেছে শুনিলে আমি খুশী হই। বিষয়-বিরক্ত কিছু কিছু সর্ব্বত্যাগী সাধু-মহাত্মাদের ন্যায় আফশোষের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে আর্ত্ত-চীৎকার করিয়া মরি না যে, "দুইটা জ্যান্ত মানুষ কৈশোরে বা যৌবনে পরস্পর পরস্পরের রক্তমাংস চিবাইয়া খাইবার সামাজিক অধিকার পাইল, হায় হায়! ইহাদের গতি কি হইবে।"

আমি বিবাহকে পবিত্রতর দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। নববধূ আমার নিকটে নিষ্পাপা-পার্ব্বতী, বর আমার নিকটে মদনজয়ী মহেশ্বর, কেননা, আমি প্রত্যাশা করি, দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাব, যীশু-বুদ্ধ-কৃষ্ণ-রাম আদি অসাধারণ শক্তিশালী লীলা-পুরুষদের আবির্ভাবেরই ভূমিকা এক একটি বিবাহ। বিবাহ-রূপ একটি প্রথা একদা সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই একদা আমরা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজাদিকে পাইয়াছিলাম।

বিবাহ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে বলিয়াই আমরা উন্নততর মানব-সমাজের আবির্ভাব প্রত্যাশা করি। বিবাহকে যেন কেহ লঘু-দৃষ্টিতে না দেখে, ইহা আমার একান্ত অনুনয়।

পুত্রকন্যারও বিবাহ দিতেছ কিন্তু প্রাগ্‌বৈবাহিক জীবনে তাহাদিগকে সংযমের শিক্ষা দিয়াছ কি? ইহা একটি সুপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আমি যেমন সংযম-প্রসার-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া আকৈশোর কাজ করিয়া যাইতেছি, তোমাদের বিবাহিত পুত্রকন্যাদিগকে তোমরা তদ্রূপ ব্রতশীল কর। তাহা হইলে তোমাদের পৌত্র, প্রপৌত্র এবং দৌহিত্র প্রভৃতির পক্ষে এই ব্রত-পালন সহজতর হইবে। তোমাদের প্রয়োজন দক্ষ-সৈনিকের। পুরুষানুক্রমিক সাধনার ফলে পুত্র-পক্ষে বা কন্যা-পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে এবং নৈসর্গিক নিয়মে সংযম-দক্ষতা সহজতর-লভ্য হইবে। ইহা রাজনৈতিক আন্দোলন নহে যে, নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ঘটনা ঘটাইতে পারিলেই যাবতীয় অভিযোগের মূলোৎপাটন হইল। আমাদের এই আন্দোলন মানব-জাতির সামগ্রিক উৎকর্ষ-সাধনের ও অপকর্ষ নিধনের প্রশ্নে, সুতরাং ইহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি নাই, ইহা অনন্তকাল চলিবে এবং ইহাকে অনন্তকাল চালাইতে হইবে।

যে সকল কিশোর ও যুবক বর্ত্তমানে তোমাদের অঞ্চলের এই আন্দোলন চালাইতেছে, তাহাদিগকে বিনীত হইতে উপদেশ

দিও। তাহারা যে সংযমের বীরবাণী আমার কণ্ঠে শুনিয়াছিল, তাহারই মহিমায় আজ অকুতোভয়ে কাজ করিতেছে।

সৎকাজ লোক-সম্মান দেয়, দিতেছে এবং দিবে। কিন্তু মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পাইবার পরে চপল কর্ম্মীদের আচরণে অসতর্কতা বাড়ে। তাহারা চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে আস্তে আস্তে বিনয়-ভ্রষ্ট হয়। নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি কমে, অপরের দোষের সম্পর্কে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। হিন্দীতে একটা কথা আছে যে, রুখা রুটীও খাইতে ভাল, কিন্তু তিখী নজর ভাল নয়। সংযম-প্রসার কর্ম্মীর সব চাইতে বড় গুণ হওয়া উচিত দোষ-দর্শন-পরিহার এবং গুণ-আবিষ্কারের চেষ্টা। ইহা যার নাই, সে কঠোর পরিশ্রমী বা অদম্য উৎসাহশীল হইয়াও মরা গাঙ্গে জোয়ার বহাইতে পারে না।

তোমাদের মধ্যে যাহারা সংঘবদ্ধ-ভাবে কাজ করিতেছে, তাহারা আদরণীয়। নিজেরা কাজ করিতে পারিতেছে না কিন্তু অপরকে কাজ করিবার সুযোগ গড়িয়া দিতেছ, তাহারাও প্রশংসনীয়। যে আর কিছু করিতে না পারে, সে ক্ষীণ কণ্ঠে একটা জয়ধ্বনিও ত' দিতে পারে। যে বিত্ত দিতে পারে না, সে লেংটি ঝাড়িয়া একমুঠা ধূলাও ত' দিয়া যাইতে পারে। অতীব ক্ষুদ্র কাজটী করিয়াও প্রত্যেকে আমরা কাজে সহযোগ দিবই, ইহা আমাদের প্রত্যেকের পণ হওয়া উচিত। প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ লোকেরা যদি নিজ গৃহে এবং প্রতিবেশীদের তরুণ

পুত্র-কন্যাদিগকে কাজ করিতে রুচি যোগায়, তবে তাহাও কম প্রশংসনীয় নহে। তোমাদের আরব্ধ কর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে একটি মহোৎসব। মহোৎসব কদাচ একার চেষ্টায় সুসমাপ্ত হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৬)

হরিওঁ
গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বাংলার বাহিরে ভিন্ন একটা প্রদেশে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছিলে, এখন আবার বন্যাপ্লাবিত, দারিদ্র্য-পীড়িত বঙ্গভূমিতেই ফিরিয়া আসিয়াছ, এই সংবাদে সুখী হইতে পারি নাই। একজন বাঙ্গালী যদি গিয়া পুণা, গোয়া, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর বা মাদ্রাজে দৈবক্রমে বসিয়াই গিয়া থাকে, তবে তাহার সেখানে আমৃত্যু নিষ্ঠায় লাগিয়া থাকা উচিত। অসমিয়ারা আসাম পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের কোন রাজ্যে নিজের পুরুষকারের পরীক্ষা দিতে আগ্রহী হন না বলিয়া শুনিয়াছি। অথচ, তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও দক্ষতায় হেয় নহেন। এক রাজ্যের লোক আর এক রাজ্যে গিয়া বাস করিবেন,

ভিন্ন রাজ্যের লোকদের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করিবেন, তাহাদিগকে যোগ্যতম সেবা প্রদান করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে দুর্ভাগ্যমুক্ত রাখিবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। অপরের সেবা ও শিষ্টাচারের অনুকরণ করিয়া নিজেকে সমৃদ্ধ করিবেন, নিজের সদ্‌গুণাবলিকে সংক্রামিত করিয়া অপরকে লাভবান্ করিবেন, ইহাই ত' বাঞ্ছনীয়। কেবল নিব, কিছুই দিব না ইহা যেমন দোষের, কেবল দিব, কিছুই নিব না, ইহাও তেমন ত্রুটীযুক্ত। নিজের ভাষা অপরকে শিখাইব, অপরের ভাষা নিজে শিখিব, অপরের সামাজিক অনুষ্ঠানে উৎসাহ-সহকারে যোগদান করিব এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে যেখানে যাহারা স্বজাতীয় স্বভাবিক লোক আছে, তাহাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করিব, ইহা বাঞ্ছনীয়। কুসঙ্গ করিব না, কাহাকেও কুসঙ্গ দিব না, মদ্যপান করিব না, কাহাকেও মদ্যপান শিখাইব না, অনৈতিক আচরণ হইতে বিরত থাকিব এবং অন্যকে সদাচারের মহিমা সম্পর্কে অবহিত করিবার চেষ্টা পাইব। ইহাই হওয়া চাই জীবন-যাত্রার ঢং। এভাবে যদি ভারতবাসীরা চলে, তাহা হইলে জাতি, বংশ, ভাষা, কৃষ্টি ও বংশানুক্রমিক সংস্কারের সহস্র পার্থক্য সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ভারত শুধু মহাভারতেই নহে, মহাজগতে রূপান্তরিত হইতে পারে। সুদূঢ় ভবিষ্যতে যদি সৎ-সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ধৈর্য্য ধারণে অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নহে।

বাঙ্গালীর অনেক গুণ, কিন্তু তাহার মস্ত বড় দোষ হইতেছে, সে আত্মকলহ পরায়ণ। লক্ষ্যের মাহাত্ম্য অপেক্ষা উপলক্ষ্যের কৌলীন্য তাহার নিকটে অনেক সময়ই বাড়িয়া যায়। সে যেখানেই গিয়াছে, কীর্ত্তি রাখিয়াছে। কিন্তু আত্ম-কলহের পরিণাম-স্বরূপ অধিকাংশ স্থানেই কীর্ত্তিকে চিরস্থায়ী করিতে অক্ষম হইয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধের প্রাবল্যহেতু তাহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একা কাজ করিতে হইয়াছে। এইরূপ আর চলিতে দেওয়া উচিত নহে।

অবশ্য, আমি বলিব না যে, এখন তুমি আবার ফিরিয়া গিয়া সদ্য-পরিত্যক্ত শহরটিতেই নূতন করিয়া ভাগ্য-পরীক্ষা শুরু কর। জীবিকার ছোট্ট চারাগাছটিকে শিকড় শুদ্ধই যখন তুলিয়া আনিয়াছ, তখন এখানেই দৃঢ়মূল হইবার চেষ্টা কর। সাময়িক অসাফল্যে, অভাবে, অনটনে কাতর হইয়া পড়িও না। বসিয়াই যখন পড়িয়াছ, এখানেই তোমাকে জয়ী হইতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৭)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নানা বাধাবিঘ্নে পর্য্যুদস্ত হইতেছ জানিয়াও ভীত হই নাই। কারণ সংগ্রামে তোমাকে জয়ী হইতেই হইবে। ভয় পাইও না বা চেষ্টা ছাড়িও না। যাহা তোমার সমস্যা, তাহা তোমার প্রতিবেশিনী বা গ্রামবাসিনী অপর কিশোরীরও সমস্যা। তাহা আজ সারা ভারতের কন্যা-মাত্রেরই সমস্যা। সমস্যা এত বাড়িতে পারিত না, যদি পলাশীর রণক্ষেত্রে আমাদের পরাধীনতার শুরু না হইত, সমস্যা এত জট পাইতে পারিত না, যদি ইংরাজের ভারত ত্যাগের পর ভারতবাসী সঠিক পথে চলিত। নেতারা দিক্-প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, হয় স্বার্থপরতা, নয় অন্ধতা। স্বাধীনতা অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ। কিন্তু আমাদের দ্বারা স্বাধীনতার সদ্-ব্যবহার হয় নাই। কেহ কেহ আমরা দরিদ্রকে লুণ্ঠন করিয়াছি, কেহ কেহ আমরা নিজেদের ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য্য-বর্দ্ধনকেই মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত উন্নতি ভাবিয়া সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধের ন্যায় সাগ্রহে পূজা করিয়াছি। মানুষ মানুষের জন্য কাঁদে নাই, সকল মানুষকে ঠকাইয়া কতিপয় মানুষ যেন

ষড়যন্ত্র করিয়া এ জাতিটার বক্ষোরক্ত নিংড়াইয়া লইয়াছে, যে যত রক্তপায়ী, সে তত সভ্য ও শক্তিমান্ বলিয়া পূজিত হইতেছে।

এই দুরবস্থার প্রতিকার মা, তোমাদিগকে নিজ হাতেই করিতে হইবে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চরিত্র-নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। আমি রাজনীতি করিতেছি না। রাজনৈতিক চিন্তাশীলেরা রাজনৈতিক প্রতিকার খুঁজিবেন। আমরা কহিলেও তাঁহারা ইহা করিবেন, আমরা না কহিলেও তাঁহারা ইহা করিবেন। তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে জাতিকে চরিত্রোন্নতি-সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া।

আজকাল নিত্য নূতন সমস্যা গজাইতেছে। ভাইবোনে বিবাহের কল্পনা এদেশে স্বপ্নেও কোন হিন্দু করিত না। খুড়াতো, জ্যেঠাতো, মাসতুতো, পিসতুতো, মামাতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ ভয়ানক দৃশ্য বলিয়া মনে করা হইত, বহু রোরুদ্যমান পিতামাতার চিঠিপত্রে জানিতে পারিতেছি যে, এইরূপ ব্যাপার আজকাল অত্যধিক সংখ্যায় ঘটিতেছে। ঘটিবার কারণ ঘটিয়াছে। অতএব ঘটিতেছে। এই কারণটি নিবারণ আমাদের কর্ত্তব্যের অঙ্গ। কিন্তু উদ্ভিন্ন-যৌবন কিশোর বা কিশোরীদের কেহ হিতোপদেশ দিলে তাহারা স্নিগ্ধ মনে তাহা শোনে না। রুষ্ট হয়। সুতরাং উপদেশ দেওয়াইতে হইবে তাহাদের

পিতামাতার দ্বারা। জাগ্রত-যুক্তি এই সকল ছেলেমেয়েদিগকে পিতামাতার সস্নেহ উপদেশই বেশী প্রভাবিত করিতে পারিবে যাহাতে পিতামাতার উপদেশ অধিকতর প্রভাবশালী হইতে পারে, তজ্জন্য চারিদিকে পরিবেশ সৃষ্টি করা তোমাদের বা আমাদের দায়িত্ব। কোনও কিছুতেই হতাশ না হইয়া আমরা যেন এই কাজটী করিয়া যাই। দেশ, জাতি ও জগতের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্য আমাদিগকে পালন করিতেই হইবে।

গান গাহিয়া, ভাষণ দিয়া, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া, সৎ-সাহিত্য প্রচার করিয়া এবং একান্ত মনে ঈশ্বর-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া আমরা সে কাজ করিতে পারি। আমাদের মধ্যে যে ছোট, সে ছোট কাজটী করিল, আমাদের মধ্যে যে বড়, সে বড় কাজটী করিল, ইহাই আমাদের আচরণ হওয়া উচিত। কাজ প্রত্যেককেই করিতে হইবে। আমরা কেহ বসিয়া থাকিব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, সকলে স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের সকলের সহযোগে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সদনুষ্ঠান-সমূহ হইতেছে জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। বিদ্বেষহীন চিত্তে সবাই সবার সহিত মিলিত হইলে মিলন-ফল-জাত সাত্ত্বিকী শুভশক্তি চতুর্দ্দিকের আবহাওয়াকে পরিশোধিত করিয়া দেয়। সরল মনে সকলে সকলের সহিত মিলিত হইয়া সৎকার্য্য-সমূহ কর। তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া তরুণেরা শিক্ষার্জ্জন করুক। কলহ-প্রিয়তা সর্ব্বশক্তির অবক্ষয় আনয়ন করে। কলহ-প্রিয়তা বুদ্ধি-শক্তিকে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বুদ্ধিনাশ ঘটিলে মানুষ নির্ল্লজ্জ হয় এবং অপরাধ করিয়াও আত্মপ্রসাদ আস্বাদনের অভিনয় করে কিন্তু অন্তর তাহার শুন্যই থাকে। তোমরা মনে-প্রাণে ঈশ্বর-প্রেমী হও, সেই প্রেম তোমাদিগকে নিরন্তর নিষ্কলুষ রাখুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৯)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৮৫

(৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সেদিন মণ্ডলীর সম্পাদকের সমক্ষে বসিয়া তুমি একটি খাঁটি সত্য কথা বলিয়াছ যে, মানব-জাতির সামূহিক কল্যাণের জন্য যে চরিত্রগঠন-আন্দোলন তোমাদিগকে তিন শতাব্দী ধরিয়া চালাইয়া যাইতে হইবে, সেই আন্দোলনের তরঙ্গ ঘরে ঘরে যাইয়া তোমাদের পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্বাগ্রে স্পর্শ করিবে না কেন? নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের চরিত্রোন্নতি-বিধানের দিকে দৃষ্টি না দেওয়া তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে অতীব ভ্রমাত্মক কার্য্য হইতেছে।

এই বিষয়ে আমি তোমার সহিত একমত। তুমি তোমার উল্লিখিত বক্তব্যটিকে তোমার পরিচিতবর্গের মধ্যে দ্রুত সম্প্রসারিত কর। চরিত্রের গুণে সহকর্ম্মীর সংখ্যা বর্দ্ধিত কর এবং সকলকে সমকর্ম্মা, সমমত ও সহবাক্ করিয়া তোল। অনেকে মিলিয়া একই কর্ম্ম করিলে, বহুজনে এক মতাবলম্বী হইলে, বহুজনের মধ্যে চিন্তার সামঞ্জস্য থাকার দরুণ সমকণ্ঠ হইয়া প্রচারে নামা সহজ।

পৃথিবীর কোন দেশেই কোন কালে এমন মনীষীর অভাব ঘটে নাই, যাহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সমাজের মঙ্গল কামনায় দেশবাসীর হিতবুদ্ধি প্রেরিত হইয়া চরিত্র-গঠনের-আন্দোলনকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন নাই। চরিত্রবানেরা চিরকালই লোকের সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন। হাজার হাজার সম্রাট, দিগ্বিজয়ী রণনেতা বা সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী পুরুষেরাও যেই আন্তরিক সম্মান অন্য মানুষের কাছে পান নাই, প্রকৃত চরিত্রবান্ মানুষেরা অকিঞ্চন, নির্ধন বা ভাগ্যদোষে নানা ভাবে বিড়ম্বিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য মানুষের আন্তরিক পূজার আস্পদ হইয়াছেন। সুতরাং চরিত্রবান্ হইয়া সকলের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তরুণ এবং তরুণীদিগকে আকৃষ্ট করা একান্ত আবশ্যক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯০)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৬শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৮৫

(১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ভ্রাতার পত্রখানা পড়িলাম। অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক, হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। বদ্ধমূল বিরুদ্ধ ধারণা যদি গোষ্ঠীগত ব্যাপার হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতীকার করিতে হয়ত শতাব্দী কাল লাগিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, প্রতীকার একদিন হইবেই হইবে। যুগ-যুগ-সঞ্চিত মানসিক বিরোধও একদা দূর হইবে। তাহার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার প্রয়োজন। কিন্তু তুমি একা কোনও ইতিহাস রচিতে পার না, লক্ষ লক্ষ একক মানুষ হঠাৎ একত্র সংযুক্ত হইয়া পড়িলে ইতিহাসের অ-আ ক-খ লিখা শুরু হয়। মিথ্যা দ্বারা মিথ্যাকে নির্জ্জিত করা যায় না, সত্য দ্বারাই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সুতরাং প্রাণপণে সততা-পরায়ণ হইয়া কাজ করিতে তোমার ভ্রাতাকে বল। সৎপথে থাকিবার দরুণ যদি ক্ষতি সাধিত হয়, তবে সেই ক্ষতিকে জীবনের গৌরব বলিয়া মানিবার অভ্যাস করিতে হইবে।

তোমাকে পত্রযোগে তরুণ-সমাজের মধ্যে যে সংগঠন-কৃতি চালাইয়া যাইবার নির্দ্দেশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে দিয়া আসিয়াছি, তাহা পূর্ব্বানুক্রমিক ভাবে স্মরণ কর এবং অনুসরণ করিতে থাক। সৎকথাই যখন পরিবেশন করিতেছ, তখন এই বিশ্বাসটী অক্ষুণ্ণ রাখিও যে, অল্প কাজ করিলেও একদা তাহার সুফল জগদ্বাসী পাইবেই পাইবে। সৎকাজ অল্প করিলেও তাহার সুফল অনিবার্য্য। তবে, ধারাবাহিক প্রযত্নে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া

করিতে পারিলে তাহার ফল ভাবীকালের ইতিহাসকে সৃষ্টি-দান করে। আমি ১৯১৪-১৫তে অপটু লেখনী লইয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছি, আজ শতাব্দীর শেষ যামে হইলেও তাহার ফলটী অনেক অপ্রত্যাশিত স্থানে দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল ও বিবশ হইতে বাধ্য হইতেছি। সাধনা ১৯২৮-২৯এ অপরিচিত ব্যক্তিদের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছে, আজ এতদিন পরে তাহার স্মৃতি অবিস্মরণীয় আনন্দের রূপ ধারণ করিতেছে। জগতে একটী গোপন নিঃশ্বাসও ব্যর্থ যায় না, যদি তাহার উদ্দেশ্য হয় জগন্মঙ্গল।

জগতের নিঃশ্রেয়স কল্যাণকে নিঃস্বার্থ-চিত্তে স্মরণে রাখিয়া যদি একটিও অকপট ভাষণ কাহাকেও শুনাইয়া থাক, তবে তাহার অব্যর্থতা অনিবার্য্য জানিও।

যে কাজ আমি তোমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছি, সে কাজ আমি কমপক্ষে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছি। তোমরা যাহাতে কমপক্ষে তিনটী শতাব্দী ধরিয়া একাজ চালু রাখিতে পার, তাহার জন্য প্রত্যেকে অবিলম্বে উত্তরসূরীদের খুঁজিয়া বাহির কর। তাহাদিগকে গড়িয়া তোল, তাহাদিগকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইবার ক্ষমতা দাও, রুচি দাও, দক্ষতা দাও। একদা আমি এই দেহে আর থাকিব না, কাজ কি তখন হইয়া যাইবে বন্ধ? কল্লোলিনী স্রোতস্বিনীর খরধারে প্রবাহিত স্রোতোধারা তখন কি থামিয়া, থমকিয়া,

বিরূপ, বিকলাঙ্গ হইয়া যাইবে? মন্দিরে মন্দিরে আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা চালাইতে থাকিলেই কি আমাকে বুঝিতে হইবে যে, সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে দিব্যায়ন প্রতিষ্ঠার যে সুখস্বপ্ন আমি দেখিয়া আসিতেছি, তাহা সফল হইল? প্রতিটি মানুষ বংশানুক্রমে জগন্মঙ্গল-মূলক সৎসংকল্প অব্যাহত রাখিবে, এবং চিন্তা-জগতের এই প্রবল পৌরুষ প্রত্যেকটি জড়দেহের মধ্যে আধ্যাত্মিক নবায়ন সৃষ্টি করিবে, আমি ইহাই চাহি। যাহা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুযায়ী ক্রমরূপান্তরিত হইতে হইতে সুদূর ভবিষ্যতে হইলেও হইতে পারে, তাহাই অল্পতর সময়ের ভিতরে মাত্র নয়টি প্রজন্মের ধারাবাহিক চেষ্টায় মাত্র তিন শতাব্দী কালের উদগ্র অধ্যবসায়ে ভাবী মানবের ভাগ্যায়ত্ত হউক, এইটিই আমার কামনা

একদিনে বুঝিতে না পার, দুই দিনে বুঝিতে না পার, বহু মাস এবং বহু বৎসরের একাগ্রতা-প্রসূত ধ্যানের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা কর যে, কি আমি তোমাদের নিকট চাহিতেছি।

একক প্রয়াস অপেক্ষা বহু জনের সম্মিলিত প্রয়াস কর্ম্মযজ্ঞের ব্যাপকতা বিধান করে। কিন্তু ব্যক্তিগত মান-যশ প্রতিষ্ঠার লোভ অনেক সময়ে অনাবশ্যক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। তদবস্থায় কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া নিজের ক্ষুদ্র সাধ্য-অনুযায়ী যতটুকু পারা যায়, যশোলোভহীন নিষ্কাম-কর্ম্ম করিয়া যাইতে থাকাই ভাল। তুমি যে কাজ করিয়া যাইতেছ, তাহার

বিজ্ঞাপন জাহির করিবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি একটী মানুষের কাছেও যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষার সৎ-প্রেরণা পৌছাইতে পারিয়া থাক, তবে তাহাও জগতের পরম লাভ। নানা চিন্তা, নানা ভাবনা, নানা মতবাদ, নানা যুক্তি জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াই তোমাকে নির্ব্বিরোধ পাদচারণার উপায় করিয়া লইতে হইবে। তোমার প্রয়োজন উদার দৃষ্টির, তোমার প্রয়োজন সহনশীলতার, তোমার প্রয়োজন মমত্ব, তোমার প্রয়োজন সমত্ববোধ, তোমার প্রয়োজন সামগ্রিকতাবোধ, তোমার প্রয়োজন সমগ্র বিশ্বের সহিত একাত্মতাবোধ, পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় এই কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন ছিল। অচেনা মানুষের কাছে কথা পৌছাইতে হইলে, তাহার অজানা ভাষাটি জানিতে হয়। তাহা সম্ভব করিতে পারি নাই বলিয়াই বাংলা ভাষায় কথা কহিয়াছি।

অথচ তোমাদিগকে এমন অঞ্চলেও কাজ করিতে হইবে, যেখানে বাংলা কেহ জানে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৯১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলন নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। যখন একাকী কাজ করিতাম, তখনকার কায়দা, কৌশল, শৈলী এখন আর চলিতেছে না। কারণ, তখন শরীর অসুস্থ অবস্থাতেও বজ্রতুল্য দৃঢ় ছিল। বুকে প্লুরিসির ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া যখন সিরাজগঞ্জে ধারাবাহিক ভাষণ দিয়াছিলাম, তখন সভমেঞ্চে দণ্ডায়মান একটি বারুদের স্তূপ দেখিয়া বক্তৃতা শুনিবার আগেই জনতা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। রংপুর, শ্রীহট্ট, বরিশাল, ঢাকাতে একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ড আসিয়া প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়াছিল। সেই মানুষটার বাহন ছিল সুরলোকের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা যাহার হ্রেষারব আরম্ভ হওয়া মাত্র জনতা নিমেষে স্তব্ধ, মুগ্ধ ও নীরব হইয়া যাইত, আজ সেই অশ্ব চলিতে চাহিতেছে না। বেত্রাঘাত করিয়া কত চালাইব? সুতরাং তোমাদিগকে আমার কণ্ঠের কাজ করিতে হইতেছে, বাহু হইতে হইতেছে। তোমাদের প্রত্যেকেরই কিছু বজ্রদৃঢ় শরীর নাই, প্রত্যেকেরই কণ্ঠ জলদ-গর্জ্জন করে না, ক্ষীণ-বাহু হইলেও তোমাদিগকে কাজ ধরিতেই হইবে। মৃদুকণ্ঠ

হইলেও তোমাদিগকে কথা বলিতেই হইবে। আমার অভিলাষ এই যে, তোমরা প্রত্যেকে আমার বাহু হও। আমার অভিপ্রায় এই যে, তোমরা প্রত্যেকে আমার কণ্ঠ হও। আমার দাবী এই যে, তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আমার প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে।

সুতরাং তোমাদিগকে আগে ছাড়িতে হইবে অহঙ্কার, আত্মাভিমান ও স্পর্দ্ধা। তোমাদিগকে হইতে হইবে বিনীত, বিনম্র, শ্রদ্ধাবনত। তোমাদিগকে হইতে হইবে আমার বাক্যে বিশ্বাসী, ছাড়িয়া দিতে হইবে পরানুগ্রহ-প্রত্যাশা। যাহা ছিল একদা আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সাক্ষি-স্বরূপ একটি নীরব আন্দোলন, তোমাদের সকলকে মিলিয়া তাহাকে রূপ দিতে হইবে গণ-আন্দোলনের। সুতরাং সাধ্যমত সকলকে তোমাদের সাথী করিয়া লইতে হইবে পারত পক্ষে কাহাকেও বাদ দিতে চাহিবে না।

প্রশ্ন উঠিবে, সে যদি লম্পট হয়, সে যদি দুশ্চরিত্র, মদ্যপ ও পরস্বাপহারী হয়? না, এমন লোককে লইয়া কাজে নামিতে পার না। ইহাদিগকে বাদ দিলেও দেশে মানুষের আকাল নাই, —পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে সর্ব্বত্র মানুষ গিজগিজ করিতেছে। ইহাদের ভিতরে একটু খুঁজিলেই সহগামী কর্ম্মী পাইয়া যাইবে। চরিত্র-আন্দোলন সম্পর্কে লক্ষ জনের বিরক্তি থাকিলেও তুমি কোটির অধিক সমর্থক পাইবে।

সহকর্ম্মীদিগকে মদ্যপান পরিত্যাগ করাও। কদাচার পরিহার করিতে প্রেরণা দাও। কদভ্যাস ছাড়িতে বাধ্য কর। একাজ অতি দ্রুত হয় না। এ চেষ্টা সফল হয় দীর্ঘকালের প্রয়াসের পরে। অনাদি কাল হইতে লোকে মদ খাইয়া আসিয়াছে, আজ কেন ছাড়িবে? ছাড়িবে ভাবীকালের মানবজাতির নব-দিব্যায়নকে দ্রুত সম্ভব করিবার জন্য। চিরকালই মানব-মানবীদের কিছু অংশ পরদার করিয়াছে, পরপুরুষ-প্রীণনে লুব্ধ হইয়াছে। আজ কেন ব্যত্যয় ঘটিবে? ঘটিবে ঐ একই প্রয়োজনে। মানুষ চিরকাল ইন্দ্রিয়ের দাস থাকিবে, ইহা মানুষের অপমান। মানুষ অনন্তকাল ভোগলুব্ধতার জালে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল দুঃখের পর দুঃখ আহরণ করিবে, ইহা দুর্ল্লভ মানব-জন্মের এক চূড়ান্ত গ্লানি। মানুষকে গ্লানিমুক্ত করিতেই আমি আসিয়াছি, বিভ্রান্ত করিতে নহে। তরুণ, কিশোর বন্ধুদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বিড়ি-সিগারেটের নেশা ছাড়াও। দিবানিদ্রা পরিহার করাও। তাসপাশা খেলা বর্জ্জন করাও। দিনলিপি লিখিতে প্রবুদ্ধ কর। মিতবাক্ ও হিতবাক্ হইতে রুচি দাও। অসৎ সংসর্গ হইতে দূরে রাখ। সদাচারের অনুশীলনে রুচিমান্ কর। চরিত্র-চর্চ্চার মধ্য হইতে কলুষ-পঙ্কিলতা নিশ্চিহ্ন করিবার সৎসাহস দাও। পরনিন্দা বর্জ্জন করিতে শিখাও। একটি মানুষকে সৎপথে আনিতে পারিয়াছ ত' কাজের মত কাজ করিয়াছ, এই বিশ্বাস রাখ। কারণ, এই

একটি মানুষ আবার দশ জনকে সৎপথে টানিয়া আনিবে। একের শক্তিতে বিশ্বাস কর। তাহা হইলেই দশের শক্তি তোমার অনুকূল হইবে। গণ জাগরণের নূতন কায়দার যুগে একটি মানুষকেও উপেক্ষা করা যায় না। অতীতের ঋষিরাও একটি মাত্র প্রাণীকেও অবহেলা করিতে দেন নাই।

তোমাদের অঞ্চলে অন্যান্য যাহারা অনুরূপ সৎকার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের ভুলত্রুটী ধরিয়া মানুষের মনকে তাহাদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিবার অপচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য প্রত্যেককে প্রেরণা দাও। দেশটা আমাদের একার নহে, দেশটা সকলের। দেশকে সেবা করিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। আমি বসিয়া আছি, আর অপরে দেশকে সেবা দিতেছে, তার জন্য তার প্রতি ঈর্ষ্যান্ধ হওয়ার কোন সদ্যুক্তি নাই, কোন সৎ-ফলও নাই। অপরে সদুদ্দেশ্যে কোন সৎকাজ করিলে সে আমার আদেশ নিল না বলিয়া আমার রাগ করা উচিত নহে। আমিও বিশ্ববাসীর একজন সেবক মাত্র, প্রভু নহি। উহারাও বিশ্ববাসীর সেবক ব্যতীত আর কিছু নহে। যার যতটুকু শক্তি বা প্রতিভা, সে ততটুকু বা তদনুযায়ী কাজ করিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আমরা প্রতিজনে যদি নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াইয়া, নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী কাজটুকু করিয়া যাই, তাহা হইলে বিশ্ব-সভ্যতার অনেক বালাই বিনাক্লেশে কাটিয়া যাইতে পারে। নিজেরা কাজ করিব না, অথচ, অন্যান্যের প্রশংসনীয় কাজের

নিন্দা করিয়া বেড়াইব,—ইহা চপলচিত্ত অপদার্থদের রসনার এক বিভ্রান্ত ব্যসন, এক বিকাট বিলাস। তোমাদের আচরণের মধ্যে এই শয়তানির প্রতিবাদ থাকা উচিত। কে কোন্ সংঘের, কে কোন সম্প্রদায়ের, ইহার বিচার করিয়া সৎকাজের মূল্যায়ন হয় না। তোমার দলের নহে বলিয়া অন্য লোকেরা ভুল কাজ করিতেছে, এরূপ ভাবনা নিঃসন্দেহে মূঢ়-জনোচিত।

নিশ্চিতই আমি তোমাদিগকে একদা এক নবাদর্শ দিয়াছিলাম, যাহার নাম অখণ্ড-আদর্শ। ইহার উদ্দেশ্য বিশ্বের নানা বৈচিত্র্য-বিড়ম্বিত বহুধা-বিভক্তিকে প্রেমসূত্রে ঐক্য-মালিকায় পরিণত করা। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সৎকার্য্যে তোমাদের সম্মতি, তোমাদের সহযোগিতা, তোমাদের সহমর্ম্মিতা স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় তোমরা নিজেদের সাধক-গোষ্ঠীর মানুষগুলিরই সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিতেছ না, দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইতেছি। অখণ্ড মণ্ডলীগুলি কি তোমাদের কুরুক্ষেত্রের মাঠ, না, পাণিপথের ময়দান? তোমরা কি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মঞ্চ ছাড়িয়া আসিয়া দ্বারকার গৃহযুদ্ধে যদুবংশ নির্ব্বংশ করিবে? কৃষ্ণপুত্র শাম্ব, কৃষ্ণশিষ্য সাত্যকিকে বধের জন্য উদ্যত হইলে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে? মণ্ডলীর বাহিরের লোকদের সহিত তোমরা কত ভদ্র, কত বিনীত। কিন্তু তোমরা মণ্ডলীর ভিতরের লোকদের সহিত কত অভদ্র, কত ইতর। কেহ কাহারও তুচ্ছ ত্রুটীটুকুকে ক্ষমার

দৃষ্টিতে দেখিতে পার না, কেহ কাহারও প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধিকে সানন্দ-লোচনে দেখিতে পার না, নিত্যকার সহকারী সহকর্ম্মীর নিন্দা-প্রচার না করিয়া জল-গণ্ডুষ গ্রহণ করিতে সমর্থ নও। অনেক উদীয়মান ও প্রতিশ্রুতিশীল সুন্দর সুন্দর মণ্ডলী এভাবে কীটদষ্ট হইতে হইতে ফোঁপড়া হইয়া যাইতেছে, বক্ষ-পঞ্জরের নীচে অবস্থিত ফুসফুসদ্বয় বিষাক্ত কীট-দংশনে ঝাঝরা হইয়া যাইতেছে, কোথাও কোথাও আমি এইরূপ আশঙ্কায় উৎপীড়িত হইতেছি। দীক্ষার দ্বারা বিশ্বকে ভালবাসিবার ব্রত পাইয়াছ। মণ্ডলীর অভ্যন্তরস্থ ভ্রাতা-ভগিনীদের সহিত বিরোধ কি তাহার উপযুক্ত পাদপীঠ? এই কথাটি প্রত্যেকে চিন্তা করিও। যেখানে এই পাপ নাই সেখানে কাহারও উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। যেখানে এ পাপ আছে, সেখান হইতে ইহার নির্ব্বাসন প্রয়োজন। তোমার পাশাপাশি স্থানের মণ্ডলীগুলিকে এই পত্র দেখাইও এবং সকলকে আত্মসংশোধনে উৎসাহিত করিও। আমি গালি দিতেছি না, করিতেছি উপদেশ-বর্ষণ। অহংপ্রমত্ততাই তাপের সৃষ্টিকারক। আমি অহংপ্রমত্তদের জন্যই এই কয়টী কথা লিখিতেছি। রামকে উপদেশ দিয়াছি বলিয়া শ্যাম যেন চটিয়া না যায়। তোমরা অনেকেই এই ভুলটা প্রায়শঃই করিয়া থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শুনিয়াছি তোমাদের জেলার সদর-শহরের প্রধান মণ্ডলীটি জেলা-সংগঠনের সহিত সংশ্রব বর্জ্জন করিয়াছেন। কাজটী তাঁহারা বুদ্ধিমানের মতন করিয়াছেন কিনা, কালক্রমে তাহা বুঝা যাইবে। এখন তোমরা কেহ অধীর, অস্থির হইও না বা কলহ-কলরোল বাড়াইও না। যে যাহা কহুক, যে যাহা করুক, সহিয়া যাও। আদর্শের প্রতি ও জনসাধারণের প্রতি তোমাদের যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা বিনীতচিত্তে করিয়া যাও। যেখানে প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষেরা দূষ্য কাজ বা বিরুদ্ধ-সমালোচনার উদ্রেককারী কাজ করিবার পরে আহত মানুষগুলির মনের দিকে তাকাইয়াও নরম হওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না, অথবা যেখানে সাধারণ লোকেরা অসাধারণ লোকদের জনসংসর্গ-সম্পর্কিত কাজগুলির ব্যাখ্যা বুঝিতে পারেন না, সেখানে এই সকল বিভ্রাট অহরহ ঘটিয়া থাকে। রুষ্ট, চঞ্চল বা কটুভাষী না হইয়া এই সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার বলেই বিজয় লাভ করিতে হয়। বিজয় মানে শান্তি, বিজয়

মানে শত্রুতাবোধের একান্ত অবসান। শত্রুতার অবসান মিলনেচ্ছুক মনের দ্বারা পরিচালিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব হইয়া থাকে। তীব্র ব্যক্তিত্ববোধ মিলনের অন্তরায়। তোমরা কলহের দ্বারা কলহ বাড়াইও না। ধৈর্য্যের দ্বারা কলহের ঝটিকাবেগ শান্ত করা যায়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৮৫
(১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়াও পত্রের জবাব পাও নাই বলিয়া মনে দুঃখ নিয়াছ। কিন্তু কি করিতে পারি বাবা। পত্রের খাম খুলিতে খুলিতে সারাদিন চলিয়া চায়। তারপরে পড়া এবং জবাব দেওয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং পত্রখানা হাতে লইয়া লেখককে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করি। এভাবে আমার অরুণোদয় হয়, এভাবে আমার সূর্য্যাস্ত ঘটে। পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিবে কিন্তু উত্তরের আশা করিও না। ডাকে ফেলিলেই

তোমার যাহা কাজ হইবার, হইবে। শ্রম কমাইতে পারিতেছি না বলিয়াই আমি স্নেহ কমাই নাই। সমান স্নেহভরে প্রত্যেকের পত্র স্পর্শ করিয়া থাকি এবং আশীর্ব্বাদ করি। আমার যখন পাঞ্চভৌতিক দেহটা থাকিবে না, তখনও তোমরা পত্র লিখিতে পার, সে পত্র পরলোকে নাও পৌঁছিতে পারে, কিন্তু আমার আশীর্ব্বাদ পাইবে। মরিবার পরেও আমি থাকিব। দিনদুনিয়ার মানুষকে ছাড়িয়া যাইব না। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, সম্মুখে থাকিব, পশ্চাতে থাকিব, কর্ম্মে থাকিব, বিশ্রামে থাকিব। সূচনায় থাকিব, সমাপ্তিতে থাকিব। জড়দেহ লইয়া তোমাদের সহিত প্রথম পরিচয় হইলেও আমি জড় নহি। তোমরাও নহ। সুতরাং আমি কাগজের গায়ে কালির আঁচড় কাটিয়া পত্র না দিলেও আমার কাছ হইতে তোমাদের যাহা পাইবার, তাহা পাইবেই পাইবে।

তুমি যুবক অথচ তোমার স্ত্রী তোমার সংশ্রব ছাড়িয়া দিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পিত্রালয়ে বাস্তব্য করিতেছে, এ সংবাদ সুখাবহ নহে। মন্দের ভাল এইটুকু যে, তুমি ইন্দ্রিয়সেবা হইতে বিরত থাকিবার সুযোগ পাইয়াছ। স্ত্রী যদি চিরকাল দূরেই থাকিতে চাহে, তবে তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া তোমার গৃহে বন্দিনী করা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু তুমি যে আশ্রম-জীবন যাপন করিতে চাহ, আশ্রমে আসিয়া আশ্রমীর যোগ্যভাবে বাস করিতে চাহ, এই কথাটী তাহাকে ভালভাবে না জানাইয়া,

ইহার ফলাফল তাহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া না দিয়া স্থায়ী বাসিন্দারূপে আশ্রমে আসিতে পার না। কেননা, তাহার প্রবল কামনা সূক্ষ্মভাবে আসিয়া তোমার চিন্তাতরঙ্গে আবিলতার সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং যাহা করিবে, জানাইয়া, বুঝাইয়া তবে করিবে। ক্রোধ করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে সেই বৈরাগ্য প্রায়শঃই দীর্ঘায়ু লাভ করে না।

মুশকিল হইতেছে মাতা-পিতাকে লইয়া। শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্যদেব মাতার রোদনে কর্ণপাত করেন নাই, বুদ্ধ বা চৈতন্যদেব পত্নীবিরহ গ্রাহ্য করেন নাই, এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট নহে। নানক বা কবীর সংসারী-জীবন ত্যাগ করেন নাই, ইহাও হিসাবে ধরিতে হয়। আশ্রমে যদি একান্তই আসিতে হয়, তাহা হইলে বাপ-মাকে বুঝ-প্রবোধ দিয়া কিছুকালের জন্য আসিতে পার কিন্তু আশ্রমে কি অন্যান্য আগন্তুকদের মতই আসিবে? তাহারা পূজার ফুল তোলে, রান্নার জল টানে, কিন্তু কার্য্যকর কিছু শিক্ষা করে না। জিপখানা দশ বৎসর ধরিয়া আশ্রমকে কত সেবা দিল, কিন্তু এই নূতন বৈরাগীরা কেহই জিপ চালান শিখিল না। অবসর সময়ে কেবল ঘুমাইয়া কাটাইল। ট্রাক্টর দুইখানা আজ দশ বার বৎসর যাবৎ আশ্রমকে কত সেবা দিতেছে, সখের বৈরাগীরা কেহ ট্রাক্টর চালাইতে শিখিল না। অনেক সখের বৈরাগীর তো খাইতে আর খাদ্য হজম করিতে চব্বিশটি ঘণ্টা পার হইয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যায়। পঞ্চাশ ষাটটি ছাত্রের প্রয়োজনীয় রুটির আটা মাখিতেই দিন কাটিয়া যায়, অন্য কাজ শিখিবে কখন? চারিখানা প্রিন্টিং মেশিন পুপুন্‌কী আশ্রমের মুদ্রণালয়ে সগৌরবে বসিয়া আছে। কিন্তু সখের বৈরাগীরা গত তিন বৎসরের মধ্যে একবারও ইহার কাজ শিক্ষা করিতে চেষ্টা করে নাই। আশ্রমের অধ্যক্ষেরা ধমক দিয়া কাজ শিখিতে বাধ্য করিতে পারে না। কারণ, ইহা ইনক্লাব জিন্দাবাদের যুগ, পাঁচ বৎসর আশ্রমে থাকিবে এবং বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময়ে দেখিবে যে, অযত্ন পাইয়া তোমার কেবল চুলদাড়িই বাড়িয়াছে, কোন বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শিতা বাড়ে নাই। ইহা কি প্রশংসনীয় আশ্রমবাস?

তোমাদের গ্রামে তোমার ন্যায় দীক্ষিত সন্তান আমার আরও অনেক আছে। অথচ সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় দুই তিন জন আসিলেও মহাভাগ্যের ব্যাপার হয়। ইহা কোনও অভিনব সংবাদ নহে। অনেক স্থানেই সমবেত উপাসনার প্রতি এইরূপ অবহেলা রহিয়াছে। আমি বলিতে পারি যে, প্রত্যেকে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগ দিও। কিন্তু কেহ আদেশ অমান্য করিলে শিরশ্ছেদ করিতে পারি না। ইহারা যদি ভালবাসার টানে আমার কাছে আসিয়া না থাকে, তবে জোর করিয়া ইহাদের ভালবাসা আমার আদায় করার সাধ্য নাই। বলাৎকৃত এমন ভালবাসায় কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির রুচি থাকাও সম্ভব নহে। সুতরাং আমাকে সেই দিনটীর প্রতীক্ষায়

বসিয়া থাকিতে হয় যে, কবে পরমেশ্বরের কৃপাগুণে এই দুর্ল্লভ প্রেম-চন্দ্রিকার আবির্ভাব হইবে। কিলাইয়া কাঁঠাল পাকান যায় না। ইহারা মূর্খ। এইজন্য সমবেত উপাসনার কদর বুঝিল না। আমি ক্ষুব্ধ হইতে পারি, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইবার আমার রাস্তা নাই। লক্ষ লক্ষ আদেশ-অমান্যকারীদের মধ্য হইতে যে স্বল্পসংখ্যক আজ্ঞাবহ সন্তান বাহির হইয়া আসিবে, আমি সেই সুদুর্ল্লভ কয়েকটি লোককে লইয়াই জগৎসেবার মহাব্রত উদ্‌যাপন করিব। যাহারা দীক্ষা নিয়াছে কিন্তু গুরুবাক্য পালন করে না, তাহারা সত্যই হতভাগ্য।

কেহ কুকথা বলিতেছে বলিয়া তোমাকে তাহা শুনিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। কাণের কাছে কেহ বাজে কথা বলিলেও তোমার মনের দুয়ার পর্য্যন্ত তাহা কিছুতেই পৌছিবে না, এইরূপ অভ্যাস আয়ত্ত কর। এইরূপ অনেকেই করিয়াছেন এবং সফলও হইয়াছেন। তুমিও এইরূপ অভ্যাস কর এবং শ্রুতিশক্তিকে নিজের ক্রীতদাসে পরিণত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৪)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ১৩-১২-৭৮ এর পত্র পাইলাম। যে কথাগুলি একবার লিখিয়াছ, তোমার নানা স্থানের সহকর্ম্মীদিগকে কয়েক দিন পর পর সেই কথাগুলিই বার বার শুনাও। সৎকথা পুনরুক্তির দ্বারা কদাচ দূষিত হয় না, বরং বলবতী হয়। চতুর্দ্দিকের দূষিত আবহাওয়াকে রূপান্তর দিতে হইলে একই সৎকথা বারংবার শুনানো ও বলানো প্রয়োজন।

মনে কর, তুমি এমন একটা শহরে পত্র লিখিতেছ, যেখানে লোককল্যাণ-কর্ম্মীদের মধ্যেও মোহান্ধ-তার্কিকতা, গর্ব্বান্ধ-স্পর্দ্ধা, নির্লজ্জ কলহ এবং সুপরিকল্পিত আক্রোশ রহিয়াছে। সেখানেও কাজ চালু রাখিতে হইবে। কোন না কোন কর্ম্মে লিপ্ত করিয়া দিয়া আমি অনেক মতিচ্ছন্ন পাগলকে স্থিতধী করিয়াছি। ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

উৎকর্ষবান্ মানুষ প্রত্যেক জেলাতেই আছে। আত্মাহঙ্কার তাহাদিগকে মিলিত হইতে বাধা দিতেছে। সকলে মিলিত থাকিলে যে অসাধ্য সাধন তাহারা করিতে পারিত, তাহা এই জন্যই সুসাধ্য হইতেছে না। এইসব ক্ষেত্রে বিবদমান

গোষ্ঠীদ্বয়ের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হইয়া ইহাদের বাহির হইতে প্রচার-কর্ম্মী খুঁজিয়া লও। কাহারও কোন কলহের ভিতরে প্রবেশ করিও না। জীবিকার্জ্জনের প্রণালীতে কলুষ-কুটিলতা ও অসততা ভয়ঙ্কর ভাবে আসিয়া পড়ায় সহজ কাজও কঠিন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তোমরা কখনও কাজে ঢিলা দিতে পার না। যেই পরিকল্পনা নিয়া আট বৎসর পূর্ব্বে কাজ ধরিয়াছিলে, আমৃত্যু নিষ্ঠায় সেই মতেই চলিবে বলিয়া জিদ করিয়া কাজে লাগিয়া থাক। এখন যে সব জেলায় তুমি কাজ করিতেছ, সেগুলিতে নিজ জেলার চাইতেও বেশী কাজ হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখিও। প্রেম লইয়া কাজ করিও, তবেই সব সফল হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৫)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশ্রমটী স্বাবলম্বী। করে না কাহারও নিকট ভিক্ষা, জানায় না কাহাকেও নিজ অভাবের কথা। সহকর্ম্মী হইবার জন্য

কাহাকেও করে না আহ্বান। তথাপি কেহ কেহ নিজ প্রাক্তন সৎ-সংস্কারের প্রভাববশতঃ ছুটিয়া আসে অন্তেবাসী হইবার জন্য। যে যেই যোগ্যতাটুকু নিয়া আসিয়াছে, তাহাকে সেই বিষয়ে অধিকতর যোগ্য করিয়া আমরা দিতে পারিতেছি কি? অথবা আমরা তাহার যোগ্যতার দরুণ আশ্রমকে দানে, ধ্যানে, কর্ম্মায়নে, রূপে-রসে-গন্ধে, শব্দে-স্পর্শে কোনও দিক্ দিয়া সমৃদ্ধিবান্ করিয়া তুলিতে পারিতেছি কি? আমি চাহি, তাহারা নিজ অন্ন নিজেরা অর্জ্জন করুক, ভিক্ষান্ন তাহাদের যেন না খাইতে হয়। তাহা হইলেই তাহাদিগকে স্থানে বসিয়া অন্ন সৃষ্টি করিতে হয়, দয়া-দত্ত খুদ কণার জন্য দুয়ারে দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইতে হয় না। আমি গড়িতে চাহি সম্পূর্ণ মানুষ, পরানুগ্রহ- পুষ্ট অসম্পূর্ণ মানুষ গড়িতে চাহি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৬)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৯৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা হরিপদ, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রাণগোবিন্দ আমার প্রাণে আসিয়া মিশিয়াছে। অখণ্ড-আদর্শের প্রতি প্রেমানুরাগ সে বংশানুক্রমিক অনুশীলনে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল এবং তোমরা যে কয়টী ভ্রাতা-ভগিনী আছ, তাহাদিগকে পুরুষানুক্রমিক সম্পদরূপে উহা দিয়া গিয়াছে। ইহা তাহার মহতী কীর্ত্তি। এই কীর্ত্তির কথা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না।

ডাকিয়া আমি কাহাকেও দীক্ষা দেই না। ইহা ত' তোমরা প্রত্যেকেই জান। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সাগ্রহ মন লইয়া দীক্ষা লইতে আসে, কেবল তাহাকে লইয়াই আমি তুষ্ট, ইহাও তোমরা জান। কিন্তু আমার সুমহতী কামনা এই যে, এই দীক্ষার ফলে মানবজাতির ব্যাপক, ধারাবাহিক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভ্যুন্নতি ঘটুক। সুতরাং প্রত্যাশা করিব যে, নবদীক্ষিতেরা নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগকে সেই একই সাধনাতে পুরুষানুক্রমিক-ভাবে লাগাইয়া রাখিতে যত্নবান হউক। তোমরা দুই ভাই এখনও দীক্ষিত হইতে পার নাই, কিন্তু পিত্রাদেশ পালনের জন্য যাবতীয় কার্য্য অখণ্ডমতে করিয়াছ জানিয়া সুখী হইয়াছি।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৭)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৪ঠা পৌষ, বুধবার, ১৩৮৫
(২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা উভয়ে আমার অজস্র আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিও। কারণ, তোমরা খবর দিয়াছ যে, আমার জন্মমাসের প্রথম দিনটী হইতে দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া একটা সুনির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহন করিবে। বিশ্বাস করিও যে, তোমাদের চেষ্টা সফল হইবেই।

দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন অতীতে যাঁহারা যাঁহারা করিয়াছেন, কেহই জনসমাজে ইহার বাখানি করেন নাই। কারণ, লোক-জানাজানি এই ব্রতপালনের পরম শত্রু। কিন্তু এক মাস বা এক সপ্তাহও যাঁহারা ইহা পালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলের অজ্ঞাতসারে নব নব সামর্থ্য ও যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহাদের পাদস্পর্শে ধরণীর অনেক পাপকর্ম্মা ব্যক্তির উদ্ধার-সাধন হইয়াছে। তাঁহাদের পরোক্ষ প্রেরণায় চতুর্দ্দিকের আবহাওয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯৮)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৪ঠা পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। পরমেশ্বরকে গুরু জানিয়া, ওঙ্কারকে গুরুমন্ত্র জানিয়া, ওঙ্কারকেই একমাত্র পূজাবিগ্রহরূপে মানিয়া যে-কেহ ঈশ্বর-উপাসনা করুক, সেই আমার একান্ত আপন-জন। কিন্তু তোমরা যখন দীক্ষার জন্য ব্যাকুল, তখন দীক্ষার উপযুক্ত সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা কর।

আমি ডাক যোগে বিদেশের দুই একজনকে দীক্ষা দিয়াছি। বিদেশবাসিনী পররাষ্ট্রের প্রজা একটি মহিলাকে *Trunk-call*-এ দীক্ষা দিয়াছি। গঙ্গাবক্ষে সাঁতার কাটিতে কাটিতে একজনকে দীক্ষা দিয়াছি। এই জাতীয় দীক্ষাবলি ব্যতিক্রম, নিয়ম নহে। সুতরাং তোমরা ব্যতিক্রমের দীক্ষা নিবার জন্য ব্যগ্র হইও না।

মৃত্যুমুখগামী মুমূর্ষুকে দীক্ষাদান নিয়মের অপেক্ষা রাখে না। কলেরার দাস্তে তাহার শয্যাতল কলুষিত হইলেও মন্ত্রদান চলে। এইগুলি সম্পূর্ণই ব্যতিক্রমস্থল। চাটগাঁ জেলায় আমি চলন্ত ট্রেইণ থামিবামাত্র নীল-ডাউন হইয়া বসা ষাট-পয়ষট্টি জন যুবককে চীৎকার করিয়া মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দীক্ষাদান করিয়াছি, ইহা সত্য। কিন্তু ইহাও ব্যতিক্রম, প্রচলিত রীতি

নহে। প্রত্যেক সৎ কাজের আনুষ্ঠানিক সুনিয়ম আছে। দীক্ষার ব্যাপারেও সেই সুনিয়ম পালনই ভাল। দীক্ষার সম্পর্কে আমার মতবাদ অত্যন্ত উদার। কিন্তু এই উদারতার সুযোগ নিয়া যাহাতে আমার ক্ষুদ্র সংঘটিতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হইতে পারে, তাহার দিকে আমার দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। নিয়ম বা আনুষ্ঠানিক প্রথার সৃষ্টি এই কারণেই হইয়াছে। মনশ্চাঞ্চল্যের তাড়নায় হঠাৎ কিছু করিয়া বসিও না।

কি কারণে জানি না, অনেকে আমার নিকট হইতে স্বপ্নেও দীক্ষা পাইতেছে। ইহাও সাধারণ নিয়ম-নীতির ব্যাপার নহে। ইহা অলৌকিক। গুরুর দেহপতন না ঘটিয়া থাকিলে এই সব ক্ষেত্রে গুরুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত মন্ত্র শ্রবণ প্রথাশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৫ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫

(২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। শুধু সুখী কেন, আহ্লাদিতও হইলাম। কারণ, তুমি সরকারী চাকুরীতে নিয়ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও চরিত্রগঠন-আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে যোগ রক্ষা করিতে আগ্রহী হইয়াছ। মধ্যপ্রদেশের সোহাগপুরে থাক। আমাদের আন্দোলন ধীরে ধীরে চলিতেছে মাত্র বাংলা, আসাম প্রভৃতি স্থানে। দূরত্ব হেতু আমরা প্রকৃষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করিতে সুপটু হইব না। এক্ষেত্রে তোমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আমার ভাব ও বাণী সম্পর্কিত সমগ্র সাহিত্য অধ্যয়ন। আমি সারাজীবন একটী মাত্র কাজই করিয়াছি, যাহার নাম চরিত্রগঠন-আন্দোলন। পত্রযোগে তোমার কাছাড়-নিবাসী জনৈক গুরুভ্রাতা তোমাকে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ধীরে ধীরে জানাইবে।

যে-কোনও একটী মানুষকে ধরিয়া যদি তাহাকে এমন সৎসঙ্গ দেওয়া যায়, যাহার ফলে কাল সে যাহা ছিল, আজ তাহা অপেক্ষা পরিমার্জ্জিত ও সুন্দরতর হইতে পারিয়াছে, জানিবে তোমার দ্বারা চরিত্রগঠন-আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(১০০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। *** ভাগ্যকে ফিরাইতে হইলে নিজ অধ্যবসায়, কর্ম্মপরায়ণতা, স্থিরবুদ্ধি এবং সৎসঙ্কল্পের বলেই তাহা করিতে হইবে। পরমেশ্বরের নামস্মরণ এই ক্ষেত্রে আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধাবৃদ্ধির কারণীভূত হয় বলিয়াই আমি তোমাদিগকে নামে অপরিসীম নির্ভর রাখিতে উপদেশ দিয়া থাকি। পরমেশ্বরের নাম-স্মরণ ও মননের দ্বারা অন্তরে শুদ্ধা ভক্তি এবং নির্ব্বিশেষ নিরালম্ব স্বাভাবিক আনন্দের উদ্ভব উপলব্ধি করা যায়। ঈশ্বর যে সত্যই আছেন, তাহা তাঁহার নাম-স্মরণের দ্বারাই উপলব্ধ হয়। নামে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়া সাহস-সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, নির্ভয় থাক। প্রকৃত বিশ্বাসীর সঙ্গ কর, অবিশ্বাসীদের কুসঙ্গ পরিহার কর। ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই পাপ হইতে দূরে থাকে। নিষ্পাপতাই মানুষের জীবনে সর্ব্বশান্তির মূল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই পৌষ, ১৩৮৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নিজ গৃহে মন্দির নির্ম্মাণ ও সেই মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপন খুবই আনন্দজনক ব্যাপার। এই আনন্দকে নির্ভেজাল রাখিতে হইলে প্রয়োজন হইতেছে স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলী এবং গুরুভ্রাতাদের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সরল, সবল, অকপট প্রয়াস। অনেকেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে প্রচার করিবার জন্য। অনেকে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে দলাদলির খুঁটি শক্ত করিবার জন্য। এই জাতীয় চেষ্টা সুফল প্রসব করে না। যে মন্দির বা যে বিগ্রহ মিলনমঞ্চকে বৃহত্তর করিল না, মোটামুটি তাহা অসার্থক। পরস্পর বিরুদ্ধবাদী দুটী মন যদি এই সকল অনুষ্ঠানে হাসিমুখে মিলিত হয়, তাহা হইলে ইহাই এক অশ্বমেধ যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তোমরা নিত্য নূতন মন্দির নির্ম্মাণের দিকে ঝোঁক দিও না, নিত্য নূতন মিলনমঞ্চ রচনার দিকে ঝোঁক দাও। আমার আজীবনের আকূতি উহা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৬ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮৫
(২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি অস্থির ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। এই রোগের চিকিৎসা সম্ভবতঃ য়্যালোপ্যাথিকে আছে। তবে উপযুক্ত বিশ্রামের ফলে ও পুষ্টিকর আহার্য্যের গুণে ইহা নিবারিত হয় বলিয়া শুনিয়াছি। পুপুন্কী আশ্রমে পুষ্টিকর আহার্য্যের ব্যবস্থা নাই, তথাপি সেখানে বিশ্রামের গুণে একটী যুবককে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়াছি। আমরা তাহাকে অধিক শ্রম করিতে দিতাম না, মনের আনন্দে থাকিতে দিতাম। তোমারও স্বস্থানে মনের আনন্দ প্রয়োজন। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে মনের আনন্দ বজায় রাখিয়া চলা বড় শক্ত কাজ, কিন্তু ইহা অভ্যাসের ফলে সম্ভব হইয়া থাকে। সামান্য বিষয় লইয়া মনকে বিমর্ষ হইতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে। অথচ পরমুখাপেক্ষিণীর পক্ষে সামান্য মানসিক ক্লেশও অসহনীয়। তবু তুমি মনের দিক্ দিয়া ক্লেশের ও পরাভবের ঊর্দ্ধে থাকিবার চেষ্টা করিয়া যাইতে থাক মা। আমি নিয়ত

তোমার সঙ্গে থাকিয়া অলক্ষিত-ভাবে তোমাকে জয়ান্বিত হইবার সাহায্য করিতে থাকিব।

মাতাপিতার অনুমতি লইয়াই তুমি আমার নিকট দীক্ষা নিয়াছিলে। সেই মাতাপিতাই এখন তোমাকে কুলধর্ম্ম-ভ্রষ্টা বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, ইহা আমার নিকটে আশ্চর্য্য লাগিতেছে। কে না জানে যে, আমি মূর্ত্তিপূজা করি না, মূর্ত্তিপূজার শিক্ষা-দীক্ষা দেই না, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভগবানের সর্ব্বতত্ত্বের আশ্রয় ও আধার ওঙ্কার-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া দিয়া থাকি? তুমি মূর্ত্তিপূজায় অনুরাগিনী নহ বলিয়া তোমার মাতাপিতা এত দেরীতে কেন তোমাকে গঞ্জনা করিতে শুরু করিলেন, ইহা এক চমকপ্রদ বিস্ময়। তুমি এই মানসিক অত্যাচার নীরবে, নির্ভয়ে, বীরত্বের সহিত, কুণ্ঠাহীন-ভাবে, অকাতরে সহিয়া থাক মা। কলহে প্রবৃত্ত হইও না বা মূর্ত্তি-পূজকদের নিন্দা করিও না। তাঁহাদের কাজ তঁহারা করুন, তোমার কাজে তুমি থাক। ওঙ্কার-মন্ত্রে উপাসনা করিতে বিগ্রহ না থাকিলেও পারা যায়। ওঙ্কারবিগ্রহ ঘরে রাখিতে যখন হিরণ্যকশিপুরা দিবেন না, তখন উহা ছাড়াই তুমি মনে মনে ওঙ্কার-জপ করিতে থাক। এক বিন্দু জলে মধ্যমাঙ্গুলি বা অনামিকা ভিজাইয়া নিয়া তাহাকে লেখনী করিয়া নিজ ভ্রূমধ্যে ওঙ্কার আঁকিয়া লও। কেহ আর ইহা দেখিতে পাইবে না, অথচ তোমার জপ-ধ্যান অবাধে চলিবে।

স্বামিগৃহে যে ওঙ্কার-বিগ্রহ রাখিয়া আসিয়াছিলে, তাহা কোনও দৈব কারণে নষ্ট হয় নাই, নষ্ট হইয়াছে হয় জল-বৃষ্টিতে, নয় উইপোকার উৎপাতে অথবা অন্য কাহারও অবহেলায়। কাগজ, কাঠ, পাথর, ধাতু প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত বিগ্রহ চখের বাহিরে থাকিলে নৈসর্গিক কারণেই নষ্ট হইতে পারে। ইহা স্বাভাবিক। ইহাকে দেবতার রোষ বা ভগবানের অভিশাপ বলিয়া ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এই ঘটনাকে সহজ মনে সরল ভাবে নাও, ইহা নিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্তা হইও না।

নাম-সেবায় অধিকতর নিবিষ্টচিত্তা হও। নাম-সেবার প্রত্যক্ষ সুফল হইতেছে চিত্তের প্রশান্তি এবং দুশ্চিন্তা-বিদূরণ। আশীর্ব্বাদ করি, নামে মন ডুবাইয়া কৃতকৃতার্থ ও নির্ভয় হও। পিতামাতা বিরুদ্ধবাদী বা বিরুদ্ধকারী বলিয়াও মনে দুঃখ করিও না। একদা এই বিরুদ্ধতার অবসান হইবেই হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।
কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত 'কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ
"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী - ২২১০১০

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

সপ্তত্রিংশতম খণ্ড